التقريب والتيسير للنووي (النووي)

القسم: علوم الحديث

الكتاب: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)

تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت

الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت

الطبعة: الأولى، 1405 هـ - 1985 م

عدد الصفحات: 123

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

আত-তাকরীব ওয়াত-তাইয়াসীর লিল-নাওয়াবী (আল-নাওয়াবী)

বিভাগ: হাদীস বিজ্ঞান

গ্রন্থ: আত-তাকরীব ওয়াত-তাইয়াসীর লি-মা'রিফাতি সুনানিল বাশীরিন নাযীর ফী উসূলিল হাদীস

লেখক: আবু যাকারিয়্যা মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নাওয়াবী (মৃ. ৬৭৬ হি.)

ভূমিকা, তাহকীক ও টীকা: মুহাম্মাদ উসমান আল-খাশত

প্রকাশক: দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত

সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২৩

[গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা মুদ্রিত সংস্করণের অনুরূপ]

শামেলায় প্রকাশের তারিখ: ৮ যুল-হিজ্জাহ ১৪৩১

بسم الله الرحمن الرحيم

فاتحة الكتاب

الحمد لله الفتاح المنان، ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان، وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحا بحبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان، صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان.

" أما بعد " فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين وهذا كتاب اختصرته من كتاب " الإرشاد " الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه، أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستناد.

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

গ্রন্থের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহাবিজেতা, মহা অনুগ্রহকারী, যিনি অসীম অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব ও ইহসানের অধিকারী; যিনি আমাদেরকে ঈমান দ্বারা ধন্য করেছেন, এবং আমাদের দ্বীনকে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; এবং তাঁর প্রিয়তম, বন্ধু, বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রতিমা পূজা বিলুপ্ত করেছেন এবং তাঁকে মুজিযা ও যুগ যুগ ধরে চলমান সুন্নাতসমূহ দ্বারা বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ তাঁর উপর, অন্যান্য সকল নবীর উপর এবং তাঁদের প্রত্যেকের বংশধরের উপর

রহমত বর্ষণ করুন, যতক্ষণ দিন-রাতের আবর্তন ঘটে, বিধান ও স্মরণ পুনরাবৃত্ত হয় এবং নতুন দুটি (দিন ও রাত) একের পর এক আসে।
" অতঃপর " নিশ্চয় ইলমে হাদীস জগতসমূহের প্রতিপালকের নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়সমূহের অন্যতম। তা কেনই বা হবে না, যখন এটি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি এবং আদি ও অন্তের সম্মানিতজনদের পথনির্দেশনা? আর এটি এমন একটি কিতাব, যা আমি "আল-ইরশাদ" কিতাব থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি, যা আমি শাইখ, ইমাম, হাফেজ, মুতকিন, মুহাক্কিক আবু আমর উসমান ইবন আবদুর রহমান, যিনি ইবনুল সালাহ নামে পরিচিত, (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন)-এর উলুমুল হাদীস থেকে সংক্ষিপ্ত করেছিলাম। আমি এতে, ইনশাআল্লাহু তায়ালা, মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে সংক্ষেপণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এবং ইবারতকে সুস্পষ্ট করার জন্য সচেষ্ট থাকব। আর মহিমান্বিত আল্লাহর উপরই নির্ভরতা, তাঁরই কাছে সমর্পণ ও তাঁরই উপর ভরসা।

(ص: 25)التقريب والتيسير للنووي

أقسام الحديث

الحديث: صحيح - وحسن - وضعيف.

[النوع] الأول: الصحيح

وفيه مسائل:

الأولى: في حده. وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده، والمختار أنه لا يجزم. في إسناده أنه أصح الأسانيد مطلقاً، وقيل أصلحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وقيل الزهري عن علي

بن الحسن عن أبيه عن علي، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر، فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم.

أقسام الحديث

হাদিসের প্রকারভেদ

الحديث: صحيح - وحسن - وضعيف.

হাদিস: সহীহ - হাসান - এবং যঈফ।

النوع] الأول: الصحيح]

প্রথম [প্রকার]: সহীহ

وفيه مسائل:

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

الأولى: في حده. وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده، والمختار أنه لا يجزم. في إسناده أنه أصح الأسانيد مطلقاً، وقيل أصلحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وقيل الزهري عن علي بن الحسن عن أبيه عن علي، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر، فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم.

প্রথমত: এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে। এটি তা, যার সনদ ন্যায়পরায়ণ ও সুদৃঢ় স্মরণশক্তির অধিকারী বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে শায বা 'ইল্লত মুক্ত অবস্থায় মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) থাকে। আর যখন 'সহীহ' বলা হয়, তখন এর অর্থ এই যে, তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। আর যখন 'গায়রে সহীহ' (অসহীহ) বলা হয়, তখন এর অর্থ এই যে, এর সনদ সহীহ নয়। আর নির্বাচিত অভিমত হলো, এর সনদের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এটিই সকল সনদের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে সর্বাধিক সহীহ। আর বলা হয়েছে যে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহীহ হচ্ছে যুহরী কর্তৃক সালিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণিত সনদ। আর বলা হয়েছে যে, ইবনে সীরীন কর্তৃক উবায়দা থেকে, তিনি আলী থেকে বর্ণিত সনদ। আর বলা হয়েছে যে, আ'মাশ কর্তৃক ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত সনদ। আর বলা হয়েছে যে, যুহরী কর্তৃক আলী ইবনুল হাসান থেকে, তিনি

তার পিতা থেকে, তিনি আলী থেকে বর্ণিত সনদ। আর বলা হয়েছে যে, মালিক কর্তৃক নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে বর্ণিত সনদ। সুতরাং এই মতে বলা হয়েছে যে, শাফী'ঈ কর্তৃক মালিক থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণিত সনদ।

(ص: 26)التقريب والتيسير للنووي

الثانية: أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان، ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه، قيل لم يفتهما منه إلا قليل وأنكر هذا، والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين، وسنن أبي داود والترمذي، والنسائي، وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة وبحذف المكرر أربعة آلاف، ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف، ثم أن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة: كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرها منصوصاً على صحته ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما، وهو متساهل، فما صححه ولم

দ্বিতীয়ত: বিশুদ্ধ হাদিসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সংকলিত গ্রন্থ হলো সহীহ বুখারী, অতঃপর সহীহ মুসলিম। এই দুইটি গ্রন্থ কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ। বুখারী এই দুইটির মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ ও অধিকতর কল্যাণকর। কারো কারো মতে, মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ, তবে প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক। মুসলিম একই স্থানে হাদিসের বিভিন্ন সনদ (তুরুক আল-হাদীস) একত্রিত করার ক্ষেত্রে বিশেষত্ব লাভ করেছেন। তাঁরা (বুখারী ও মুসলিম) সকল বিশুদ্ধ

হাদিস সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করেননি এবং এর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধও ছিলেন না। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁদের (সংকলন থেকে) খুব কম বিশুদ্ধ হাদিসই বাদ পড়েছে, তবে এই দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। বস্তুত, সঠিক অভিমত হলো, পাঁচটি মূল গ্রন্থ থেকে খুব সামান্যই বাদ পড়েছে, অর্থাৎ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং সুনানে আবি দাউদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈ। বুখারী শরীফে পুনরাবৃত্তিসহ মোট সাত হাজার দুইশত পঁচাত্তরটি হাদিস বিদ্যমান। এবং পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে এর সংখ্যা চার হাজার। মুসলিম শরীফে পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে প্রায় চার হাজার হাদিস রয়েছে। এরপর বিশুদ্ধ হাদিসের অতিরিক্ত অংশ নির্ভরযোগ্য সুনান গ্রন্থাবলী থেকে নির্ণীত হয়: যেমন সুনানে আবি দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা, দারাকুতনী, হাকিম, বায়হাকী এবং অন্যান্য গ্রন্থ, যেখানে এর বিশুদ্ধতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব গ্রন্থে এর উপস্থিতিই বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট নয়, একমাত্র সেই গ্রন্থ ব্যতীত যার শর্ত হলো শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদিস সংকলন করা। হাকিম এই দুইটি (বুখারী ও মুসলিমের) অতিরিক্ত হাদিসসমূহ সংকলনে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তবে তিনি (হাকিম) ছিলেন কিছুটা শিথিলপন্থী, সুতরাং তিনি যা বিশুদ্ধ বলেছেন এবং করেননি...

(ص: 27)التقريب والتيسير للنووي

نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان، والله أعلم.

الثالثة: الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، وكذا ما رواه البيهقي، والبغوي، وشبههما قائلين: رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما

رويا أصله فلا يجوز أن تنقل منهما حديثاً وتقول هو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا ألفاظهما، وللكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد، وزيادة الصحيح؛ فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما.

الرابعة: ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال، وفعل،

আমরা যখন এতে অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসদের পক্ষ থেকে কোনো تصحيح (সহীহকরণ) বা تضعيف (যঈফকরণ) পাই না, তখন এটিকে حسن (হাসান) হিসেবে রায় দিই, তবে যদি এতে এমন কোনো علة (ত্রুটি) প্রকাশ পায় যা এটিকে দুর্বল করে দেয়। এর হুকুমের দিক থেকে আবু হাতিম ইবনে হিব্বানের صحيح গ্রন্থটিও এর কাছাকাছি। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয়: যে গ্রন্থসমূহ সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর উপর ভিত্তি করে সংকলিত হয়েছে, সেগুলোতে শব্দের ক্ষেত্রে সহীহাইনের সাথে হুবহু মিল রাখার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। ফলে সেগুলোতে শব্দ ও অর্থের দিক থেকে ভিন্নতা দেখা যায়। অনুরূপভাবে, যা বায়হাকী, বাগাবী এবং তাদের মতো অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন এই বলে যে: "এটি বুখারী অথবা মুসলিম বর্ণনা করেছেন", সেগুলোর কিছুতে অর্থের দিক থেকে ভিন্নতা পাওয়া যায়। তাদের উদ্দেশ্য হলো যে, বুখারী ও মুসলিম এর মূল বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, তাদের থেকে (এসব গ্রন্থ থেকে) কোনো হাদীস উদ্ধৃত করে বলা জায়েয হবে না যে, "হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে এভাবেই আছে", যদি না আপনি সেটিকে বুখারী ও মুসলিমের সাথে মিলিয়ে নেন, অথবা গ্রন্থকার নিজেই বলেন যে, "তারা দুজন একই শব্দে বর্ণনা করেছেন"। সহীহাইনের সংক্ষিপ্তকরণ গ্রন্থগুলোর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সেগুলোতে তারা (সংক্ষেপকারীরা) তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) শব্দাবলীই নকল করেছেন। এবং সহীহাইনের উপর ভিত্তি করে সংকলিত গ্রন্থসমূহের দুটি উপকারিতা আছে: ইসনাদের (সনদের) উচ্চতা এবং সহীহ হাদীসের অতিরিক্ত অংশ; কারণ, এই অতিরিক্ত অংশগুলো সহীহ, যেহেতু সেগুলো তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) নিজস্ব সনদেই বর্ণিত।

চতুর্থ: যে সকল বর্ণনা তারা (বুখারী ও মুসলিম) মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে সহীহ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর যেসব বর্ণনার সনদের শুরু থেকে একজন বা ততোধিক রাবী বাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যা দৃঢ়তাবাচক শব্দ যেমন 'قال' (তিনি বলেছেন) এবং 'فعل' (তিনি করেছেন) ইত্যাদি দ্বারা বর্ণিত,

(ص: 28)التقريب والتيسير للنووي

وأمر، وروى، وذكر فلان كذا، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيروى، ويذكر، ويحكى، ويقال، وروي، وذكر، وحكي عن فلان كذا، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس هو بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح، والله أعلم.

الخامسة: الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما، وإذا قاولوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، وذكر الشيخ تقي الدين أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم.

السادسة: من رأى في هذه الأزمان حديثاً صحيح الإسناد في كتاب. أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. قال الشيخ تقي الدين: لا يحكم بصحنه لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته، والله أعلم؛ ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه والله أعلم.

অমুক ব্যক্তি এমন আদেশ করেছে, বর্ণনা করেছে, বা উল্লেখ করেছে – তবে এটি (তার প্রতি) আরোপিত বিষয়ে তার পক্ষ থেকে এর বিশুদ্ধতার একটি রায়। আর যেখানে দৃঢ়তা নেই, যেমন 'বর্ণিত আছে', 'উল্লেখ করা হয়েছে', 'বলা হয়ে থাকে', 'বলা হয়', 'বর্ণিত হয়েছে', 'উল্লেখ করা হয়েছে', এবং 'অমুক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হয়েছে' – এমন বাক্যগুলোতে তার প্রতি আরোপিত বিষয়ে তার পক্ষ থেকে এর বিশুদ্ধতার কোনো রায় নেই, আর (গ্রন্থকার কর্তৃক) সহীহ নামে অভিহিত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এটি দুর্বল নয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সহীহ বিভিন্ন প্রকারের হয়: এর সর্বোচ্চ স্তর হলো যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ে একমত হয়েছেন, এরপর যা বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, এরপর যা মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন, এরপর যা তাঁদের উভয়ের শর্তে (বর্ণিত), এরপর যা বুখারীর শর্তে (বর্ণিত), এরপর যা মুসলিমের শর্তে (বর্ণিত), এরপর যা অন্য কারো মতে সহীহ। আর যখন তারা বলেন 'সহীহ মুত্তাফাকুন আলাইহি' বা 'এর বিশুদ্ধতার উপর ঐকমত্য', তখন তাঁদের উদ্দেশ্য হলো 'শাইখাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এর ঐকমত্য। শাইখ তাক্বীউদ্দীন উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা দুজন বা তাঁদের যেকোনো একজন যা বর্ণনা করেছেন, তা নির্দ্বিধায় বিশুদ্ধ এবং এর মধ্যে সুনিশ্চিত জ্ঞান বিদ্যমান। তবে মুহাক্কিকগণ এবং অধিকাংশ আলেম তাঁর বিরোধিতা করে বলেছেন: যা মুতাওয়াতির নয়, তা কেবল অনুমানমূলক জ্ঞান প্রদান করে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: যদি কেউ এই যুগে কোনো গ্রন্থে বা অংশে এমন কোনো হাদীস দেখে যার সনদ সহীহ, কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য হাফিয এর বিশুদ্ধতার উপর সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করেননি। শাইখ তাক্বীউদ্দীন বলেছেন: এই যুগের মানুষের দুর্বল যোগ্যতার কারণে এর বিশুদ্ধতার রায় দেওয়া যাবে না। তবে আমার কাছে অধিক স্পষ্ট হলো, যার সক্ষমতা আছে এবং যার জ্ঞান শক্তিশালী, তার জন্য তা জায়েজ। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আর যে ব্যক্তি কোনো গ্রন্থের হাদীস অনুযায়ী আমল করতে চায়, তার পদ্ধতি হলো, সে তা একটি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রহণ করবে, যা সে নিজে অথবা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি সহীহ মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়েছেন। যদি সে তা একটি নির্ভরযোগ্য, যাচাইকৃত মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে থাকে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

النوع الثاني: الحسن

قال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء. قال الشيخ: هو قسمان أحدهما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلاً كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. الثاني أن يكونراويه مشهوراً بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والاتقان، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة؛ ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، والله أعلم.

وقولهم: حديث حسن الإسناد أو صحيحه، دون قولهم حديث صحيح أو حسن؛ لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة، فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه، وأما قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح، فمعناه روي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة، والآخر الحسن،

দ্বিতীয় প্রকার: হাসান

খাত্তাবী (রহ.) বলেন: এর উৎস সুপরিচিত, এর বর্ণনাকারীরা প্রসিদ্ধ, অধিকাংশ হাদীসের মূল ভিত্তি এর উপরই আবর্তিত, অধিকাংশ উলামা এটিকে গ্রহণ করেন এবং সাধারণ ফুকাহাগণ এটি ব্যবহার করেন। শাইখ বলেন: এটি দুই প্রকার। প্রথমত, যার সনদ এমন একজন 'মাসতূর' (অজ্ঞাত) বর্ণনাকারী থেকে মুক্ত নয় যার যোগ্যতা যাচাই করা হয়নি, তবে সে অমনোযোগী বা বেশি ভুলকারী নয় এবং তার থেকে ফাসিক্ব হওয়ার কোনো কারণও প্রকাশ পায়নি। আর হাদীসের মতনটি অন্য কোনো সূত্রে এর অনুরূপ বা কাছাকাছি বর্ণনা দ্বারা পরিচিত থাকে। দ্বিতীয়ত, যার বর্ণনাকারী সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু তার স্মরণশক্তি ও নিখুঁততায় কিছুটা দুর্বলতার কারণে

সহীহ-এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি। আর এটি এমন অবস্থার চেয়ে উন্নততর যার একক বর্ণনাকে মুনকার (অগ্রহণীয়) হিসেবে গণ্য করা হয়। অতএব, দলীল হিসেবে হাসানের মর্যাদা সহীহের মতোই, যদিও শক্তিতে তা সহীহ-এর চেয়ে দুর্বল। এই কারণেই একদল উলামা এটিকে সহীহ-এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আর তাদের উক্তি "হাদীসটি হাসানুল ইসনাদ" বা "সহীহুল ইসনাদ" তাদের উক্তি "হাদীসটি সহীহ" বা "হাসান" এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের; কারণ শাযুয (অপ্রচলিত) বা ইল্লাত (গোপন ত্রুটি)-এর কারণে মতন ব্যতীত কেবল ইসনাদ সহীহ বা হাসান হতে পারে। তবে যদি একজন বিশ্বস্ত হাফিয (হাদীস বিশেষজ্ঞ) শুধু ইসনাদের উপর নির্ভর করে এমন কথা বলেন, তবে মতনের সহীহ বা হাসান হওয়ার সম্ভাবনাই প্রকাশ পায়। আর তিরমিযী ও অন্যান্যদের উক্তি "হাদীসটি হাসানুন সহীহুন" এর অর্থ হলো, হাদীসটি দুটি সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, যার একটি সহীহ হওয়ার দাবি করে এবং অন্যটি হাসান হওয়ার দাবি করে।

(ص: 30)التقريب والتيسير للنووي

وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريداً بالصحاح ما في الصحيحين، وبالحسان ما في السنن فليس بصواب؛ لأن في السنن الصحيح،
والحسن،
والضعيف، والمنكر.

فروع
أحدها: كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره، وتختلف النسخ منه في قوله: حسن، أو صحيح ونحوه. فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة، وتعتمد ما اتفقت عليه. ومن مظانه سنن أبي داود، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شدي بينه، وما لم

يذكر فيه شيئاً فهو صالح، فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقاً ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود، وأما مسند أحمد بن حنبل، وأبي داود الطيالسي، وغيرهما من المسانيد، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، والله أعلم.

الثاني: إذا كان راوي الحديث متأخراً عن درجة الحافظ الضابط، مشهوراً بالصدق والستر فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح، والله أعلم.

আর বাগাওয়ীর মশাবিহ-এর হাদীসসমূহকে 'হাসান' ও 'সহীহ' এই দুই ভাগে বিভক্তকরণ, 'সহীহ' দ্বারা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীস এবং 'হাসান' দ্বারা সুনান গ্রন্থসমূহের হাদীস উদ্দেশ্য হলে, তা সঠিক নয়; কারণ সুনান গ্রন্থসমূহে সহীহ, হাসান, যঈফ এবং মুনকার (হাদীস)ও বিদ্যমান রয়েছে।

প্রকরণসমূহ

প্রথমত: ইমাম তিরমিযীর গ্রন্থ 'হাসান' (হাদীস) জানার জন্য একটি মূল উৎস, এবং তিনিই এর পরিচিতি দান করেছেন। এর বিভিন্ন নুসখায় (হাদীসের মান বর্ণনা প্রসঙ্গে) 'হাসান' বা 'সহীহ' ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অতএব, আপনার মূল কপিটিকে নির্ভরযোগ্য মূল কপিগুলির সাথে তুলনা করা উচিত এবং যা (সর্বসম্মতভাবে) একমত, তার উপর নির্ভর করা বাঞ্ছনীয়। এর (হাসান হাদীসের) অন্যতম আধার হল সুনানে আবু দাউদ। তাঁর (আবু দাউদের) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এতে সহীহ এবং যা এর অনুরূপ ও কাছাকাছি, তা উল্লেখ করেছেন, আর যাতে গুরুতর দুর্বলতা আছে, তা স্পষ্ট করে থাকেন, এবং যাতে তিনি কিছুই উল্লেখ করেননি, তা 'সালিহ' (গ্রহণযোগ্য)। অতএব, এই প্রেক্ষাপটে আমরা তাঁর গ্রন্থে নিঃশর্তভাবে যা পাই এবং নির্ভরযোগ্য অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে সহীহও বলেননি বা যঈফও করেননি, তা আবু দাউদের মতে 'হাসান'। আর মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ তাইয়ালীসি এবং অন্যান্য মুসনাদ গ্রন্থসমূহ, এগুলোকে

দলীল হিসেবে পেশকরণ এবং এর বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করার বিষয়ে মূল পাঁচটি গ্রন্থ ও তাদের অনুরূপ গ্রন্থসমূহের সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হবে না, আল্লাহই ভালো জানেন।
দ্বিতীয়ত: যদি হাদীসের বর্ণনাকারী 'হাফিয জাবিত'-এর স্তর থেকে নিম্নতর হন, কিন্তু সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য সুপরিচিত হন, অতঃপর তার হাদীস যদি একাধিক শক্তিশালী সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হয়, তাহলে তা 'হাসান' থেকে 'সহীহ'-এর স্তরে উন্নীত হয়, আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 31)التقريب والتيسير للنووي

الثالث: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ رايه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسناً، وكذا إذا كان ضعفه بالإرسال زال بمجيئه من وجه آخر، وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره، والله أعلم.

النوع الثالث:

الضعيف

وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، ومنه ما له لقب خاص: كالموضوع، والشاذ، وغيرهما.

الثالث: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ رايه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسناً، وكذا إذا كان ضعفه بالإرسال زال بمجيئه من وجه آخر، وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره، والله أعلم.

النوع الثالث:

الضعيف

وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، ومنه ما له لقب خاص: كالموضوع، والشاذ، وغيرهما.

তৃতীয়ত: যদি দুর্বল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়, তবে তার সমষ্টি থেকে 'হাসান' হওয়ার আবশ্যকতা নেই, বরং যার দুর্বলতা ছিল আমানতদার ও সত্যবাদী বর্ণনাকারীর দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে, তা অন্য সূত্রে আগমনের ফলে দূরীভূত হয়ে 'হাসান' হয়ে যায়, এবং অনুরূপভাবে যদি তার দুর্বলতা 'ইরসাল' (মুনকাতি'উল ইসনাদ) এর কারণে হয়, তবে অন্য সূত্রে আগমনের ফলে তা দূরীভূত হয়, কিন্তু বর্ণনাকারীর ফিসক (পাপাচারা) জনিত দুর্বলতা হলে, অন্যের সমর্থন তাতে কোনো প্রভাব ফেলে না। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তৃতীয় প্রকার:

যঈফ

এটি সেটি যা সহীহ বা হাসান হাদীসের বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করে না, এবং এর দুর্বলতা সহীহ হাদীসের সুস্থতার মতোই বিভিন্ন মাত্রার হয়, এবং এর মধ্যে কিছু বিশেষ উপাধিযুক্তও রয়েছে: যেমন মাওযু' (বানোয়াট), শায (ব্যতিক্রমী) এবং অন্যান্য।

(ص: 32)التقريب والتيسير للنووي

النوع الرابع:

المسند

قال الخطيب البغدادي: هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلاً كان أو منقطعاً، وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في

المرفوع
المتصل.

النوع الخامس:
المتصل
ويسمى بالموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كان.

النوع السادس:
المرفوع
وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلاً كان أو منقطعاً، وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله.

চতুর্থ প্রকার:
মুসনাদ
ইমাম খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেছেন: এটি হাদীস বিশারদগণের নিকট এমন বিষয় যার সনদ তার শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন থাকে। এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সাধারণত ঐ সমস্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে, অন্য কারও থেকে নয়। ইবনে আবদুল বার্র (রহ.) বলেছেন: এটি এমন বিষয় যা বিশেষভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে, সনদ অবিচ্ছিন্ন হোক বা বিচ্ছিন্ন। ইমাম হাকিম (রহ.) ও অন্যান্যরা বলেছেন: এটি শুধু

মারফূ‘

মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্নভাবে নবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত) হাদীসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চম প্রকার:
মুত্তাসিল
এটিকে মাওসূলও বলা হয়। এবং এটি এমন বিষয় যার সনদ অবিচ্ছিন্ন, তা মারফূ‘ (নবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত) হোক বা মাওকূফ (সাহাবীর সাথে সম্পর্কিত) হোক, যার ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

ষষ্ঠ প্রকার:
মারফূ‘
এবং এটি এমন বিষয় যা বিশেষভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এর مطلق (সাধারণ প্রয়োগ) অন্য কারও ক্ষেত্রে হয় না, সনদ অবিচ্ছিন্ন হোক বা বিচ্ছিন্ন। এবং বলা হয়েছে যে, এটি হলো ঐ বিষয় যা সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ বা উক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 33)التقريب والتيسير للنووي

النوع السابع:
الموقوف
وهو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه متصلاً كان أو منقطعاً، ويستعمل في غيرهم مقيداً، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كله يسمى أثراً.
فروع

أحدها: قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا. إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع. وقال الإمام الإسماعيلي: موقوف. والصواب الأول، وكذا قوله: كنا لا نرى بأساً بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهو فينا، أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون، أو يفعلون، أو لا يرون بأساً بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع، ومن المرفوع قول المغيرة: كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأظافير.

الثاني: قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو أمر بلال أن يشفع الأذان، وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل ليس بمرفوع، ولا فرق بين قوله: في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده.

الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية " تقاتلون قوماً صغار الأعين " فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم

সপ্তম প্রকার:

মাওকূফ

এটি সাহাবিদের থেকে বর্ণিত এমন উক্তি, কর্ম বা অনুরূপ কিছু, যা সনদ متصل (সংযুক্ত) হোক বা منقطع (বিচ্ছিন্ন) হোক। সাহাবি ভিন্ন অন্য কারো ক্ষেত্রে এটি শর্তসাপেক্ষে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়: অমুক এটিকে যুহরি পর্যন্ত 'ওয়াকফ' করেছেন (বা তাঁর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেছেন)। খোরাসানের ফকিহদের কাছে মাওকূফকে 'আসার' বলা হয় এবং মারফূ'কে 'খবর' বলা হয়। আর মুহাদ্দিসদের কাছে সবকিছুকেই 'আসার' বলা হয়।

শাখাগত মাসআলাসমূহ

প্রথমত: সাহাবীর এই উক্তি, "আমরা অমুকটি বলতাম বা করতাম।" যদি তিনি এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত না করেন, তবে তা মাওকূফ।

আর যদি সম্বন্ধযুক্ত করেন, তবে সঠিক মত হলো, তা মারফূ'। ইমাম ইসমাঈলী বলেছেন: তা মাওকূফ। তবে প্রথম মতটিই সঠিক। অনুরূপভাবে, তাঁর এই উক্তি: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় অমুককে দোষণীয় মনে করতাম না" অথবা "যখন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন" অথবা "যখন তিনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন" অথবা "তারা বলতেন," অথবা "তারা করতেন," অথবা "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তারা অমুককে দোষণীয় মনে করতেন না"— এ সবই মারফূ'। মারফূ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মুগীরা (রা.)-এর এই উক্তি: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিগণ তাঁর দরজায় নখ দিয়ে আঘাত করতেন।"
দ্বিতীয়ত: সাহাবীর এই উক্তি: "আমাদেরকে অমুক বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল", অথবা "আমাদেরকে অমুক বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছিল", অথবা "অমুকটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।" অথবা "বিলালকে আযান জোড় সংখ্যায় বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল" এবং এর অনুরূপ সব কিছুই মারফূ' (সঠিক মত অনুযায়ী, যা জুমহুর বলেছেন)। এবং বলা হয়েছে: এটি মারফূ' নয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর এই উক্তি এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর এই উক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
তৃতীয়ত: যখন হাদীসে সাহাবীর উল্লেখের সময় বলা হয়: "তিনি এটিকে মারফূ' করেন," অথবা "তিনি এটিকে উন্নীত করেন," অথবা "তিনি এটিকে (নবী পর্যন্ত) পৌঁছান," অথবা আ'রাজ কর্তৃক আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের মতো বর্ণনা, "তোমরা ছোট চোখের এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে"— এই সব এবং এর অনুরূপ সবই আহলে ইলমদের নিকট মারফূ' হিসেবে গণ্য।

(ص: 34)التقريب والتيسير للنووي

وإذا قيل عند التابعي: يرفعه فمرفوع مرسل، وأما قول من قال: تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه، وغيره موقوف، والله أعلم.

النوع الثامن:

المقطوع

وجمعه والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاً واستعمله الشافعي، ثم الطبراني في

المنقطع.

النوع التاسع:

المرسل

اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا أو فعله يسمى مرسلاً، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمى مرسلاً بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله واحد فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع.

যখন তাবিঈর নিকট বলা হয়: সেটিকে মারফূ‘ করে, তখন তা মারফূ‘ মুরসাল। আর যারা বলেন: সাহাবীর তাফসীর মারফূ‘, তা হলো এমন তাফসীর যা আয়াত নাযিলের কারণ অথবা এর অনুরূপ কোনো বিষয়ে সম্পর্কিত, আর এর ব্যতিক্রম হলে তা মাওকূফ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অষ্টম প্রকার:

মাকতূ‘

এর বহুবচন হলো আল-মাকাতী‘। এটি হলো তাবিঈর উক্তি বা কর্ম হিসেবে তার উপর মাওকূফ। ইমাম শাফিঈ এটি ব্যবহার করেছেন, এরপর তাবারানী আল-মুনকাতি‘ (হাদীস)-এর ক্ষেত্রে।

নবম প্রকার:
মুরসাল
সকল মতবাদের আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো জ্যেষ্ঠ তাবিঈর উক্তি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন বা এরূপ করেছেন - এটিকে মুরসাল বলা হয়। যদি তাবিঈর পূর্বে একজন বা তার বেশি রাবী বাদ পড়ে, তখন হাকিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন: এটিকে মুরসাল বলা হয় না, বরং মুরসাল কেবল তাবিঈ কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের সাথে নির্দিষ্ট। যদি তার পূর্বে একজন রাবী বাদ পড়ে, তবে তা মুনকাতি‘। আর যদি একাধিক রাবী বাদ পড়ে, তবে তা মু‘দাল এবং মুনকাতি‘।

(ص: 35)التقريب والتيسير للنووي

والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل.
وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف الاصطلاح والعبارة، وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل: ليس بمرسل بل منقطع، وأما إذا قيل: فلان عن رجل عن فلان فقال الحاكم: منقطع ليس مرسلاً، وقيل غيره مرسل، والله أعلم.
ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال مالك، وأبو حنيفة في طائفة: صحيح، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسلاً أرسله من أخذ عن غير رجال

الأول كان صحيحاً، ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع، هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح، وقيل كمرسل غيره إلا أن تتبين الرواية عن صحابي والله أعلم.

النوع العاشر:

المنقطع

الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب أبن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر، وقيل: وما اختل فيه لرجل قبل التابعي محذوفاً كان أو مبهماً،

ফিকহ ও উসূলে মশহুর এই যে, সব কটিই মুরসাল।

এতেই খতীব চূড়ান্ত মতামত দিয়েছেন, আর এটা পরিভাষা ও অভিব্যক্তির পার্থক্য। আর যুহরি এবং অন্যান্য ছোট তাবিঈদের উক্তি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, —এটা তাদের কাছে মশহুর যারা এটিকে তাবিঈর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন যে, এটি বড় তাবিঈর মুরসালের মতোই মুরসাল। কেউ কেউ বলেছেন: এটি মুরসাল নয়, বরং মুনকাতি'। আর যখন বলা হয়: অমুক ব্যক্তি থেকে, তিনি এক ব্যক্তি থেকে, তিনি অমুক ব্যক্তি থেকে, তখন হাকিম বলেছেন: এটি মুনকাতি', মুরসাল নয়। কেউ কেউ বলেছেন: অন্যটি মুরসাল। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

তারপর, মুরসাল হাদীস জমহুর মুহাদ্দিসীন, শাফিঈ এবং অনেক ফকীহ ও উসূলবিদদের মতে দুর্বল হাদীস। আর মালিক ও আবু হানীফা (রহ.) একটি দলের সাথে বলেছেন: এটি সহীহ। যদি মুরসাল হাদীসের উৎস অন্য কোনো সূত্রে মুসনাদ অথবা এমন মুরসাল রূপে আগমন দ্বারা সহীহ সাব্যস্ত হয় যা প্রথম হাদীসের রাবীগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত,

তবে তা সহীহ হবে। আর এর দ্বারা মুরসালের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় এবং এটিও যে, উভয়ই সহীহ। যদি অন্য কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা তাদের বিরোধিতা করা হয় এবং উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন অসম্ভব হয়, তবে আমরা তাদেরকেই প্রাধান্য দেব। এই সব আলোচনা সাহাবীর মুরসাল ব্যতীত অন্যান্য মুরসালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে সাহাবীর মুরসাল সহীহ মাযহাব অনুযায়ী বিশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। কেউ কেউ বলেছেন: এটি অন্য মুরসালের মতোই, যতক্ষণ না কোনো সাহাবী থেকে রেওয়ায়েত স্পষ্ট হয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

দশম প্রকার:
মুনকাতি‘
ফকীহগণ, খতীব ইবনে আব্দুল বার এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসীন যে বিশুদ্ধ মত গ্রহণ করেছেন, তা হলো: মুনকাতি‘ হলো সেই হাদীস যার সনদ যেকোনো প্রকারেই অবিচ্ছিন্ন থাকেনি। আর এর ব্যবহার বেশি হয় তাবিঈ ব্যতীত অন্য কারো সাহাবী থেকে রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে, যেমন: মালিক ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: যা তাবিঈর পূর্বে কোনো রাবীর ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে, তা সে রাবী উহ্য থাকুক বা অস্পষ্ট থাকুক।

(ص: 36)التقريب والتيسير للنووي

وقيل: هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولاً له أو فعلاً، وهذا غريب ضعيف.

النوع الحادي عشر:
المُعضل

وهو بفتح الضاد يقولون: أعضله فهو مُعْضَل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعاً، ويسمى مرسلاً عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم، وقيل: إن قول الراوي: بلغني كقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " للمملوك طعامه وكسوته " يسمى معضلاً عند أصحاب الحديث، وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثاً وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل.

আর বলা হয়েছে: তা হলো যা কোনো তাবিঈ থেকে বা তার নিম্নপর্যায়ের কারো থেকে তাদের উক্তি বা কর্ম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এবং এটি গরীব (অপরিচিত/অদ্ভুত) ও যঈফ (দুর্বল)।

একাদশ প্রকার:

মু'দাল

এটি য়্বাদ (ض) বর্ণের ফাতহা (উপরে জবর) সহ। তারা বলে: আ'দাল্লাহু, সুতরাং এটি মু'দাল। এবং এটি তা যার সনদ থেকে দুজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে। এবং একে মুনকাতি'ও বলা হয়, এবং ফুকাহাদের (আইনবিদ) ও অন্যদের নিকট একে মুরসালও বলা হয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে: যে, রাবীর উক্তি 'আমার কাছে পৌঁছেছে' (যেমন ইমাম মালিকের উক্তি: আমার কাছে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বাদশাহদের জন্য তাদের খাবার ও পোশাক") হাদীসবিদদের নিকট মু'দাল নামে অভিহিত হয়। এবং যদি তাবি'উত-তাবি'ঈ (তাবি'ঈর অনুসারী) কোনো তাবি'ঈ থেকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেন যা তিনি তার উপর মওকুফ (স্থগিত) করেন, অথচ সেই তাবি'ঈর নিকট সেটি মারফূ' (রাসূলের প্রতি সম্বন্ধিত) ও মুত্তাসিল (সংযুক্ত) ছিল, তাহলে সেটি মু'দাল।

فروع

أحدها: الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان، قيل: أنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلساً وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عن خلاف، منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى الإجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري، وابن المديني، والمحققين. ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه، وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الاجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت عن فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة والله أعلم.

الثاني: إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال: قال ابن المسيب: كذا أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل، وشبه ذلك. فقال أحمد بن حنبل وجماعة: لا تلتحق أن وشبهها بعن بل يكون منقطعاً حتى يتبين السماع، وقال الجمهور: أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم، والله أعلم.

الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه

শাখাগুলি

প্রথম প্রকার: মুআনআন সনদ। এটি এমন সনদ যেখানে ‘ফুলান আন ফুলান’ (অমুক অমুক থেকে) বলা হয়। বলা হয়েছে যে, এটি মুরসাল (বিচ্ছিন্ন)। তবে বিশুদ্ধ মত, যার উপর আমল করা হয় এবং যা হাদিস, ফিকাহ ও উসূলশাস্ত্রের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তা হলো এটি মুত্তাসিল (সংযুক্ত)। তবে শর্ত হলো, মুআনআন বর্ণনাকারী যেন মুদাল্লিস না হন এবং তাদের একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকতে হবে। সাক্ষাতের নিশ্চিত প্রমাণ, দীর্ঘ সাহচর্য এবং তার থেকে বর্ণনা করার জ্ঞান শর্ত করার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ এর কোনোটিই শর্ত করেননি, এটি ইমাম মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজের মাযহাব; তিনি এতে ইজমা (ঐকমত্য) দাবি করেছেন। আর তাদের মধ্যে কেউ শুধু সাক্ষাৎ শর্ত করেছেন, এটি ইমাম বুখারী, ইবনুল মাদীনী এবং মুহাক্কিকগণের (গবেষকগণের) অভিমত। আবার কেউ দীর্ঘ সাহচর্য শর্ত করেছেন এবং কেউ তার থেকে বর্ণনা করার জ্ঞান শর্ত করেছেন। এই যুগে ইজাযার (বর্ণনার অনুমতি) ক্ষেত্রে ‘আন’ এর ব্যবহার বেড়ে গেছে। সুতরাং, যদি কেউ বলে: ‘কারা'তু আন ফুলান আন ফুলান’ (আমি অমুক থেকে অমুক থেকে পড়েছি), তাহলে তার উদ্দেশ্য হলো সে ইজাযার মাধ্যমে তার থেকে বর্ণনা করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয় প্রকার: যদি বলা হয়, ‘হাদ্দাসানা আয-যুহরী আন্না ইবনুল মুসায়্যাব হাদ্দাসাহু বিকাযা’ (আমাদের আয-যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল মুসায়্যাব তাকে এটি বর্ণনা করেছেন), অথবা বলা হয়: ‘কালা ইবনুল মুসায়্যাব: কাযা’ (ইবনুল মুসায়্যাব বলেছেন: এই রকম), অথবা ‘ফায়ালা কাযা’ (এই রকম করেছেন), অথবা ‘কানা ইবনুল মুসায়্যাব ইয়াফআল’ (ইবনুল মুসায়্যাব এই রকম করতেন), এবং এর অনুরূপ। তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও একটি দল বলেছেন: ‘আন্না’ (أنّ) এবং এর অনুরূপকে ‘আন’ (عن) এর সাথে যুক্ত করা যাবে না, বরং এটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হবে যতক্ষণ না সরাসরি শ্রবণের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর জুমহুর (অধিকাংশ) বলেছেন: ‘আন্না’ (أنّ) হলো ‘আন’ (عن) এর মত, এবং এর মুতলাক (নিরপেক্ষ) ব্যবহার পূর্বোক্ত শর্ত সাপেক্ষে শ্রবণের উপর প্রযোজ্য হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয় প্রকার: তা'লীক, যা আল-হুমায়দী ও অন্যান্যরা বুখারীর কিতাবের হাদিসসমূহে উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের আগে আদ-দারাকুতনী এটি ব্যবহার করেছেন। এর রূপ

হলো সনদের প্রথম থেকে একজন বা তার বেশি বর্ণনাকারী বাদ দেওয়া হয়, এবং এটি এমন যেন

(ص: 38)التقريب والتيسير للنووي

مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال ابن عباس: أو عطاء أو غيره كذا، وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه، ويذكر، ويحكى؛ وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم. كقال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر، وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، والله أعلم.

الرابع: إذا روى بعض الثقاة الضابطين الحديث مرسلاً، وبعضهم متصلاً، أو بعضهم موقوفاً، وبعضهم مرفوعاً، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر؛ لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. ومنهم من قال: الحكم لمن أرسله أو وقفه. قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين، وعند بعضهم الحكم للأكثر، وبعضهم للأحفظ، وعلى هذا لو ارسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة رواية، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ، والله أعلم.

সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য দেয়ালের তা'লীক (স্থগিতকরণ) থেকে এটি গৃহীত হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে সম্পূর্ণ ইসনাদ বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, যেমন তাঁদের উক্তি: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন'; অথবা 'ইবনে আব্বাস

বলেছেন’; অথবা ‘আত্বা বা অন্য কেউ এরূপ বলেছেন’। এই তা'লীক সহীহ-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি সহীহ-এর প্রকার আলোচনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা তা'লীককে জাজম (নিশ্চিত) সূচক শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দে ব্যবহার করেননি, যেমন: 'অমুক থেকে এরকম বর্ণিত', অথবা 'তার সম্পর্কে বলা হয়', 'উল্লেখ করা হয়', 'বর্ণিত হয়' এবং এ জাতীয় শব্দাবলিতে; বরং তারা এটিকে জাজম সূচক শব্দের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন: 'قال (বলেছেন)', 'فعل (করেছেন)', 'أمر (আদেশ করেছেন)', 'نهى (নিষেধ করেছেন)', 'ذكر (উল্লেখ করেছেন)', 'حكى (বর্ণনা করেছেন)। আর তারা এটিকে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি যেখানে ইসনাদের মধ্য থেকে রাবী বাদ পড়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। চতুর্থত: যদি কিছু বিশ্বস্ত ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাবী হাদীসকে মুরসাল (বিচ্ছিন্ন ইসনাদ সহকারে) বর্ণনা করেন, এবং কিছু রাবী মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন ইসনাদ সহকারে) বর্ণনা করেন; অথবা কিছু রাবী মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি হিসেবে) বর্ণনা করেন, এবং কিছু রাবী মারফু' (নবীর উক্তি হিসেবে) বর্ণনা করেন; অথবা রাবী নিজেই একসময় এটিকে মুত্তাসিল বা মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং অন্য সময়ে মুরসাল বা মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেন — তবে সঠিক মত হলো, যে রাবী এটিকে মুত্তাসিল বা মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, রায় তার পক্ষেই যাবে, বিরোধী রাবী তার সমকক্ষ হোক বা তার চেয়ে বেশি হোক; কারণ এটি নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত তথ্য, যা গ্রহণযোগ্য। আর কেউ কেউ বলেছেন: রায় তার পক্ষেই যাবে যে এটিকে মুরসাল বা মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। খতীব বলেছেন: এটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মত। এবং কারো কারো মতে, রায় অধিকাংশ রাবীদের পক্ষেই যাবে, আর কারো কারো মতে, সবচেয়ে স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন (আহফায) রাবীর পক্ষেই যাবে। এই নীতির ভিত্তিতে, যদি আহফায রাবী এটিকে মুরসাল বা মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেন, তাহলে ওয়াসল (সংযোগ) এবং রাফ' (উচ্চীকরণ) বর্ণনা রাবীদের বিশ্বস্ততাকে ত্রুটিযুক্ত করবে না। আর বলা হয়েছে যে, হাফেযগণ যা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সেটিকে মুত্তাসিল করা রেওয়ায়াতটির ত্রুটি ঘটায়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النوع الثاني عشر:

التدليس

وهو قسمان.

الأول: تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً: قال فلان. أو عن فلان ونحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً للحديث.

الثاني: تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، أما الأول فمكروه جداً ذمه أكثر العلماء، ثم قال فريق منهم: من عرف به صار مجروحاً مردود الرواية وإن بين السماع، والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل وما بينه فيه، كسمعت، وحدثنا، وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة، والسفيانين وغيرهم، وهذا الحكم جار فيمن دلس مرة، وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وأما الثاني فكراهته أخف وسببها توعير طريق معرفته، ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضه ككون المغير السمة ضعيفاً، أو صغيراً، أو متأخر الوفاة، أو سمع كثيراً فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا، والله أعلم.

দ্বাদশ প্রকার:

তাদলিস

এটি দুই প্রকার।

প্রথমত: তাদলিসুল ইসনাদ; তা হলো এই যে, বর্ণনাকারী এমন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করে, যার সমসাময়িক সে ছিল, কিন্তু তার কাছ থেকে কিছু শোনেনি, অথচ সে শোনার ভান করে বলে: "অমুক ব্যক্তি বলেছেন" (قال فلان) অথবা "অমুক থেকে" (عن فلان) ইত্যাদি। এবং কখনও কখনও সে তার উস্তাদকে বাদ দেয় না, বরং অন্য কোনো দুর্বল বা কম বয়সী রাবীকে বাদ দেয়, হাদিসকে সুন্দর করার জন্য।

দ্বিতীয়ত: তাদলিসুশ শুয়ুখ; তা হলো এই যে, বর্ণনাকারী তার উস্তাদের এমন নাম দেয়, অথবা এমন কুনিয়াত (উপনাম) ব্যবহার করে, অথবা এমন নিসবাত (সম্পর্ক) উল্লেখ করে, অথবা এমন সিফাত (বৈশিষ্ট্য) বর্ণনা করে, যা দ্বারা তিনি পরিচিত নন। প্রথম প্রকার (তাদলিসুল ইসনাদ) অত্যন্ত মাকরূহ (অপছন্দনীয়), অধিকাংশ উলামা এর নিন্দা করেছেন। অতঃপর তাদের একদল বলেছেন: যে ব্যক্তি এতে (তাদলিসে) পরিচিত হবে, সে মাজরুহ (ত্রুটিযুক্ত) এবং তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে, যদিও সে শোনার কথা স্পষ্ট করে। এবং সহীহ মত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা। সুতরাং, যা তিনি এমন শব্দে বর্ণনা করেছেন যা সম্ভাব্য, যেখানে শোনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, তা মুরসাল (বিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত)। আর যা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমন 'আমি শুনেছি' (سمعت), 'আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন' (حدثنا), 'আমাদেরকে জানিয়েছেন' (أخبرنا) এবং এর অনুরূপ, তা মাকবুল (গ্রহণযোগ্য) ও দলীল হিসেবে গৃহীত। সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য গ্রন্থে এই ধরনের অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেমন কাতাদা, দুই সুফিয়ান (সুফিয়ান সাওরি ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা) এবং অন্যরা। এই বিধান সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে একবার তাদলিস করেছে। এবং সহীহাইন ও অনুরূপ গ্রন্থাবলীতে মুদাল্লিসীন (যারা তাদলিস করেন) থেকে 'আন' (عن - থেকে) শব্দ দ্বারা যা এসেছে, তা অন্য কোনো দিক থেকে শোনার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে গণ্য করা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের (তাদলিসুশ শুয়ুখ) মাকরূহ হওয়াটা হালকা, এবং এর কারণ হলো তাকে চেনার পথকে কঠিন করে তোলা। এর মাকরূহ হওয়ার অবস্থা উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভিন্ন হয়, যেমন (যাকে গোপন করা হয়েছে সেই) বর্ণনাকারী দুর্বল, বা কম বয়সী, বা দেরীতে মারা গেছেন, অথবা অনেক শুনেছেন এবং একই রূপে বারবার বর্ণনা করা থেকে বিরত

থেকেছেন। আল-খাতীব (বাগদাদী) ও অন্যান্যরা এটিকে অনুমোদন করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 40)التقريب والتيسير للنووي

النوع الثالث عشر:

الشاذ

هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفاً رواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره، قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان من غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به، وقال الحاكم: هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، وما ذكراه مشكل بافراد العدل الضابط كحديث " إنما الأعمال بالنيات " والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح، فالصحيح التفصيل فإن كان مفرده مخالفاً أحفظ منه وأضبط كان شاذ مردود، وإن لم يخالف، فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بضبطه كان مفرده صحيحاً، وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسناً، وإن بعد كان شاذاً منكراً مردوداً، فالحاصل أن الشاذ المردود: هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رواية من الثقة والضبط ما يجبر تفرده، والله أعلم.

ত্রয়োদশ প্রকার:

শায

ইমাম শাফেয়ী এবং হেজাজের একদল আলেমদের মতে, এটি হলো এমন বর্ণনা যা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী (ثقة) মানুষের বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেছেন, তবে এমন বর্ণনা নয় যা অন্য কেউ বর্ণনা করেনি এমন কিছু তিনি বর্ণনা করেছেন। খলিলী বলেন: হাদীস

বিশারদদের মতে, শায হলো এমন হাদীস যার মাত্র একটিই সনদ রয়েছে যা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী (ثقة) বা অন্য কেউ এককভাবে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং যা নির্ভরযোগ্য রাবী (ثقة) ব্যতীত অন্য কারো থেকে এসেছে, তা পরিত্যক্ত (মাতরুক), আর যা নির্ভরযোগ্য রাবী (ثقة) থেকে এসেছে, তাতে সংশয় পোষণ করা হবে এবং তা দ্বারা দলীল পেশ করা হবে না। হাকেম বলেন: এটি এমন হাদীস যা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী (ثقة) এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং যার কোনো সহায়ক মূল ভিত্তি নেই। তারা যা উল্লেখ করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য ও সুসংরক্ষণশীল রাবীদের একক বর্ণনার কারণে সমস্যাযুক্ত, যেমন "নিশ্চয়ই আমল নিয়ত অনুযায়ী হয়" হাদীসটি এবং ‘ওয়ালা’ বিক্রি নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত হাদীস এবং সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত এজাতীয় অন্যান্য হাদীস। অতএব, সঠিক হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যদি কোনো একক বর্ণনা অধিকতর স্মরণশক্তিধর ও অধিকতর সুসংরক্ষণশীল রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী হয়, তবে তা হবে শায ও প্রত্যাখ্যাত (মারদূদ)। আর যদি পরিপন্থী না হয়, যদি রাবী ন্যায়পরায়ণ, হাফেয এবং তার সুসংরক্ষণশীলতা নির্ভরযোগ্য হয়, তবে তার একক বর্ণনা সহীহ হবে। আর যদি তার সুসংরক্ষণশীলতা নির্ভরযোগ্য না হয় এবং তিনি সুসংরক্ষণশীলদের স্তর থেকে খুব বেশি দূরে না থাকেন, তবে তা হাসান হবে। আর যদি দূরে থাকেন, তবে তা হবে শায, মুনকার ও প্রত্যাখ্যাত (মারদূদ)। সুতরাং মোদ্দাকথা হলো, প্রত্যাখ্যাত শায (শাঝ মারদূদ) হচ্ছে: পরিপন্থী একক বর্ণনা, এবং এমন একক বর্ণনা, যার রাবীর নির্ভরযোগ্যতা ও সুসংরক্ষণশীলতার মধ্যে এমন কিছু নেই যা তার এককত্বকে পূরণ করতে পারে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ص: 41)التقريب والتيسير للنووي

النوع الرابع عشر: معرفة المنكر

قال الحافظ البرديجي هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ، فإنه بمعناه، والله أعلم.

النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث، فمثال الاعتبار: أن يروي حماد مثلاً حديثاً لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلاً يرجع إليه، وإلا فلا. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر. فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر على الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهداً، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، وى يسمى هذا متابعة، وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعراً بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ،

চৌদ্দতম প্রকার: মুনকার (হাদীস) চেনা

হাফিয আল-বারদাইজি বলেছেন: এটি হলো এমন একক হাদীস যার মতন তার বর্ণনাকারী ছাড়া অন্য কারো সূত্রে জানা যায় না। এভাবেই অনেকে এটিকে উল্লেখ করেছেন। তবে এর ক্ষেত্রে সঠিক হলো সেই বিশদ বিবরণ যা শায (হাদীস)-এর ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, কারণ এটি শায-এর অর্থেই আসে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চদশ প্রকার: ই'তিবার, মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ চেনা

এগুলি এমন বিষয় যার মাধ্যমে হাদীসের অবস্থা জানা যায়। ই'তিবারের উদাহরণ হলো: যেমন, হাম্মাদ আইয়ুব থেকে, তিনি ইবনে সিরীন থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ থেকে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেন যার উপর তাকে কেউ অনুসরণ করে না, তখন দেখা হয় যে, আইয়ুব ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কি ইবনে সিরীন থেকে এটি বর্ণনা করেছেন? যদি না পাওয়া যায়, তবে ইবনে

সিরীন ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কি আবু হুরাইরাহ থেকে (এটি বর্ণনা করেছেন)? অন্যথায়, আবু হুরাইরাহ ছাড়া অন্য কোনো সাহাবী কি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (এটি বর্ণনা করেছেন)? এর মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায়, তা দ্বারা জানা যায় যে এর একটি মূল ভিত্তি রয়েছে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। অন্যথায়, তা নেই। মুতাবাআহ হলো এই যে, হাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ আইয়ুব থেকে এটি বর্ণনা করেন, আর এটিই হলো পূর্ণ মুতাবাআহ; অথবা আইয়ুব ছাড়া অন্য কেউ ইবনে সিরীন থেকে, অথবা ইবনে সিরীন ছাড়া অন্য কেউ আবু হুরাইরাহ থেকে, অথবা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্য কোনো সাহাবী (এটি বর্ণনা করেন)। এ সবগুলিকেই মুতাবাআহ বলা হয়, এবং তার দূরত্ব অনুযায়ী প্রথমটির উপর সীমাবদ্ধ করা হয়। আর মুতাবাআহকে 'শাহিদ'ও বলা হয়। আর শাহিদ হলো এমন যে, অন্য একটি হাদীস এর অর্থেই বর্ণিত হয়, তবে এটিকে মুতাবাআহ বলা হয় না। এবং যখন তারা এর মতো ক্ষেত্রে বলে যে, আবু হুরাইরাহ অথবা ইবনে সিরীন অথবা আইয়ুব অথবা হাম্মাদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তখন তা মুতাবাআত না থাকার ইঙ্গিত দেয়। আর যখন মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ উভয়েই না থাকে, তখন এর বিধান সেটাই যা শায (হাদীস)-এর ক্ষেত্রে পূর্বে বলা হয়েছে।

(ص: 42)التقريب والتيسير للنووي

ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف، والله أعلم.

النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها

هو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقاً، وقيل: لا تقبل مطلقاً، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاً ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصاً، وقسمه الشيخ أقساماً.

أحدها: زيادة تخالف الثقات كما سبق.

الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل، قال الخطيب: باتفاق العلماء.

الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث " جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا " تفرد أبو مالك الأشجعي فقال: " وتربتها طهوراً " فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني، كذا قال الشيخ والصحيح قبول هذا الأخير، ومثله الشيخ أيضاً بزيادة مالك في حديث الفطرة " من المسلمين "

মুতাবা'আহ ও ইসতিশহাদের অন্তর্ভুক্ত হলো এমন ব্যক্তির বর্ণনা যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না এবং যে এর জন্য উপযুক্ত নয়, অর্থাৎ প্রত্যেক দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনা। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ষোড়শ প্রকার: বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত বর্ণনা (যিয়াদাতুস সিকাত) এবং এর বিধান জ্ঞান

এটি একটি সূক্ষ্ম শিল্প যা নিয়ে যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনদের জমহুর (অধিকাংশ) এর মাযহাব হলো, এই অতিরিক্ত বর্ণনাগুলোকে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেন: এগুলো শর্তহীনভাবে গ্রহণীয় নয়। আবার কেউ বলেন: যদি অন্য কেউ তা অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করার পর এটি যোগ করে, তাহলে তা গ্রহণীয়; কিন্তু যে একবার অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণীয় নয়। শায়খ এটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমত: এমন অতিরিক্ত বর্ণনা যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বিবরণের বিরোধী, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এমন অতিরিক্ত বর্ণনা যাতে কোনো বিরোধ নেই, যেমন কোনো বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর পুরো একটি হাদীস স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা, যা গ্রহণীয়। খতীব বলেছেন: উলামাদের ঐকমত্যে।

তৃতীয়ত: হাদীসের মধ্যে এমন একটি শব্দ বৃদ্ধি যা অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেননি, যেমন হাদীস: "আমার জন্য জমিনকে সালাতের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে।" আবূ মালিক আল-আশজা'ঈ স্বতন্ত্রভাবে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন: "এবং এর মাটি পবিত্রকারী।" এটি প্রথমটির মতোও এবং দ্বিতীয়টির মতোও। শায়খ এমনই বলেছেন। আর বিশুদ্ধ মত হলো এই শেষোক্তটিকে গ্রহণ করা। শায়খ এর উদাহরণ হিসেবে মালিকের ফিতরা সংক্রান্ত হাদীসে "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (মুসলমানদের মধ্য থেকে) এই শব্দটির বৃদ্ধিকেও উল্লেখ করেছেন।

(ص: 43)التقريب والتيسير للنووي

ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكاً عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والله أعلم.

النوع السابع عشر: معرفة الإفراد

تقدم مقصوده، فالمفرد قسمان.

أحدهما: فرد عن جميع الرواة وتقدم.

الثاني: بالنسبة إلى جهة كقولهم: تفرد به أهل مكة والشام، أو فلان عن فلان أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه، ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين إنفراد واحد منهم فيكون كالقسم الأول، والله أعلم.

النوع الثامن عشر:

المعلل

ويسمونه المعلول وهو لحن، وهذا النوع من أجلها، يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب،

ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكاً عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والله أعلم.

সপ্তদশ প্রকার: আল-ইফরাদ বিষয়ক জ্ঞান
এর উদ্দেশ্য পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, আল-মুফরাদ দুই প্রকার।
প্রথমত: সকল রাবীর থেকে একক, এবং এর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।
দ্বিতীয়ত: কোনো দিক বা অঞ্চলের সাপেক্ষে, যেমন তাদের বক্তব্য: "মাক্কা ও শামের লোকেরা এর একক রাবী," অথবা অমুক ব্যক্তি অমুক থেকে, অথবা বসরাবাসী কূফাবাসীদের থেকে এবং এর অনুরূপ। এটি এর দুর্বলতা নির্দেশ করে না, তবে যদি মদিনাবাসীদের একক রাবী হওয়ার দ্বারা তাদের মধ্য থেকে একজনের একক রাবী হওয়া বোঝানো হয়, তাহলে তা প্রথম প্রকারের মতো হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

অষ্টাদশ প্রকার:
আল-মু'আল্লাল
এবং তারা এটিকে আল-মা'লুল বলে, যা একটি ভুল। আর এই প্রকারটি এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; এটি আয়ত্ত করতে পারেন কেবল হিফজ, অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার অধিকারীগণ।

(ص: 44)التقريب والتيسير للنووي

والعلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف،

والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، وضبطهم، وإتقانهم، وكثرة التعليل بالإرسال بأن يون راويه أقوى ممن وصل وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفاً صحيحاً كحديث يعلى بن عبيد الثوري عن عمرو بن دينار حديث " البيعان بالخيار " وغلط يعلى إنما هو عبد الله بن دينار، وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه، ككذب الراوي، وغفلته، وسوء حفظه، ونحوها من أسباب ضعف الحديث، وسمي الترمذي النسخ علة، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح صحيح معلل كما قيل: منه صحيح شاذ، والله أعلم.

ইল্লাত (সূক্ষ্ম ত্রুটি) হলো একটি সূক্ষ্ম, ক্ষতিকারক কারণ, যদিও বাহ্যত তা নির্দোষ মনে হয়। এটি এমন ইসনাদের (বর্ণনা সূত্রের) ক্ষেত্রে ঘটে যা বাহ্যিকভাবে সহীহর (বিশুদ্ধতার) সকল শর্ত পূরণ করে এবং এটি বর্ণনাকারীর একক বর্ণনা, অন্যদের তার বিরোধিতা, এবং এমন কিছু আলামত (সূত্র) দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ইরসাল (সূত্রহীন বর্ণনা), ওয়াকফ (সাহাবীর উক্তি), এক হাদীসকে অন্য হাদীসের সাথে মিশিয়ে ফেলা বা এ ধরনের অন্য কোনো ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে। ফলস্বরূপ তার প্রবল ধারণা হয় এবং সে হাদীসটিকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে অথবা সে দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং বিরত থাকে। ইল্লাত জানার উপায় হলো হাদীসের সকল বর্ণনা সূত্র একত্রিত করা এবং এর বর্ণনাকারীদের মধ্যেকার ভিন্নতা, তাদের নির্ভুলতা (দাবত) ও পূর্ণতা (ইতকান) পর্যালোচনা করা। ইরসালের কারণে প্রায়শই ইল্লাত উল্লেখ করা হয়, যখন এর বর্ণনাকারী সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয় যে এটিকে মুত্তাসিল (পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত) করেছে। ইল্লাত সাধারণত ইসনাদে (বর্ণনা সূত্রে) ঘটে এবং এটিই অধিক প্রচলিত, তবে কখনো কখনো তা মতনেও (হাদীসের মূল পাঠে) ঘটতে পারে। আর ইসনাদে যে ইল্লাত

ঘটে তা ইসনাদ এবং মতন উভয়কেই ত্রুটিযুক্ত করতে পারে, যেমন ইরসাল ও ওয়াকফ। কখনো কখনো তা শুধুমাত্র ইসনাদকেই ত্রুটিযুক্ত করে, যখন মতন সুপরিচিত ও সহীহ হয়। যেমন ইয়া'লা ইবনে উবায়দ আল-সাওরী কর্তৃক আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত "আল-বাই'আন বিল-খিয়ার" (দুই বিক্রেতার ইখতিয়ার রয়েছে) হাদীসটি। এক্ষেত্রে ইয়া'লার ভুল ছিল যে, (আমর ইবনে দীনার নয়, বরং) এটি ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার। এবং কখনো ইল্লাতকে আমাদের বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য অর্থেও প্রয়োগ করা হয়, যেমন বর্ণনাকারীর মিথ্যাচার, তার অমনোযোগিতা, তার দুর্বল স্মৃতিশক্তি এবং হাদীসের দুর্বলতার অন্যান্য কারণ। আর ইমাম তিরমিযী নাসখকে (রহিতকরণকে) ইল্লাত বলেছেন। এবং কেউ কেউ ইল্লাতকে এমন ভিন্নতার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন যা ত্রুটিযুক্ত করে না, যেমন একজন নির্ভরযোগ্য ও সুসংরক্ষণকারী বর্ণনাকারী যা মুত্তাসিল (পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত) করেছেন, তাকে ইরসাল (অসম্পূর্ণভাবে) বর্ণনা করা। এমনকি তিনি (ইমাম তিরমিযী) বলেছেন: "সহীহর মধ্যেও সহীহ মু'আল্লাল (ইল্লাতযুক্ত) রয়েছে"। যেমন বলা হয়েছে: "তার মধ্যে সহীহ শায (বিরল/অস্বাভাবিক)ও আছে"। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ص: 45)التقريب والتيسير للنووي

النوع التاسع عشر:

المضطرب

هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه، أو غير ذلك: فالحكم للراجحة، ولا يكون مضطرباً، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما من راو أو جماعة: والله أعلم.

ঊনবিংশ প্রকার:

মুদ্বতারিব

এটি এমন যা বিভিন্ন, তবে প্রায় কাছাকাছি উপায়ে বর্ণিত হয়। যদি দুটি বর্ণনার কোনো একটি তার বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি, বা যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে তার দীর্ঘ সাহচর্য, অথবা অন্য কোনো কারণে অগ্রাধিকার পায়: তাহলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বর্ণনাটিই গ্রহণীয় হবে, এবং এটি মুদ্বতারিব হবে না। আর ইযতিরাব (বিশৃঙ্খলা/বিভ্রান্তি) হাদীসকে দুর্বল করে তোলে কারণ এটি বর্ণনার অসম্পূর্ণতা/অসতর্কতা নির্দেশ করে। এটি কখনো ইসনদে (সনদে), কখনো মতনে (মূল বক্তব্যে), অথবা উভয়টিতেই একজন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে অথবা একদল বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ঘটে: আল্লাহই সমধিক অবগত।

(ص: 46)التقريب والتيسير للنووي

النوع العشرون:

المدرج

هو أقسام.

أحدها: مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاماً لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلاً فيتوهم أنه من الحديث.

الثاني: أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما.

الثالث: أن يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق، وكله حرام، وصنف فيه الخطيب كتاباً شفى وكفى والله أعلم.

النوع الحادي والعشرون:

الموضوع

هو المختلق المصنوع وشر الضعيف، ويحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبيناً، ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو معنى إقراره، أو قرينة في الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها، وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين، أعني أبا الفرج بن الجوزي، فذكر كثيراً مما لا دليل على وضعه، بل هو ضعيف

বিংশতম প্রকার:

মুদরাজ

এটি বিভিন্ন প্রকারের।

প্রথম প্রকার: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে সংযোজিত (মুদরাজ), এভাবে যে, বর্ণনাকারী তার (হাদীসের) পরে নিজের বা অন্যের কোনো কথা উল্লেখ করে, অতঃপর তার পরবর্তী রাবীগণ সেটিকে সংযুক্ত করে বর্ণনা করে, ফলে ধারণা হয় যে, এটি হাদীসের অংশ।

দ্বিতীয় প্রকার: যে, তার কাছে দুটি সনদসহ দুটি মত্ন (হাদীসের মূল পাঠ) রয়েছে, কিন্তু সে সেগুলোকে একটি সনদ দ্বারা বর্ণনা করে।

তৃতীয় প্রকার: যে, সে একদল লোকের কাছ থেকে একটি হাদীস শোনে, যারা এর সনদ বা মত্নে ভিন্নমত পোষণকারী, কিন্তু সে তাদের সকলের থেকে ঐকমত্যে তা বর্ণনা করে। আর এর সবই হারাম। আল-খাতিব এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যা যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

একবিংশতম প্রকার:

মাওযু’

এটি উদ্ভাবিত ও বানোয়াট এবং যঈফ হাদীসের মধ্যে নিকৃষ্টতম।

এর বানোয়াট হওয়া জেনেও তা বর্ণনা করা হারাম, যে অর্থেই হোক না কেন, তবে ব্যাখ্যা সহকারে (বর্ণনা করা ভিন্ন)।

বানোয়াট হওয়া চেনা যায় এর উদ্ভাবনকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা অথবা তার স্বীকারোক্তির অর্থ দ্বারা।
অথবা রাবী বা বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান লক্ষণ দ্বারা। এমন অনেক হাদীস বানোয়াট করা হয়েছে যার বানোয়াট হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তার দুর্বল শব্দচয়ন ও অর্থ।
মাওযু' হাদীস সংগ্রাহক প্রায় দুই খণ্ডে অনেক বেশি লিখেছেন—আমি আবু আল-ফারাজ ইবনুল জাওযীর কথা বলছি—তিনি এমন অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন যার বানোয়াট হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই, বরং তা দুর্বল।

(ص: 47)التقريب والتيسير للنووي

والواضعون أقسام أعظمهم ضرراً قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة في زعمهم، فقلبت موضوعاتهم ثقة بهم، وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم، ووضعت الزنادقة جملاً فبين جهابذة الحديث أمرها ولله الحمد، وربما أسند الواضع كلاماً لنفسه أو لبعض الحكماء، وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد، ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين، والله أعلم.

النوع الثاني والعشرون:

المقلوب

هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه، وقلب أهل بغداد على البخاري مائة حديث امتحاناً فردها على وجهها فأذعنوا بفضله، والله أعلم.

فرع

إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف فلك أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقلا ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد إلا أن يقول

মিথ্যা রচনাকারীরা বিভিন্ন প্রকারের। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হলো এমন একদল লোক যারা নিজেদেরকে যুহদ (বৈরাগ্য/তপস্যা) এর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী সাওয়াবের আশায় মিথ্যা হাদিস রচনা করে। তাদের প্রতি আস্থার কারণে তাদের রচনাগুলি (মূলত মিথ্যা হাদিস) গৃহীত হয়ে গিয়েছিল। আর কাররামিয়্যা সম্প্রদায় তারগীব (উৎসাহদান) ও তারহীব (ভীতিপ্রদর্শন) এর ক্ষেত্রে মিথ্যা হাদিস রচনাকে জায়েজ মনে করেছে, যা গ্রহণযোগ্য মুসলিমদের ইজমা'র পরিপন্থী। আর যিন্দীকরা (ধর্মদ্রোহীরা) কিছু বক্তব্য রচনা করেছিল, কিন্তু হাদিসের মহারথীরা (জাহাবিযা) সেগুলির বিষয় উন্মোচন করেছেন, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আর কখনও কখনও মিথ্যা রচনাকারী নিজের বা কিছু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কথাকে হাদিস হিসেবে উপস্থাপন করে। আবার কখনও কখনও অনিচ্ছাকৃতভাবেও মিথ্যা রচনার কাছাকাছি কিছু ঘটে যায়। মিথ্যা হাদিসের মধ্যে অন্যতম হলো উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত কুরআনের সূরাহ্-ভিত্তিক ফযীলত সংক্রান্ত হাদিস। যেসকল মুফাসসির এটি উল্লেখ করেছেন, তারা ভুল করেছেন। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

বাইশতম প্রকার:
মাকলুব (উল্টানো/বিপরীত)
এটি এমন হাদিসের মতো যা সালিম থেকে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু সেটিকে নাফি' থেকে বর্ণিত বলে প্রচার করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার প্রতি আগ্রহী হয়। আর বাগদাদের অধিবাসীরা ইমাম বুখারীকে পরীক্ষা করার জন্য একশত হাদিসের সনদ ও মতন উল্টে দিয়েছিল। তখন তিনি সেগুলিকে সঠিক রূপে ফিরিয়ে দেন, ফলে তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদ
যখন তুমি দুর্বল সনদযুক্ত কোনো হাদিস দেখবে, তখন তুমি বলতে পারো: 'এই সনদ দ্বারা এটি দুর্বল।' কিন্তু শুধুমাত্র সনদের দুর্বলতার কারণে 'মতন (মূল বক্তব্য) দুর্বল' বলবে না, যদি না

(ص: 48)التقريب والتيسير للنووي

إمام أنه لم يرو من وجه صحيح أو أنه حديث ضعيف مفسراً ضعفه، فإن أطلق ففيه كلام يأتي قريباً، وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجزم، بل قل: روى كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل أو ما أشبهه، وكذا ما يشك في صحته، ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال، والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، والله أعلم.

النوع الثالث والعشرون:
صفة من تقبل روايته وما يتعلق به
فيه مسائل:
إحداها: أجمع المشاهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطاً بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عالماً بما يخيل المعنى إن روى به.

الثانية: تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها، كمالك، والسفيانين، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأشباههم وتوسع ابن عبد

إمام (বলেন) যে, এটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি অথবা এটি একটি যঈফ হাদীস এবং তিনি এর দুর্বলতা ব্যাখ্যা করেছেন। যদি তিনি সাধারণভাবে (ব্যাখ্যা ছাড়া) উল্লেখ করেন, তবে সে বিষয়ে আলোচনা শীঘ্রই আসবে। আর যদি আপনি ইসনাদ (সনদ) ব্যতীত দুর্বল হাদীস বর্ণনা করতে চান, তবে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন" বা এর অনুরূপ নিশ্চিতসূচক শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করবেন না। বরং বলুন: "এমন বর্ণিত হয়েছে," অথবা "আমাদের কাছে এমন পৌঁছেছে," অথবা "এসেছে," অথবা "এসেছে," অথবা "নকল করা হয়েছে," অথবা এর অনুরূপ। এবং একইভাবে যাঁর বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সে সম্পর্কেও। আর মুহাদ্দিসগণ ও অন্যান্যদের নিকট ইসনাদের ক্ষেত্রে শিথিলতা অবলম্বন করা এবং মাওযূ' (বানোয়াট) ব্যতীত দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা ও সে অনুযায়ী আমল করা জায়েয, তবে শর্ত হলো যে তা আল্লাহ তাআলার গুণাবলী এবং হালাল-হারাম ইত্যাদির মতো আহকাম (বিধানাবলী) বিষয়ক না হয়ে থাকলে এর দুর্বলতা উল্লেখ না করা। এটি যেমন কিচ্ছা-কাহিনী, আমলের ফযীলত, নসীহত এবং অন্যান্য বিষয় যার সাথে আক্বীদা ও আহকামের কোন সম্পর্ক নেই। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তেইশতম প্রকার:
যার বর্ণনা গ্রহণীয় তার গুণাবলী এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি
এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:
প্রথমটি: প্রসিদ্ধ হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বর্ণনাকারী `আদল` (ন্যায়পরায়ণ) ও `যাবিত` (সুস্মারক) হওয়া শর্ত। অর্থাৎ তাকে মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, ফাসেকীর কারণসমূহ ও মনুষ্যত্ব বিরোধী কাজ থেকে মুক্ত এবং সতর্ক হতে হবে। যদি সে স্মৃতি থেকে বর্ণনা করে তবে তাকে হাফিয (স্মৃতিশক্তিধর) হতে হবে। যদি সে তার কিতাব থেকে বর্ণনা করে তবে তার কিতাব সম্পর্কে নির্ভুল হতে

হবে। যদি সে অর্থ দ্বারা বর্ণনা করে তবে যা অর্থ পরিবর্তন করতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞানী হতে হবে।

দ্বিতীয়টি: `আদালত` (ন্যায়পরায়ণতা) দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা বা `ইস্তিফাযাহ` (ব্যাপক পরিচিতি) দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং, যে ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা আলেমদের মধ্যে সুপরিচিত এবং তার প্রশংসা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার জন্য তা যথেষ্ট। যেমন মালিক, সুফইয়ানদ্বয় (সুফইয়ান সাওরী ও সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না), আওযায়ী, শাফিঈ, আহমদ এবং তাদের মতো অন্যান্যরা। এবং ইবনে আব্দুল

(ص: 49)التقريب والتيسير للنووي

البر فيه فقال: كل حامل علم معروف العناية به محمول أبداً على العدالة حتى يبين جرحه، وقوله هذا غير مرضي.

الثالثة: يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالباً ولا تضر مخالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به.

الرابعة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف فيمن جرحوه فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة، وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.

الخامسة: الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، وإذا قال: حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل يكتفي فإن كان القائل عالماً كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلاً عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل

هو تعديل وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكماً بصحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في راويه، والله أعلم.

السادسة: رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً لا تقبل عند الجماهير.

তাঁর ব্যাপারে (অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে) তিনি বললেন: জ্ঞান বহনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, যার প্রতি যত্নশীলতা সুপরিচিত, সে সর্বদা ন্যায়পরায়ণ (আদেল) বলে বিবেচিত হবে যতক্ষণ না তার দুর্বলতা (জারহ) স্পষ্ট হয়। তাঁর এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত: তার প্রখরতা (জ্ববত) সাধারণত নির্ভরযোগ্য ও সুনিপুণ বর্ণনাকারীদের সাথে তার মতৈক্যের মাধ্যমে জানা যায়। তার বিরল মতানৈক্য কোনো ক্ষতি করে না। তবে যদি তা বৃদ্ধি পায়, তবে তার প্রখরতা ব্যাহত হয় এবং তার থেকে দলীল গ্রহণ করা হয় না।

চতুর্থত: প্রসিদ্ধ সহীহ মতানুযায়ী, কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকেই তা'দীল (নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ) গ্রহণ করা হয়। তবে জারহ (দুর্বলতা) কারণ স্পষ্ট না করে গ্রহণ করা হয় না। আর জারহ ও তা'দীলের যে সকল গ্রন্থে জারহের কারণ উল্লেখ করা হয় না, সেগুলোর উপযোগিতা হলো, যাদেরকে জারহ করা হয়েছে তাদের বিষয়ে নীরব থাকা। অতঃপর যদি আমরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করি এবং সন্দেহ দূর হয়ে যায়, আর তাদের প্রতি আস্থা অর্জিত হয়, তাহলে আমরা তাদের হাদীস গ্রহণ করি, যেমন সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর একদল বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে।

পঞ্চমত: সঠিক মত হলো, জারহ (দুর্বলতা) ও তা'দীল (নির্ভরযোগ্যতা) একজন দ্বারা প্রমাণিত হয়। বলা হয়েছে, দুজন অপরিহার্য। যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে জারহ ও তা'দীল উভয়ই একত্রিত হয়, তাহলে জারহ অগ্রাধিকার পাবে। আবার বলা হয়েছে, যদি তা'দীলকারী (নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণকারী) বেশি হয়, তবে তা'দীল অগ্রাধিকার পাবে। যদি সে (বর্ণনাকারী) বলে: "আমাকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হাদিস শুনিয়েছেন" অথবা এমন কিছু, তবে সহীহ মতানুযায়ী তা যথেষ্ট নয়। আবার বলা হয়েছে, যথেষ্ট। যদি বক্তা জ্ঞানী হন, তবে কিছু গবেষকদের মতে, তার মাযহাবের অনুসারীদের জন্য তা যথেষ্ট। যখন কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এমন কারো থেকে বর্ণনা করে যার নাম সে উল্লেখ করে, তবে অধিকাংশের মতে তা তা'দীল নয় এবং এটিই সঠিক। আবার বলা হয়েছে, এটি তা'দীল।

কোনো আলেমের আমল বা ফতোয়া তার বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে হওয়া মানে হাদীসটির সহীহ হওয়ার রায় নয়, এবং তার বিরোধিতা হাদীসের বিশুদ্ধতা বা এর বর্ণনাকারীর বিশুদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। আল্লাহই ভালো জানেন।
ষষ্ঠত: বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে যার ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) অজ্ঞাত, তার বর্ণনা সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

(ص: 50)التقريب والتيسير للنووي

ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين. قال الشيخ: يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطناً، وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه، قال الخطيب: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرفه حديثه إلا من جهة واحدة، وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين، ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. قال الشيخ رداً على الخطيب: قد روى البخاري عن مرداس الأسلمي، ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنهما غير واحد، والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد والصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول.

فرع

يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به، وإذا قال أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به.

السابعة: من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق ومن لم يكفر قيل

আর মাস্তরের (যার বাহ্যিক দিক ন্যায়পরায়ণ কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক অজানা) বর্ণনা দ্বারা কেউ কেউ প্রথমোক্তকে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন, যা কিছু শাফেঈ পণ্ডিতের অভিমত। শায়খ বলেছেন: মনে হয়, বহু হাদীস গ্রন্থে বহু রাবীর ক্ষেত্রে এই মত অনুযায়ী আমল করা হয়, যাদের সাথে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং যাদের আভ্যন্তরীণ খবর রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। আর মাজহুলুল আইনকে (যার পরিচয় অজ্ঞাত) হয়তো কেউ কেউ গ্রহণ করেন না, যারা মাজহুলুল আদালতকে (যার ন্যায়পরায়ণতা অজ্ঞাত) গ্রহণ করেন। তারপর, যার থেকে দুইজন বিশ্বস্ত রাবী বর্ণনা করেছেন, তার পরিচয়গত অজ্ঞতা দূরীভূত হয়। খতিব বলেছেন: আহলে হাদীসের নিকট মাজহুল (অজ্ঞাত) হল সে, যাকে উলামায়ে কেরাম চেনেন না, এবং তার হাদীসও একটি মাত্র সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে পরিচিত নয়। আর অজ্ঞতা দূর করার সর্বনিম্ন মান হল দুইজন প্রসিদ্ধ রাবীর বর্ণনা। ইবনে আব্দুল বার্র আহলে হাদীস থেকে অনুরূপ মত উদ্ধৃত করেছেন। শায়খ খতিবের খন্ডন করে বলেছেন: বুখারী মিরদাস আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম রাবী'আ ইবনে কা'ব আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ তাদের থেকে একজন ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। এই বিষয়ে মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য, যেমন একজন কর্তৃক তা'দীলে (বিশ্বস্ত প্রমাণ করণে) যথেষ্ট হওয়া। তবে সঠিক হল খতিবের বর্ণনা এবং মিরদাস ও রাবী'আ দিয়ে তাকে খন্ডন করা ঠিক নয়, কারণ তারা উভয়ই প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং সকল সাহাবীই বিশ্বস্ত।

পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞ গোলাম ও নারীর তা'দীল (বিশ্বস্ত প্রমাণ) গ্রহণযোগ্য। আর যার পরিচয় ও ন্যায়পরায়ণতা জানা আছে কিন্তু নাম অজ্ঞাত, তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। যখন সে বলে, আমাকে অমুক বা অমুক ব্যক্তি খবর দিয়েছে, এবং তারা উভয়েই বিশ্বস্ত, তখন

তা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যদি তাদের একজনের বিশ্বস্ততা অজানা থাকে অথবা সে বলে, অমুক বা অন্য কেউ, তবে তা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয় না।
সপ্তম: যে বিদ'আত দ্বারা কাফির হয়েছে, সর্বসম্মতিক্রমে তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয় না। আর যে কাফির হয়নি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে

(ص: 51)التقريب والتيسير للنووي

لا يحتج به مطلقاً، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، وحكي عن الشافعي وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو الأظهر الأعدل، وقول كثير أو الأكثر وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة.

الثامنة: تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل أبداً وإن حسنت طريقه، كذا قال أحمد بن حنبل، والحميدي شيخ البخاري، والصيرفي الشافعي، قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة، وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، قلت وكل ذلك مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة.

التاسعة: إذا روى حديثاً ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه. فإن قال: لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه ومن روى حديثاً ثم نسيه جاز العمل

به على الصحيح، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافاً لبعض الحنفية؛ ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء، والله أعلم.

العاشرة: من أخذ على التحديث أجراً لا تقبل روايته عند أحمد، وإسحاق، وأبي حاتم، وتقبل عند أبي نعيم الفضل، وعلي بن عبد العزيز، وآخرين. وأفتى

একে একেবারেই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। আর বলা হয়েছে যে, তাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে যদি সে এমন না হয় যে নিজের মতবাদ বা নিজের অনুসারীদের সমর্থনে মিথ্যা বলা জায়েজ মনে করে। শাফিঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে যদি সে তার বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী না হয়, আর যদি সে আহ্বানকারী হয় তবে তাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। এটিই অধিকতর সুস্পষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত মত, এবং এটিই বহু সংখ্যক বা অধিকাংশের অভিমত। প্রথম মতটিকে দুর্বল করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর লেখকদ্বয় এবং অন্যান্যরা অনেক বিদ'আতী (ধর্মীয় উদ্ভাবক) থেকে যারা বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী ছিলেন না, তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

الثامنة: ফাসেকী থেকে তওবাকারীর বর্ণনা গ্রহণীয়, তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা বলা ব্যতীত, এক্ষেত্রে সে যতই উত্তম পথ অবলম্বন করুক না কেন, তার বর্ণনা কখনোই গ্রহণ করা হবে না। এরূপই বলেছেন আহমদ ইবনে হাম্বল, বুখারীর শাইখ আল-হুমাইদী, এবং শাফিঈ মাযহাবের সায়রাফী। সায়রাফী বলেছেন: আমরা যার খবর মিথ্যা বলার কারণে বাতিল করেছি, তওবার দ্বারাও আমরা তাকে আর গ্রহণ করব না। আর যাকে আমরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছি, পরবর্তীতে তাকে আর শক্তিশালী করব না, সাক্ষ্যের (শাহাদা) ক্ষেত্রে ভিন্ন। আর সাম'আনী বলেছেন: যে ব্যক্তি একটি খবরে মিথ্যা বলেছে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত হাদীস বাতিল করা ওয়াজিব। আমি (লেখক) বলি: এই সবই আমাদের মাযহাবের এবং অন্যদের মাযহাবের মূলনীতির পরিপন্থী, এবং এর ও সাক্ষ্যের (শাহাদা) মধ্যে পার্থক্য করার ভিত্তি শক্তিশালী নয়।

التاسعة: যদি একজন বর্ণনাকারী একটি হাদীস বর্ণনা করে এবং পরে যে শুনেছিল সে তা অস্বীকার করে, তবে নির্বাচিত মত হলো যে, যদি বর্ণনাকারী দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করে

বলে যে 'আমি এটা বর্ণনা করিনি' বা এই জাতীয় কিছু, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব হবে এবং এটি বর্ণনাকারীর অন্য বর্ণনাগুলিতে ত্রুটি আনবে না। আর যদি সে বলে: 'আমি এটা জানি না' বা 'আমার মনে নেই' বা এই জাতীয় কিছু, তবে তাতে ত্রুটি আনবে না। আর যে ব্যক্তি একটি হাদীস বর্ণনা করে পরে ভুলে যায়, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা দ্বারা আমল করা জায়েজ। এটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকাংশের অভিমত, কিছু হানাফীর ভিন্নমত সত্ত্বেও। আর এটি শাফিঈ ও অন্যান্যদের জীবন্ত ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা করার অপছন্দকে বিরোধিতা করে না, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

العاشرة: যে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করার জন্য পারিশ্রমিক নেয়, তার বর্ণনা আহমদ, ইসহাক এবং আবু হাতেমের মতে গ্রহণীয় নয়। আর আবু নু'আইম আল-ফাযল, আলী ইবনে আব্দুল আযীয এবং অন্যদের মতে তা গ্রহণীয়। আর ফতওয়া দিয়েছেন

(ص: 52)التقريب والتيسير للنووي

الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث.

الحادية عشرة: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو أسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، أو يحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل، أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، قال ابن المبارك، وأحمد، والحميدي، وغيرهم: من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته. وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عناداً أو نحوه.

الثانية عشرة: أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة فليعتبر ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ مسلماً بالغاً، عاقلاً، غير متظاهربفسق، أو سخف في ضبطه، بوجود سماعه مثبتاً بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه وقد قال: نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي.

الثالثة عشرة: في ألفاظ الجرح والتعديل. وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن. فألفاظ التعديل مراتب: أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط. الثانية: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، قالابن أبي حاتم: هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه على ما تقدم، وعن يحيى بن معين إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، ولا يقاوم قوله عن نفسه. نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. الثالثة: شيخ فيكتب وينظر. الرابعة: صالح الحديث يكتب للاعتبار،

শায়খ আবু ইসহাক আল-শিরাজি এর বৈধতা দিয়েছেন তার জন্য, যার পক্ষে পরিবার-পরিজনের জন্য উপার্জন করা তাফদীস (حديث بيان) এর কারণে অসম্ভব হয়ে পড়ে। একাদশতম: এমন ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় যিনি তার শ্রবণে বা শ্রাবণ করানোর ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে পরিচিত। যেমন, যিনি হাদিস শ্রবণের সময় ঘুমানোর পরোয়া করেন না, অথবা এমন উৎস থেকে বর্ণনা করেন না যা সংশোধিত (সঠিক প্রমাণিত), অথবা হাদিসে تلقين গ্রহণকারী হিসেবে পরিচিত, অথবা যদি তিনি মূল উৎস থেকে বর্ণনা না করেন তবে তার বর্ণনায় প্রচুর ভুল হয়, অথবা তার হাদিসে শায (বিরল ও দুর্বল) ও মুনকার (অস্বীকৃত) হাদিসের সংখ্যা বেশি হয়। ইবনুল মুবারক, আহমদ, আল-হুমাইদি এবং অন্যান্যরা বলেছেন: যে ব্যক্তি একটি হাদিসে ভুল করে এবং তাকে তা জানানো হয়, কিন্তু সে তা বর্ণনা করার উপর জিদ করে, তার বর্ণনা বাতিল হয়ে যায়। এটি সঠিক, যদি প্রমাণিত হয় যে সে জিদ বা এ জাতীয় কিছুর কারণে লেগে ছিল।

দ্বাদশতম: বর্তমান যুগে মানুষ উল্লিখিত শর্তাবলীর সমষ্টি বিবেচনা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ উদ্দেশ্য এখন উম্মাহর জন্য নির্দিষ্ট ইসনাদের ধারা বজায় রাখা। অতএব, উদ্দেশ্যের সাথে যা মানানসই, তা বিবেচনা করা উচিত, আর তা হলো শায়খ মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, প্রকাশ্য পাপাচারী না হওয়া, অথবা তার স্মৃতিশক্তি বা নির্ভুলতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা না থাকা। এবং তার শ্রবণ এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হস্তাক্ষরে প্রমাণিত হওয়া, এবং তার শায়খের মূল গ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল উৎস থেকে তার বর্ণনা হওয়া। হাফেজ আবু বকর আল-বায়হাকীও আমরা যা উল্লেখ করেছি তার অনুরূপ কথা বলেছেন।

ত্রয়োদশতম: জারহ ও তা'দীলের শব্দাবলী প্রসঙ্গে। ইবনে আবি হাতিম এগুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন। তা'দীলের (বিশ্বাসযোগ্যতার) শব্দাবলীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে: এর সর্বোচ্চ স্তর হলো 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য), অথবা 'মুতকান' (সুনিপুণ), অথবা 'সাবাত' (সুপ্রতিষ্ঠিত), অথবা 'হুজ্জাহ' (প্রমাণ), অথবা 'আদল হাফিজ' (ন্যায়পরায়ণ স্মৃতিধর), অথবা 'দাবিত' (সুসংরক্ষক)। দ্বিতীয় স্তর: 'সাদুক' (সত্যবাদী), অথবা 'মাহাল্লুহুস সিদক' (তার স্থান সত্যবাদিতা), অথবা 'লা বা'সা বিহ' (তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই)। ইবনে আবি হাতিম বলেছেন: সে এমন ব্যক্তি যার হাদিস লেখা হবে এবং তাতে বিবেচনা করা হবে। এটি দ্বিতীয় স্তর এবং তিনি যা বলেছেন তা সঠিক, কারণ এই অভিব্যক্তি নির্ভুলতার ইঙ্গিত দেয় না, সুতরাং তার হাদিস পূর্বোল্লেখিত নীতি অনুসারে বিবেচিত হবে। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে বর্ণিত, যখন আমি 'লা বা'সা বিহ' বলি, তখন সে 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) হয়। তবে তার নিজের (অর্থাৎ ইবনে মাঈনের) এই উক্তি অন্যের উক্তির সাথে তুলনীয় নয় (বা একার উক্তি হিসেবে গণ্য)। ইবনে আবি হাতিম ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীলের বিশেষজ্ঞদের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় স্তর: 'শায়খ' – তার হাদিস লেখা হবে এবং বিবেচনা করা হবে। চতুর্থ স্তর: 'সালিহুল হাদিস' (হাদিসের জন্য উপযুক্ত/যোগ্য) – তার হাদিস ই'তিবারের (পর্যালোচনা/সমর্থন) জন্য লেখা হবে,

وأما ألفاظ الجرح، فمراتب، فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه ونظر اعتباراً، وقال الدارقطني: إذا قلت لين لم يكن ساقطاً، ولكن مجروحاً بشيء لا يسقط عن العدالة، وقولهم: ليس بقوي يكتب حديثه، وهو دون لين، وإذا قالوا: ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به؛ وإذا قالوا: متروك الحديث، أو ذاهبه، أو كذاب، فهو ساقط لا يكتب حديثه، ومن ألفاظهم: فلان روى عن الناس، وسط، مقارب الحديث، مضطربه، لا يحتج به، مجهول، لا شيء، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه أو في حديثه ضعف، ما أعلم به بأساً، ويستدل على معانيها بما تقدم، والله أعلم.

আর জারহের (দোষারোপের) শব্দসমূহ বিভিন্ন স্তরবিন্যাসের অধিকারী। যখন তারা 'لين الحديث' (হাদীসে দুর্বল) বলেন, তখন তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সমর্থনের জন্য বিবেচনা করা হয়। আর দারাকুতনী বলেছেন: যখন আমি 'لين' (দুর্বল) বলি, তখন সে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় না, বরং এমন কিছু দ্বারা অভিযুক্ত হয় যা তাকে ন্যায়পরায়ণতার স্তর থেকে বিচ্যুত করে না। এবং তাদের উক্তি: 'ليس بقوي' (শক্তিশালী নয়), তার হাদীস লেখা হয়, এবং এটি 'لين' এর চেয়ে নিম্ন স্তর। আর যখন তারা বলেন: 'ضعيف الحديث' (হাদীসে দুর্বল), তখন এটি 'ليس بقوي' এর চেয়ে নিম্ন স্তর এবং তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয় না বরং সমর্থনের জন্য বিবেচনা করা হয়। আর যখন তারা বলেন: 'متروك الحديث' (পরিত্যক্ত হাদীস), অথবা 'ذاهبه' (যার হাদীসের কোনো মূল্য নেই/নিষ্ফল), অথবা 'كذاب' (মিথ্যাবাদী), তখন সে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত এবং তার হাদীস লেখা হয় না। তাদের শব্দসমূহের মধ্যে রয়েছে: 'فلان روى عن الناس' (অমুক লোকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছে), 'وسط' (মাঝারি), 'مقارب الحديث' (হাদীসে কাছাকাছি/তুলনাযোগ্য), 'مضطربه' (অস্থির/বিশৃঙ্খল), 'لا يحتج به' (যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না), 'مجهول' (অজ্ঞাত), 'لا شيء' (কিছুই না/মূল্যহীন), 'ليس بذاك' (তেমন নয়), 'ليس بذاك القوي' (তেমন শক্তিশালী

নয়), 'فيه أو في حديثه ضعف' (তার মধ্যে বা তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে), 'ما أعلم به بأساً' (আমি তার মধ্যে কোনো দোষ জানি না)। আর তাদের অর্থসমূহ পূর্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ص: 54)التقريب والتيسير للنووي

النوع الرابع والعشرون

كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، ومنع الثاني قوم فأخطأوا. قال جماعة من العلماء: يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة، وقيل بعد عشرين، وللصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه، وبكتبه وتقييده حين يتأهل له، ويختلف باختلاف الأشخاص، ونقل القاضي عياض رحمه الله: أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين، وعلى هذا استقر العمل والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع، وإلا فلا، وروي نحو هذا عن موسى بن هارون، وأحمد بن حنبل.

بيان أقسام طرق تحمل الحديث

ومجامعها ثمانية أقسام

القسم الأول:

سماع لفظ الشيخ

وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، وهو أرفع الأقسام عند الجماهير. قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع أن يقول في روايته: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلاناً وقال لنا: وذكر لنا. قال الخطيب: أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا، وهو

চব্বিশতম প্রকার

হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণের পদ্ধতি এবং তার সংরক্ষণের বিবরণ

প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের বর্ণনা গৃহীত হয়, যা সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে অথবা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কিছু লোক দ্বিতীয়টিকে (অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যা গ্রহণ করা হয়েছে) অস্বীকার করেছেন, যা ভুল। একদল আলেম বলেছেন: তিরিশ বছর বয়সের পর হাদীস শ্রবণ শুরু করা মুস্তাহাব। আর বলা হয়েছে, বিশ বছর বয়সের পর। তবে এই যুগে সঠিক হলো যখন থেকে হাদীস শ্রবণ সঠিক হয় তখন থেকেই তাড়াতাড়ি শুরু করা, এবং যখন এর জন্য যোগ্য হয় তখন তা লেখা ও লিপিবদ্ধ করা উচিত। এটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। কাযী ইয়ায (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, এই শাস্ত্রের পন্ডিতগণ হাদীস শ্রবণের প্রথম সঠিক সময় পাঁচ বছর বয়স নির্ধারণ করেছেন। এবং এই মতের উপরই আমল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সঠিক হলো (ভাল-মন্দ) পার্থক্যের ক্ষমতাকে বিবেচনা করা। যদি সে বক্তব্য বুঝতে পারে এবং উত্তর দিতে পারে, তাহলে সে বুদ্ধিমান (মুমাযিয্য) এবং তার শ্রবণ সঠিক। অন্যথায় নয়। মূসা ইবনে হারুন এবং আহমদ ইবনে হাম্বল থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস গ্রহণের পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা

এবং এর সর্বমোট আটটি প্রকার রয়েছে।

প্রথম প্রকার:

শাইখের শব্দ শ্রবণ

এটি হলো শ্রুতিলিখন এবং মুখস্থ ও কিতাব থেকে (বর্ণনা)। এবং এটি জমহুরদের (সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের) নিকট পদ্ধতির মধ্যে সর্বোত্তম। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেছেন:

এতে কোন মতভেদ নেই যে, শ্রোতার জন্য তার বর্ণনায় ‘হাদ্দাসানা’ (তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন), ‘আখবারানা’ (তিনি আমাদের অবহিত করেছেন), ‘আনবা'আনা’ (তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন), ‘আমি অমুককে শুনেছি’ এবং ‘তিনি আমাদের বলেছেন:’ ও ‘তিনি আমাদের নিকট উল্লেখ করেছেন:’ বলা জায়েজ। খতীব (রহ.) বলেছেন: এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো ‘সামি'তু’ (আমি শুনেছি), তারপর ‘হাদ্দাসানা’ (তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন) ও ‘হাদ্দাসানী’ (তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন), তারপর ‘আখবারানা’ (তিনি আমাদের অবহিত করেছেন)। এবং এটি

(ص: 55)التقريب والتيسير للنووي

كثير في الاستعمال، وكان هذا قبل أن يشيع أخبرنا ب

القراءة على الشيخ. قال: ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة، إذ ليس في سمعت دلالة أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. وأما قال لنا، أو ذكر لنا، فكحدثنا. غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا، وأوضح العبارات: قال أو ذكر من غير لي، أو لنا، وهو أيضاً محمول على السماع إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل، لا سيما إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، وخص الخطيب حمله على السماع به والمعروف أنه ليس بشرط.

القسم الثاني:
القراءة على الشيخ

ويسميها أكثر المحدثين عرضاً سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ الشيخ أم لا إذا أمسك أصله هو أو ثقة، وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به، واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليها ورجحانها عليه، فحكى الأول عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، والثاني عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح؛ والثالث عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ورواية عن مالك،

كثير في الاستعمال، وكان هذا قبل أن يشيع أخبرنا ب

القراءة على الشيخ. قال: ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة، إذ ليس في سمعت دلالة أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. وأما قال لنا، أو ذكر لنا، فكحدثنا. غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا، وأوضح العبارات: قال أو ذكر من غير لي، أو لنا، وهو أيضاً محمول على السماع إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل، لا سيما إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، وخص الخطيب حمله على السماع به والمعروف أنه ليس بشرط.

القسم الثاني:

القراءة على الشيخ

ويسميها أكثر المحدثين عرضاً سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ الشيخ أم لا إذا أمسك أصله هو أو ثقة، وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به، واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ورجحانها عليها ورجحانها عليه، فحكى الأول عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، والثاني عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح؛ والثالث عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ورواية عن مالك،

এটি ব্যবহারিকতায় বহুল প্রচলিত ছিল, আর এটি 'আখবারানা বি' প্রচলিত হওয়ার পূর্বে ছিল।

শাইখের নিকট পঠন। তিনি (শাইখ) বলেন: অতঃপর 'আনবাআনা' এবং 'নাব্বাআনা' ব্যবহৃত হয়, যা ব্যবহারিকতায় বিরল। শাইখ বলেন: 'হাদ্দাসানা' এবং 'আখবারানা' একটি দিক থেকে 'সামি'তু' অপেক্ষা উচ্চতর, কেননা 'সামি'তু'-তে এই ইঙ্গিত নেই যে শাইখ এটি তাকে বর্ণনা করেছেন, যা উক্ত দুটির (হাদ্দাসানা ও আখবারানা) ক্ষেত্রে বিদ্যমান। আর 'ক্বালা লানা' (তিনি আমাদের বললেন) অথবা 'যাকারা লানা' (তিনি আমাদের উল্লেখ করলেন) - এগুলি 'হাদ্দাসানা'-এর ন্যায়। তবে এটি মুযাকারার শ্রবণের জন্য উপযুক্ত এবং 'হাদ্দাসানা' অপেক্ষা এটির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সর্বাধিক স্পষ্ট অভিব্যক্তিগুলি হলো: 'ক্বালা' (তিনি বললেন) অথবা 'যাকারা' (তিনি উল্লেখ করলেন) - 'লি' (আমার প্রতি) বা 'লানা' (আমাদের প্রতি) শব্দদ্বয় ব্যতীত। এবং এটিও শ্রবণের উপর নির্ভরশীল হবে যদি মো'দাল প্রকারের মধ্যে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, বিশেষত যদি এটি জানা যায় যে, তিনি 'ক্বালা' (তিনি বললেন) শব্দটি ব্যবহার করেন না শুধুমাত্র তিনি যা তার (শাইখের) নিকট থেকে শুনেছেন তা ব্যতীত। আর খতীব (বাগদাদী) এটিকে শ্রবণের উপর নির্ভরশীল করার বিষয়টি নির্দিষ্ট করেছেন, তবে প্রসিদ্ধ মত হলো এটি শর্ত নয়।

দ্বিতীয় প্রকার:
শাইখের নিকট ক্বিরাআত (পঠন)
অধিকাংশ মুহাদ্দিস এটিকে 'আরদ' নামে অভিহিত করেন, তুমি নিজে পড়ো বা অন্য কেউ পড়ুক আর তুমি শোনো, কিতাব থেকে হোক বা শাইখের মুখস্থ থেকে হোক বা না হোক, যদি মূল কপিটি শাইখ নিজে অথবা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ধারণ করে রাখেন। আর এটি একটি সহীহ রিওয়ায়াত (বর্ণনা), এই সব ক্ষেত্রে কোনো মতপার্থক্য নেই, তবে এমন কিছু ব্যক্তির কথা ছাড়া যাদেরকে ধর্তব্যে আনা হয় না। আর তারা শাইখের মুখ থেকে শ্রবণ করার সমতা, এর (আরদ-এর) উপর তার (শ্রবণের) প্রাধান্য এবং তার (শ্রবণের)

উপর এর (আরদ-এর) প্রাধান্য নিয়ে মতভেদ করেছেন। প্রথম মতটি বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম মালেক, তার সাথীবর্গ, তার শাইখবৃন্দ, হিজায ও কুফার অধিকাংশ আলেম এবং ইমাম বুখারী ও অন্যান্যদের থেকে। আর দ্বিতীয় মতটি প্রাচ্যের অধিকাংশ আলেমদের থেকে বর্ণিত এবং এটিই সঠিক। আর তৃতীয় মতটি ইমাম আবু হানিফা, ইবন আবী যিব এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত, এবং ইমাম মালেক থেকে একটি বর্ণনাও রয়েছে।

(ص: 56)التقريب والتيسير للنووي

والأحوص في الرواية بها: قرأت عن فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، ثم عبارات السماع مقيدة: كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليه وأنشدنا في الشعر قراءة عليه، ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد والنسائي وغيرهم وجوزوها طائفة. قيل: إن مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين، ومنهم من أجاز فيها سمعت، ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل الشرق، وقيل أنه مذهب أكثر المحدثين وروى عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروى عن النسائي أيضاً وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.

الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى، وإن لم يحفظه فقيل: لا يصح السماع، والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح، فإن كان بيد القارئ

الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح، ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ.

الثاني: إذا قرأ على الشيخ قائلاً أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر، صح السماع وجازت الرواية به، ولا يشترط نطق الشيخ

এবং এর বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিক সতর্ক পন্থা হলো: আমি অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে পড়েছি, অথবা তার উপর পড়া হয়েছে এবং আমি শুনছিলাম, অতঃপর তিনি তা স্বীকার করেছেন। অতঃপর শ্রবণের বাক্যগুলো সীমিত করা হয়েছে: যেমন, 'আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন' (হাদদাসানা) বা 'আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন' (আখবারানা) তার কাছে পড়ার মাধ্যমে, এবং কবিতায় 'আমাদের কাছে আবৃত্তি করেছেন' (আনশাদানা) তার কাছে পড়ার মাধ্যমে। ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, আহমাদ, নাসাঈ এবং অন্যান্যরা 'হাদদাসানা' ও 'আখবারানা' শব্দদ্বয়ের নির্বিচার প্রয়োগ নিষেধ করেছেন, তবে একদল তা জায়েয মনে করেছেন। বলা হয়েছে যে, এটি যুহরী, মালিক, ইবনে উয়াইনা, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, বুখারী এবং হাদিসবিদদের একটি দল ও অধিকাংশ হিজাযী ও কুফীদের মাযহাব। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে 'আমি শুনেছি' (সামি'তু) বলা জায়েয করেছেন। এবং একদল 'হাদদাসানা' নিষেধ করেছেন এবং 'আখবারানা' জায়েয করেছেন, যা ইমাম শাফিঈ ও তাঁর সাথীগণ, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ এবং প্রাচ্যের অধিকাংশ আলেমদের মাযহাব। এবং বলা হয়েছে যে, এটি অধিকাংশ হাদিসবিদদের মাযহাব এবং ইবনে জুরাইজ, আওযাঈ ও ইবনে ওয়াহাব থেকেও বর্ণিত। নাসাঈ থেকেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটিই হাদিসবিদদের মধ্যে প্রচলিত ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

প্রথম: যদি শায়খের মূল গ্রন্থটি পাঠকালে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হাতে থাকে, যিনি পঠিত বিষয় সম্পর্কে সচেতন ও এর যোগ্য, তবে শায়খ যা পাঠ করা হচ্ছে তা মুখস্থ রাখলে, তা তাঁর মূল গ্রন্থ হাতে রাখার মতোই, বরং আরও উত্তম। আর যদি তিনি তা মুখস্থ না রাখেন, তবে বলা হয়েছে: শ্রবণ সঠিক নয়। তবে সঠিক ও নির্বাচিত মত, যার উপর আমল করা হয়, তা হলো যে এটি সঠিক। যদি এটি (মূল গ্রন্থ) এমন পাঠকের হাতে থাকে যিনি দ্বীন ও জ্ঞানে নির্ভরযোগ্য, তবে তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত। আর যখন মূল

গ্রন্থটি কোনো অবিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে থাকে এবং শায়খ তা মুখস্থ না রাখেন, তখন শ্রবণ সঠিক হবে না।
দ্বিতীয়: যদি শায়খের উপর পাঠ করা হয় এই বলে যে, "অমুক আপনাকে সংবাদ দিয়েছেন" অথবা অনুরূপ কিছু, এবং শায়খ তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, বোঝেন এবং অস্বীকার না করেন, তবে শ্রবণ সঠিক এবং এর দ্বারা বর্ণনা করা জায়েয। শায়খের কথা বলা শর্ত নয়

(ص: 57)التقريب والتيسير للنووي

على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون، وشرط بعض الشافعين والظاهرين نطقه، وقال ابن الصباغ الشافعي: ليس له أن يقول حدثني، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلاً: قرئ عليه وهو يسمع.
الثالث: قال الحاكم: الذي اختاره وعهدت إليه أكثر مشايخي وأئمة عصري، أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني ومع غيره حدثنا وما قرأ عليه أخبرني وما قرئ بحضرته أخبرنا وروى نحوه عن ابن وهب وهو حسن، فإن شك فالأظهر أن يقول: حدثني أو يقول: أخبرني لا حدثنا وأخبرنا، وكل هذا مستحب باتفاق العلماء، ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة، وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز.
الرابع: إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة. قال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الشافعي: لا يصح السماع. وصححه الحافظ موسى

بن هارون الجمال وآخرون وقال أبو بكر الضبعي الشافعي: يقول حضرت ولا يقول أخبرنا، والصحيح التفصيل، فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح

সঠিক মতানুযায়ী যা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ চূড়ান্ত করেছেন এবং কিছু শাফেঈ ও যাহিরী মাযহাবের অনুসারীরা এর উচ্চারণকে শর্ত করেছেন। ইবন আস-সাব্বাঘ আশ-শাফেঈ বলেছেন: তার জন্য 'হাদ্দাসানী' (তিনি আমাকে বলেছেন) বলা জায়েজ নয়। তবে তিনি তা আমল করতে পারবেন এবং 'কুরিআ আলাইহি ওয়া হুয়া ইয়াসমাউ' (তার সামনে পড়া হয়েছে যখন তিনি শুনছিলেন) বলে বর্ণনা করতে পারবেন।

তৃতীয়: আল-হাকিম বলেছেন: আমি যা গ্রহণ করেছি এবং আমার অধিকাংশ শাইখ ও আমার যুগের ইমামগণ যার উপর নির্ভর করেছেন, তা হলো: যা তিনি শাইখের মুখ থেকে একাই শুনেছেন, তাতে তিনি বলবেন: 'হাদ্দাসানী' (তিনি আমাকে বলেছেন)। এবং অন্যদের সাথে শুনলে 'হাদ্দাসানা' (তিনি আমাদের বলেছেন)। আর যা তিনি শাইখের কাছে পড়েছেন, তাতে বলবেন: 'আখবারানী' (তিনি আমাকে জানিয়েছেন)। এবং যা তার উপস্থিতিতে পড়া হয়েছে, তাতে বলবেন: 'আখবারানা' (তিনি আমাদের জানিয়েছেন)। ইবন ওয়াহাব থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এটি উত্তম। যদি তিনি সন্দেহ করেন, তবে স্পষ্টতর হলো যে তিনি 'হাদ্দাসানী' বা 'আখবারানী' বলবেন, 'হাদ্দাসানা' বা 'আখবারানা' নয়। আর এই সবই উলামাদের ঐকমত্যে মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। এবং রচিত গ্রন্থাবলীতে 'হাদ্দাসানা'-কে 'আখবারানা' দ্বারা বা এর উল্টোটা দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েজ নয়। আর যা আপনি মুহাদ্দিসের মুখ থেকে শুনেছেন, তা মর্মার্থ সহকারে বর্ণনার ক্ষেত্রে মতভেদের অধীনে পড়বে, যদি বক্তা উভয় (শব্দ ও অর্থ) প্রকাশের অনুমতি দেন, অন্যথায় তা জায়েজ নয়।

চতুর্থ: যখন শ্রোতা বা শোনানো ব্যক্তি পড়ার সময় অনুলিপি করে। ইব্রাহিম আল-হারবি, ইবন আদি এবং উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইসফারাঈনী আশ-শাফেঈ বলেছেন: (এক্ষেত্রে) শ্রবণ (সমা) সহীহ নয়। আর হাফেয মুসা ইবন হারুন আল-জামাল এবং অন্যান্যরা একে সহীহ বলেছেন। আবু বকর আদ-দাবাঈ আশ-শাফেঈ বলেছেন: সে 'হাদারতু' (আমি উপস্থিত ছিলাম) বলবে, কিন্তু 'আখবারানা' (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) বলবে না। আর

সঠিক মত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যদি পঠিত বিষয়টি বোঝা যায়, তবে সহীহ হবে; অন্যথায় সহীহ হবে না।

(ص: 58)التقريب والتيسير للنووي

ويجزي هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع أو هَيْنَمَ أو بعد بحيث لا يفهم، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته، كذا فعله بعضهم، ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي، والصواب الذي قاله المحققون: أنه لا يجوز ذلك وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف أرجو أن لا يضيق روايته عنه، وقال في الكلمة تستفهم من المستملي: إن كانت مجتمعاً عليها فلا بأس، وعن خلف بن سالم منع ذلك.

الخامس: يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، ويكفي في المعرفة خبر ثقة وشرط شعبة روايته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور.

السادس: إذا قال المسموع منه بعد السماع: لا تروعني أو رجعت عن اخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم يمتنع روايته، ولو خص بالسماع قوماً فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه، ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلاناً لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق.

القسم الثالث:

الإجازة

وهي أضرب:

الضرب الأول: أن يجيز معيناً لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذا أعلى أضربها المجردة عن

المناولة. والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي. وقال بعضهم الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بها كالمرسل. وهذا باطل.

এই মতানৈক্য প্রযোজ্য হয় যখন শাইখ বা শ্রোতা কথা বলেন অথবা পাঠক অত্যাধিক দ্রুত পড়ে, অথবা বিড়বিড় করে, অথবা এত দূরে থাকে যে বোঝা যায় না। এবং দৃশ্যত, প্রায় দুটি শব্দ মার্জনা করা হয়। শাইখের জন্য শ্রোতাদেরকে সেই কিতাব বর্ণনার অনুমতি দেওয়া মুস্তাহাব। যদি তিনি তাদের কারো জন্য লিখেন, তবে তিনি লিখবেন, "সে আমার কাছ থেকে এটি শুনেছে এবং আমি তাকে এর বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি।" কেউ কেউ এমনটি করেছেন। যদি মুমলীর (হাদীস শ্রুতিলিখক শাইখ) মজলিস (সভা) বড় হয় এবং মুসতামলী (শ্রুতিলেখক) তাঁর পক্ষ থেকে বিষয়বস্তু পৌঁছে দেন, তবে অগ্রগামী বিদ্বান ও অন্যদের একটি দল এই মতে গেছেন যে, যে ব্যক্তি মুসতামলীর কাছ থেকে শুনেছে, তার জন্য মুমলীর পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করা জায়েজ। তবে মুহাক্কিকগণের (গবেষকগণ) সঠিক মত হলো: এটি জায়েজ নয়। আহমাদ একটি অক্ষর সম্পর্কে বলেছেন যে, শাইখ সেটিকে ইদগাম (লীন) করে দেন এবং তা বোঝা যায় না, অথচ এটি পরিচিত; আমি আশা করি যে, তার থেকে এর বর্ণনা সংকীর্ণ করা হবে না। এবং একটি শব্দ সম্পর্কে যা মুসতামলীর কাছ

থেকে জিজ্ঞাসিত হয়, তিনি বলেছেন: যদি তা সর্বসম্মত হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই। আর খালাফ ইবনে সালিমের পক্ষ থেকে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
পঞ্চম: পর্দার আড়াল থেকে শোনা সহীহ, যদি তার কণ্ঠস্বর চেনা যায়, যখন তিনি মুখে বর্ণনা করেন অথবা তিনি উপস্থিত থাকেন এবং তার কানে পড়ে যখন তার উপর পড়া হয়। জানার জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। শু'বা এর বর্ণনার শর্তারোপ করেছেন, যা সঠিক মত এবং জমহুরের (অধিকাংশের) মতের পরিপন্থী।
ষষ্ঠ: যদি যার কাছ থেকে শোনা হয়েছে, তিনি শোনার পর বলেন: "আমার সূত্রে বর্ণনা করো না" অথবা "আমি আমার বর্ণনা প্রত্যাহার করেছি" এবং অনুরূপ কথা, যা কোনো ভুল বা সন্দেহ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল নয়, তাহলে তা বর্ণনা করা নিষিদ্ধ হয় না। আর যদি তিনি নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য শোনার ব্যবস্থা করেন এবং অন্যরা তার জ্ঞান ছাড়াই শোনে, তবে তাদের জন্য তার থেকে বর্ণনা করা জায়েজ। আর যদি তিনি বলেন: "আমি তোমাদেরকে খবর দিচ্ছি, কিন্তু অমুককে খবর দিচ্ছি না," তবে তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। এটি উস্তায আবু ইসহাক বলেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়:
আল-ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি)
এবং এর প্রকারভেদ রয়েছে:
প্রথম প্রকার: এই যে, তিনি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোনো কিতাবের জন্য ইজাযাহ দেন, যেমন, "আমি তোমাকে বুখারীর বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম" অথবা "আমার فهرس (সূচি)-তে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে (তার জন্য ইজাযাহ দিলাম)।" এটি তাফসীল (হস্তান্তরের) থেকে মুক্ত ইজাযাহসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রকার। এবং সঠিক মত যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জমহুর (অধিকাংশ) বলেছেন এবং যার উপর আমল (প্রথা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হলো এর বর্ণনা ও তদনুযায়ী আমল করা জায়েজ। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু দল এটিকে বাতিল ঘোষণা করেছে, এবং এটি শাফেয়ী রহ. থেকে বর্ণিত দুটি মতের মধ্যে একটি। আর কিছু লোক, জাহিরিয়্যাহ ও তাদের অনুসারীরা বলেছেন: "এটি মুরসাল (প্রেরিত) হাদীসের মতো, এর উপর আমল করা যাবে না।" আর এটি বাতিল (ভ্রান্ত) মত।

الضرب الثاني: يجيز معيناً غيره كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها.

الضرب الثالث: يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيد بوصف خاص فأقرب إلى الجواز، ومن المجوزين القاضي أبو الطيب، والخطيب، وأبو عبد الله بن منده، وابن عتاب، والحافظ أبو العلاء، وآخرون. قال الشيخ: ولم نسمع عن أحد يقتدي به الرواية بهذه. قلت: الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية بها، وهذا مقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها.

الضرب الرابع: إجازة مجهول أوله كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتباً في السنن، أو أجزت لمحمد ابن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهي باطلة، فإن أجاز لجماعة مسمين في الاستجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال، وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق فالأظهر بطلانه، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي، وصححه ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي، ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان وأكثر جهالة، فلو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال.

দ্বিতীয় প্রকার: নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইজাযত দেওয়া, যেমন, 'আমি তোমাকে আমার শ্রুত বিষয়াবলীর ইজাযত দিলাম'। এতে মতভেদ প্রবল ও অধিক, এবং অধিকাংশ সম্প্রদায় এর দ্বারা রেওয়ায়াতকে জায়েজ বলেছেন এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন।

তৃতীয় প্রকার: অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাপকতার গুণ দ্বারা ইজাযত দেওয়া, যেমন, 'আমি মুসলমানদেরকে ইজাযত দিলাম' অথবা 'প্রত্যেককে' অথবা 'আমার সমসাময়িকদেরকে'। এতে পরবর্তী আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যদি বিশেষ কোনো গুণ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে তা জায়েজ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। এবং যারা একে জায়েজ বলেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন কাজী আবুত্তাইয়িব, আল-খতীব, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দাহ, ইবনে আত্তাব, হাফিয আবুল আ'লা এবং অন্যান্যরা। শাইখ বলেছেন: "আমরা এমন কারো কথা শুনিনি যার অনুসরণ করা হয়, তিনি এর দ্বারা রেওয়ায়াতকে জায়েজ বলেছেন।" আমি (গ্রন্থকার) বলি: যারা এর শুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন তাদের কথা থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এর দ্বারা রেওয়ায়াত করা জায়েজ। আর এটাই এর শুদ্ধতার দাবি, রেওয়ায়াত করা ছাড়া এর আর কী উপকারিতা থাকতে পারে?

চতুর্থ প্রকার: এমন জিনিসের ইজাযত দেওয়া যার সূচনা অজ্ঞাত, যেমন, 'আমি তোমাকে সুনান গ্রন্থটির ইজাযত দিলাম' অথচ সে সুনানের অনেক গ্রন্থ বর্ণনা করে। অথবা 'আমি মুহাম্মদ ইবনে খালিদ আদ-দিমাশকী-কে ইজাযত দিলাম' অথচ এই নামে অনেক লোক আছে; এটি বাতিল। যদি ইজাযতপ্রার্থী হিসেবে বা অন্য কোনোভাবে উল্লেখিত একটি গোষ্ঠীকে ইজাযত দেওয়া হয় এবং সে তাদের ব্যক্তি পরিচয়, বংশ, সংখ্যা বা বিবরণ না জানে, তবে ইজাযতটি সহীহ হবে, যেমন এই অবস্থায় তার মজলিসে তাদের শ্রবণের মতো। আর 'আমি অমুকের যাকে ইচ্ছা তাকে ইজাযত দিলাম' অথবা এ ধরনের কথায় অজ্ঞাততা ও শর্তযুক্ততা থাকায় এর বাতিল হওয়াটাই স্পষ্ট। কাজী আবুত্তাইয়িব আশ-শাফিয়ী এ বিষয়ে ফায়সালা দিয়েছেন (যে তা বাতিল), আর ইবনুল ফাররা আল-হাম্বালী এবং ইবনে উমরুস আল-মালিকী এটিকে সহীহ বলেছেন। যদি সে বলে 'আমি যাকে ইচ্ছা ইজাযত দিলাম', তবে তা 'আমি অমুকের যাকে ইচ্ছা তাকে ইজাযত দিলাম'-এর মতোই এবং আরও বেশি অজ্ঞাততাপূর্ণ। কিন্তু যদি সে বলে 'আমি যাকে ইচ্ছা আমার থেকে রেওয়ায়াত করার ইজাযত দিলাম', তবে তা জায়েজ হওয়ার অধিক উপযুক্ত; কারণ এটি বর্তমান অবস্থার দাবির স্পষ্ট ঘোষণা।

ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه.

الضرب الخامس: الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان، واختلف المتأخرون في صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز، وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن أبي داود، وأجاز الخطيب الأول، وحكاه عن ابن الفراء، وابن عمروس، وأبطلها القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ: الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحه على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب، والخطيب خلافاً لبعضهم.

الضرب السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. قال القاضي عياض: لم أر من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه، ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك، قال عياض: وهو الصحيح، وهذا هو الصواب، فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا ما تحمله شيخه قبل الإجازة، أما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية بما لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة، وفعله الدارقطني وغيره.

الضرب السابع: إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي فمنعه بعض من لا يعتد

আর যদি (ইজাযত দানকারী) বলেন, "আমি অমুককে এর ইজাযত দিলাম, যদি সে আমার সূত্রে এটি বর্ণনা করতে চায়," অথবা "তোমাকে (ইজাযত দিলাম), যদি তুমি চাও বা পছন্দ করো বা ইচ্ছা করো," তাহলে এর বৈধতাই অধিকতর বিশুদ্ধ মত।

পঞ্চম প্রকার: অনস্তিত্বশীল ব্যক্তির জন্য ইজাযত। যেমন: “আমি অমুকের যে সন্তান জন্ম নেবে, তাকে ইজাযত দিলাম।” এর বৈধতা নিয়ে মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) মতানৈক্য করেছেন। যদি ইজাযতকে কোনো বিদ্যমান ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়, যেমন: “আমি অমুককে এবং তার যে সন্তান জন্ম নেবে তাকে ইজাযত দিলাম,” অথবা “তোমাকে এবং তোমার বংশধরদেরকে ইজাযত দিলাম, যতদিন তারা বংশবৃদ্ধি করবে,” তাহলে এটি বৈধতার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত। মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের (অর্থাৎ বিদ্যমান ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত করে) ইজাযত দিয়েছেন আবু বকর ইবনে আবি দাউদ। আর খতীব (আল-বাগদাদী) প্রথম প্রকারের (অর্থাৎ অনস্তিত্বশীল ব্যক্তির জন্য সরাসরি) ইজাযতকে বৈধ বলেছেন এবং তিনি ইবনুল ফাররা ও ইবনে আমরুসের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে কাযী আবু তাইয়িব এবং ইবনুস সাব্বাগ, উভয় শাফিঈ ফকীহ এটিকে বাতিল করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধ মত, যা ভিন্ন হওয়া উচিত নয়। আর যে শিশু ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না, তার জন্য ইজাযতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত হলো, কাযী আবু তাইয়িব ও খতীব (আল-বাগদাদী) যে মতকে নিশ্চিত করেছেন, সেটাই সঠিক, যদিও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছেন।

ষষ্ঠ প্রকার: এমন কিছুর ইজাযত দেওয়া যা ইজাযত দানকারী কোনোভাবেই অর্জন করেননি, যেন ইজাযত প্রাপক তা বর্ণনা করতে পারে যখন ইজাযত দানকারী তা অর্জন করবেন। কাযী ইয়ায বলেছেন: "আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন, তবে আমি কিছু মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগের আলেমগণ)-কে এটি করতে দেখেছি।" অতঃপর তিনি কর্ডোভার কাযী আবুল ওয়ালীদ থেকে এটি নিষেধ করার কথা বর্ণনা করেছেন। ইয়ায বলেছেন: "এটিই বিশুদ্ধ মত এবং এটিই সঠিক।" অতএব, যে ব্যক্তি এমন কোনো শায়খের সূত্রে বর্ণনা করতে ইচ্ছুক যিনি তাকে তাঁর সমস্ত শ্রুত বর্ণনা ইজাযত দিয়েছেন, তার জন্য আবশ্যক যে সে অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হবে যে, তার শায়খ ইজাযতের পূর্বেই তা অর্জন করেছিলেন। আর তাঁর এই উক্তি, “আমার শ্রুত বর্ণনা থেকে যা তোমার কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে বা হবে, তা আমি তোমাকে ইজাযত দিলাম,” তা সহীহ। এমন কিছুর বর্ণনা করা বৈধ, যা ইজাযতের পূর্বে তাঁর (ইজাযত প্রাপকের) কাছে শ্রুত হিসেবে সহীহ প্রমাণিত হয়নি। দারাকুতনী ও অন্যান্যরা এটি করেছেন।

সপ্তম প্রকার: ইজাযতপ্রাপ্ত বিষয়ের ইজাযত। যেমন: "আমি তোমাকে আমার ইজাযতপ্রাপ্ত বিষয়গুলো ইজাযত দিলাম।" কিছু এমন ব্যক্তি এটিকে নিষেধ করেছেন যাদের মত ধর্তব্য নয়।

(ص: 61)التقريب والتيسير للنووي

به، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ: الدارقطني، وابن عقدة، وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث، وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها، فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه.

فرع

قال أبو الحسين بن فارس: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال: استجزته فأجازني إذا أسقاك ماءً لماشيتك أو أرضك كذا طالب العلم علمه فيجيزه، فعلى هذا يجوز أن تقول أجزت فلاناً مسموعاتي، ومن جعل الإجازة إذناً وهو المعروف يقول: أجزت له رواية مسموعاتي، ومتى قال: أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره، قالوا: إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز من أهل العلم، واشترطه بعضهم وحكي عن مالك، وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في معين لا يشكل

إسناده، وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، والله أعلم.

القسم الرابع:

المناولة

هي ضربان مقرونة بالإجازة، ومجردة، فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاً، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلاً. ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان

به, এবং সঠিক মত যা অনুযায়ী আমল করা হয় তা হলো এর বৈধতা। এবং এর দ্বারাই হাফেজগণ নিশ্চিত করেছেন: দারা কুতনী, ইবনে উকদাহ, আবু নু'আইম এবং আবুল ফাতহ নাসর আল-মাকদিসী। এবং আবুল ফাতহ ইজাযাহর মাধ্যমে ইজাযাহ বর্ণনা করতেন, এবং কখনো কখনো তিনটির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেন। এবং এর মাধ্যমে বর্ণনাকারীর উচিত এটি গভীরভাবে পরীক্ষা করা, যাতে এর আওতাভুক্ত নয় এমন কিছু বর্ণনা না করে। যদি তার শায়খের শায়খের ইজাযাহ এই হয় যে, 'আমি তাকে আমার শ্রুত হাদিস থেকে যা তার কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে তার ইজাযাহ দিলাম', আর সে তার শায়খের শায়খের শ্রুত বিষয় দেখতে পায়, তাহলে তার জন্য তার শায়খের মাধ্যমে তার থেকে বর্ণনা করা জায়েজ হবে না, যতক্ষণ না সে জানতে পারে যে, এটি তার শায়খের কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে যে এটি তার শায়খের শ্রুত বিষয়।

শাখা

আবুল হুসাইন ইবনে ফারিস বলেছেন: 'ইজাযাহ' শব্দটি 'জাওয়াজুল মা' (পানি পান করানো) থেকে উদ্ভূত, যা চতুষ্পদ জন্তু ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়: 'আমি তাকে পানি পান করাতে চাইলে সে আমাকে পানি পান করালো', যখন সে তোমার পশুপাল বা জমির জন্য পানি দেয়। তেমনিভাবে, জ্ঞান অন্বেষণকারী জ্ঞান চায়, ফলে সে (শিক্ষক)

তাকে ইজাযাহ দেয়। এই হিসাবে, তুমি বলতে পারো: 'আমি অমুককে আমার শ্রুত বিষয়াদির ইজাযাহ দিলাম।' আর যে ইজাযাহকে 'অনুমতি' হিসাবে গণ্য করে – যা প্রসিদ্ধ – সে বলে: 'আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদি বর্ণনার অনুমতি দিলাম।' এবং যখন সে বলে: 'আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদির ইজাযাহ দিলাম', তখন তা অন্যান্য অনুরূপ বাক্যের মতো সংক্ষিপ্তকরণের উপর ভিত্তি করে। তারা (উলামায়ে কেরাম) বলেছেন: ইজাযাহ তখনই উত্তম, যখন ইজাযাহ প্রদানকারী যা ইজাযাহ দিচ্ছে তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, এবং যাকে ইজাযাহ দেওয়া হচ্ছে সে যেন জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেউ কেউ এটি শর্ত করেছেন এবং ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। এবং ইবনে আব্দুল বার্র বলেছেন: সঠিক মত হলো, এটি কেবল সেই শিল্পে পারদর্শী ব্যক্তির জন্য জায়েজ, যার সনদে কোনো জটিলতা নেই। এবং ইজাযাহ প্রদানকারীর উচিত লিখিতভাবে তা উচ্চারণ করা। যদি সে ইজাযাহর উদ্দেশ্যে কেবল লেখার উপর নির্ভর করে, তাহলেও তা সহীহ হবে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ অধ্যায়:
আল-মুনাওয়ালাহ
এটি দুই প্রকার: ইজাযাহর সাথে সংযুক্ত, এবং স্বতন্ত্র। সুতরাং, সংযুক্ত প্রকারটি ইজাযাহর প্রকারগুলির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সর্বোচ্চ। এর একটি রূপ হলো, শায়খ শিক্ষার্থীর কাছে তার শ্রুত বিষয়াদির মূল কপি বা তার একটি অনুলিপি হস্তান্তর করেন। এবং বলেন: 'এটি আমার শ্রুত বিষয়' অথবা 'এটি আমার বর্ণনা অমুক থেকে'

(ص: 62)التقريب والتيسير للنووي

فاروه أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكاً أو لينسخه أو نحوه. ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فاروه عني أو أجزت لك روايته. وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضاً، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضاً فليسمّ هذا عرض

المناولة وذاك عرض القراءة، وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم، وأبي العالية، وأبي الزبير، وأبي التوكل، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، وجماعات آخرين، والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، البويطي، والمزني، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن يحيى. قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب، والله أعلم. ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق، ويجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلاً به موثوقاً بموافقته ما تناولته الإجازة كما يعتبر في الإجازة المجردة، ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة في معين، وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول: لا فائدة فيها، وشيوخ الحديث قديماً وحديثاً يرون لها مزية معتبرة، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: هذا روايتك فناولنيه وأجزلي روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته فهذا باطل، فإن وثق

অতএব, তুমি এটি আমার থেকে বর্ণনা করো, অথবা আমি তোমাকে আমার থেকে এটি বর্ণনা করার ইজাযাহ (অনুমতি) দিলাম। এরপর সে এটি নিজের কাছে রাখে মালিকানা হিসেবে অথবা অনুলিপি করার জন্য বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে। এর একটি রূপ হলো এই যে, শিক্ষার্থী তার 'সামা' (শ্রুত বিষয়) শাইখের কাছে হস্তান্তর করে, আর শাইখ তা একজন জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি হিসেবে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তা তার কাছে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন: 'এটি আমার হাদীস' অথবা 'এটি আমার বর্ণনা, অতএব আমার থেকে এটি বর্ণনা করো,' অথবা 'আমি তোমাকে এটি বর্ণনার ইজাযাহ (অনুমতি) দিলাম'। আর হাদীসশাস্ত্রের একাধিক ইমাম একে 'আরদ' (উপস্থাপন) নামে অভিহিত করেছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাইখের সামনে পাঠ করাকেও 'আরদ' বলা হয়; সুতরাং এটিকে 'আরদ আল-মুনাওয়ালাহ' (হস্তান্তরপূর্বক উপস্থাপন) এবং সেটিকে 'আরদ আল-কিরাআত'

(পাঠপূর্বক উপস্থাপন) বলা হোক। এই মুনাওয়ালাহ (হস্তান্তর) শক্তিগতভাবে সামা'র (শ্রবণ) মতোই যুহরি, রাবী'আহ, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আনসারী, মুজাহিদ, শা'বী, আলক্বামাহ, ইবরাহীম, আবুল 'আলিয়া, আবুল যুবাইর, আবুল তাওয়াক্কুল, মালিক, ইবনু ওয়াহব, ইবনু ক্বাসিম এবং অন্যান্য বহু জামা'আতের নিকট। আর সঠিক মত হলো এটি সামা' (শ্রবণ) ও কিরাআত (পাঠ) অপেক্ষা নিম্নমানের। এটি হলো সাওরী, আওযা'ঈ, ইবনু মুবারক, আবূ হানীফাহ, শাফি'ঈ, বুয়াইত্বী, মুযানী, আহমাদ, ইসহাক এবং ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়ার মত। আল-হাকিম বলেছেন: 'এবং এর উপরই আমরা আমাদের ইমামদের পেয়েছি এবং আমরা এই মতের দিকেই ঝুঁকি, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'। এর অন্যতম একটি রূপ হলো যে, শাইখ তার 'সামা' (শ্রুত বিষয়) শিক্ষার্থীকে হস্তান্তর করেন এবং তাকে এর ইজাযাহ দেন, এরপর শাইখ তা নিজের কাছে রেখে দেন। এটি পূর্ববর্তী রূপের চেয়ে নিম্নমানের। এর বর্ণনা বৈধ, যদি বইটি পাওয়া যায় অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো উৎসের সাথে মিলিয়ে দেখা যায় যা ইজাযাহর অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর সাথে মিলে যায়, যেমনটি ইজাযাহ মুজাররাদার (নিরঙ্কুশ ইজাযাহ) ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। এই মুনাওয়ালাহর মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে ইজাযাহর উপর তেমন বড় কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায় না। ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহর একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন: 'এতে কোনো উপকারিতা নেই,' আর প্রাচীন ও আধুনিক হাদীস শাইখগণ এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা দেখতে পান। এর একটি রূপ হলো এই যে, শিক্ষার্থী তার কাছে একটি কিতাব নিয়ে আসে এবং বলে: 'এটি আপনার বর্ণনা, অতএব আমাকে এটি হস্তান্তর করুন এবং এর বর্ণনা করার ইজাযাহ দিন,' অতঃপর শাইখ কিতাবটি না দেখে বা এর বর্ণনা যাচাই না করেই তাকে ইতিবাচক উত্তর দেন, তাহলে এটি বাতিল। যদি সে (শাইখ) বিশ্বাস করতেন

(ص: 63)التقريب والتيسير للنووي

بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمده في القراءة، ولو قال: حدث عني بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزاً حسناً، والله أعلم.

الضرب الثاني: المجردة بأنه يناوله مقتصراً على: هذا سماعي، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وعابوا المحدثين المجوزين.

فرع

جوز الزهري، ومالك، وغيرهما، إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعاً، وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة. والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها: كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذناً أو في إذنه أو فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أولي أو ناولني أو أشبه ذلك وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب الوجازة وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة، وقال الحاكم: الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن

শিক্ষার্থীর খবর ও তার জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হলে তার উপর নির্ভর করা হয় এবং ইজাযত (অনুমতি) সহীহ হয়, যেমন সে কিরাত (পঠন) এর ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করে। আর যদি সে বলত: 'আমার থেকে এতে যা আছে তা বর্ণনা করো, যদি তা আমার হাদিস হয় এবং আমি ভুল থেকে মুক্ত থাকি', তবে তা জায়েজ ও উত্তম হত। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয় প্রকার: মুজাররাদা (একাকী/বিচ্ছিন্ন), যেখানে সে শুধু এইটুকু বলে হস্তান্তর করে যে: 'এটি আমার শোনা (সামাঈ)', সুতরাং, এর মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েজ নয়, ফুকাহায়ে কিরাম এবং উসুলবিদগণ যে মতটিকে সহীহ বলেছেন তদনুসারে; এবং তারা সেই মুহাদ্দিসদের নিন্দা করেছেন যারা এটিকে জায়েজ বলেছেন।

ফার' (উপশাখা)

যুহরী, মালিক এবং অন্যান্যরা 'হাদ্দাছানা' (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) ও 'আখবারানা' (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) শব্দদ্বয়ের প্রয়োগকে 'মুনাওয়ালাহ' (হস্তান্তর) পদ্ধতিতে বর্ণনার ক্ষেত্রে জায়েজ বলেছেন। আর এটি তাদের মতের চাহিদা, যারা মুনাওয়ালাকে 'সামা' (শ্রবণ) হিসাবে গণ্য করেন। এবং আবু নু'আইম আল-আসফাহানী এবং অন্যান্যদের থেকে ইজাযতের ক্ষেত্রে এর বৈধতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে, অধিকাংশ (জুমহুর) এবং সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতদের (আহলুত-তাহাদ্দী) সহীহ মত হলো এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং এটিকে একটি নির্দেশক শব্দগুচ্ছ দ্বারা নির্দিষ্ট করা, যেমন: 'হাদ্দাছানা ইজাযাতান' (তিনি আমাদের অনুমতি সহকারে বর্ণনা করেছেন), অথবা 'মুনাওয়ালাতান ওয়া ইজাযাতান' (হস্তান্তর ও অনুমতি সহকারে), অথবা 'ইযনান' (অনুমতিক্রমে), অথবা 'ফি ইযনিহি' (তার অনুমতিতে), অথবা 'ফিমা আযিনা লী' (তিনি আমাকে যা অনুমতি দিয়েছেন তাতে), অথবা 'ফিমা আতলাকা লী রিওয়ায়াতুহু' (তিনি আমাকে যার বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন তাতে), অথবা 'আযাজানি আওলা' (তিনি আমাকে প্রাথমিকভাবে অনুমতি দিয়েছেন), অথবা 'নাওয়ালাণী' (তিনি আমাকে হস্তান্তর করেছেন), অথবা অনুরূপ বাক্যসমূহ। আর আওযাঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'খাবারানা' (তিনি আমাদের কাছে খবর দিয়েছেন) শব্দটিকে খবর বর্ণনার জন্য এবং 'আখবারানা' (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) শব্দটিকে কিরাতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আর মুতাআখখিরীন (পরবর্তীকালের) কিছু বিদ্বান ইজাযতের ক্ষেত্রে 'আনবাআনা' (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) শব্দটির অবাধ প্রয়োগে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এবং 'কিতাবুল ওয়াজাযাহ' এর লেখক এটিকে পছন্দ করেছেন। আর বায়হাকী বলতেন: 'আনবাআনী ইজাযাতান' (তিনি আমাকে অনুমতি সহকারে জানিয়েছেন)। আর হাকিম বলেছেন: 'আমি

যা নির্বাচন করেছি এবং আমার অধিকাংশ শাইখ ও আমার যুগের ইমামগণ যার উপর অভ্যস্ত ছিলেন, তা হলো যে

(ص: 64)التقريب والتيسير للنووي

يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها: أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي، وقال أبو جعفر بن حمدان: كل قول البخاري قال لي فلان: عرض ومناولة، وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلاناً حدثه أو أخبره، واختاره الخطابي أو حكاه، وهو ضعيف، واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن فيقول من سمع شيخاً بإجازته عن شيخ: قرأت على فلان عن فلان، ثم أن المنع من إطلاق حدثنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك والله أعلم.

القسم الخامس:

المكاتبة

وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره، وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بأجزتك ما كتب لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة، وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم، منهم القاضي الماوردي الشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني، ومنصور، والليث، وغير واحد من الشافعيين، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم: كتب إليّ فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا وهو المعمول به عندهم معدود في الموصول

لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعاني فقال، هي أقوى من الإجازة، ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؛ ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان أو

তিনি বলেন, মুহাদ্দিসের সামনে যা পেশ করা হয়েছে এবং তিনি মৌখিকভাবে তার অনুমতি দিয়েছেন, সে বিষয়ে: "আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।" আর যা তার কাছে লেখা হয়েছে, সে বিষয়ে: "তিনি আমাকে লিখেছেন।" আবু জাফর ইবনে হামদান বলেছেন: "ইমাম বুখারীর প্রতিটি উক্তি 'অমুক আমাকে বলেছেন' (عرض) পেশ করা এবং (مناولة) হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে (বর্ণিত)।" কতিপয় লোক ইজাজাকে "অমুক আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, অমুক তাকে হাদীস শুনিয়েছেন বা সংবাদ দিয়েছেন" এভাবে প্রকাশ করেছেন। খাত্তাবী এটি গ্রহণ করেছেন অথবা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটি দুর্বল। আর পরবর্তীকালের আলেমগণ শায়খের উপরের স্তরের বর্ণনায় প্রাপ্ত ইজাজার ক্ষেত্রে 'عن' (আন/থেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই যিনি কোনো শায়খের কাছ থেকে অন্য শায়খের ইজাজার মাধ্যমে শুনেছেন, তিনি বলেন: "আমি অমুকের কাছে অমুক থেকে (বর্ণিত হাদীস) পড়েছি।" এরপর, 'حدثنا' (হাদ্দাসানা/তিনি আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন) শব্দটির অবাধ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা কেবল অনুমতিদাতার অনুমোদনেই দূর হয় না। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:
মুকাতাবা (লিখিত যোগাযোগ)
এটি হলো, কোনো অনুপস্থিত বা উপস্থিত ব্যক্তির জন্য তার শোনা বিষয়াবলী তার হস্তাক্ষরে বা তার নির্দেশে লিখে দেওয়া। এটি দুই প্রকার: ইজাজা (অনুমতি) মুক্ত, এবং "আমি তোমাকে লিখিত বিষয়াবলী পাঠের অনুমতি দিয়েছি" অথবা "তোমার কাছে বা তোমার জন্য যা লেখা হয়েছে, তা আমি তোমাকে ইজাজা দিয়েছি" ইত্যাদি ইজাজার বাক্য দ্বারা যুক্ত। বিশুদ্ধতা ও শক্তির দিক থেকে এটি (ইজাজাযুক্ত মুকাতাবা) 'মুকাররানা মুনাবালাহ'র (ইজাজাযুক্ত হাতে তুলে দেওয়া) মতোই। আর ইজাজা-মুক্ত মুকাতাবার ক্ষেত্রে, কতিপয়

লোক এর মাধ্যমে রেওয়াত (বর্ণনা) করা নিষিদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে কাজী মাওয়ার্দী আশ-শাফিঈ অন্যতম। তবে বহু মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী) ও মুতাআখিখরীন (পরবর্তী) আলেম এটিকে বৈধ বলেছেন। তাদের মধ্যে আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী, মানসূর, লাইস এবং শাফিঈ মাযহাবের ও উসূল শাস্ত্রের একাধিক পন্ডিত রয়েছেন। এটিই আহলে হাদীসের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মত। তাদের রচনাগুলিতে পাওয়া যায়: "অমুক আমাকে লিখেছেন, তিনি বলেছেন অমুক আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এটি তাদের কাছে আমলকৃত এবং 'মওসুল' (সংযুক্ত) হিসেবে গণ্য, কারণ এটি ইজাজার অর্থকে ইঙ্গিত করে। সামআনী আরও বলেছেন, "এটি ইজাজার (কেবল অনুমতি) চেয়েও শক্তিশালী।" এরপর, লেখকের হস্তাক্ষর চিনে নেওয়া যথেষ্ট। আর কতিপয় আলেম দলিলের শর্তারোপ করেছেন, যা দুর্বল। এরপর, বিশুদ্ধ মত হলো, এর দ্বারা রেওয়াত করার সময় সে বলবে: "অমুক আমাকে লিখেছেন, তিনি বলেছেন: অমুক আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন" অথবা

(ص: 65)التقريب والتيسير للنووي

أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم.

القسم السادس:

إعلام الشيخ الطالب

أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصراً عليه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث، والفقه، والأصول، والظاهر، منهم ابن جريج، وابن الصباغ الشافعي، وابو العباس الغمري، بالمعجمة المالكي، قال بعض الظاهرية: لو قال

هذه روايتي لا تروها كان له روايتها عنه، والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: إنه لا يجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده.

القسم السابع:

الوصية

هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه، وهو غلط، والصواب أنه لا يجوز.

القسم الثامن:

الوجادة

وهي مصدر لوجد مولّد غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله أن يقول: وجدت أو قرأت

أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم.

ষষ্ঠ প্রকার:

শায়খের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীকে অবহিতকরণ

যে, এই হাদীস বা কিতাবটি তার শ্রবণ কেবল তার জন্যই সীমাবদ্ধ। ফলে হাদীস, ফিকহ, উসুল এবং জাহিরি মাযহাবের অনেক পণ্ডিত এর মাধ্যমে বর্ণনা করাকে বৈধ বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবন জুরায়জ, ইবন আল-সাব্বাগ আল-শাফিঈ, এবং আবু আল-আব্বাস আল-গুমারি (মালকি মাযহাবের, মিম বর্ণে মু'জামাহ সহকারে)। কিছু জাহিরি পণ্ডিত বলেছেন: যদি (শায়খ) বলেন, 'এটি আমার বর্ণনা, তোমরা তা বর্ণনা করো না', তাহলেও (শিক্ষার্থী) তার পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করতে পারবে। তবে সঠিক মত হলো, যা

মুহাদ্দিস ও অন্যদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন: এর মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েজ নয়, তবে এর সনদ সহীহ হলে এর উপর আমল করা ওয়াজিব।

সপ্তম প্রকার:
ওসিয়ত (وصية)
এটি হলো, যখন (শায়খ) তার মৃত্যু বা সফরের সময় তার বর্ণিত কোনো কিতাবের ব্যাপারে ওসিয়ত করেন। কিছু সালাফ (পূর্বসূরি) ওসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তার পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করাকে বৈধ বলেছেন, কিন্তু এটি ভুল। সঠিক মত হলো, তা জায়েজ নয়।

অষ্টম প্রকার:
আল-বিজাদাহ (الوجادة)
এটি 'ওয়াজাদা' (وجد) ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটি নবপ্রচলিত (মুওয়াল্লাদ) শব্দ, যা আরবের (আসল ভাষাভাষীদের) কাছ থেকে শোনা যায়নি। এটি হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো হাদীস বা হাদীসসমূহ তার রাবীর নিজস্ব হস্তাক্ষরে লেখা অবস্থায় পান, কিন্তু সেগুলোর বর্ণনা (শ্রবণের মাধ্যমে) তার কাছে আসেনি, তখন সে বলতে পারবে: 'আমি পেয়েছি' (ওয়াজাদতু) অথবা 'আমি পড়েছি' (কারাতু)।

(ص: 66)التقريب والتيسير للنووي

بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً، وهو من باب المنقطع، وفيه شوب إتصال، وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا، وأنكر عليه، وإذا وجد حديثاً في تأليف شخص، قال ذكر فلان أو قال أخبرنا فلان وهذا منقطع لا شوب فيه، وهذا كله إذا وثق بأنه خطه وكتابه، وإلا فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عنه ونحوه أو قرأت في كتاب: أخبرني فلان إنه بخط فلان، أو

ظننت أنه خط فلان، أو ذكر كتابه أنه فلان، أو تصنيف فلان، أو قيل: بخط أو تصنيف فلان، وإذا نقل من تصنيف فلا يقل: قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته أو ثقة لها، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل: بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه، وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر، والصواب ما ذكرناه، فإن كان المطالع متقناً لا يخفى عليه غالباً الساقط والمغير رجونا جوازاً الجزم له، وإلا هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم، وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين، وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره والله أعلم.

অমুকের হস্তাক্ষরে অথবা তার কিতাবে তার নিজের হস্তাক্ষরে 'আমাদেরকে অমুক বর্ণনা করেছেন' বলে সনদ ও মতন উল্লেখ করে, অথবা 'আমি অমুকের হস্তাক্ষরে অমুকের সূত্রে পড়েছি', এই পদ্ধতিই প্রাচীনকাল ও আধুনিককালে প্রচলিত রয়েছে। এটি 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ)-এর অন্তর্ভুক্ত, তবে এতে একটি সংযোগের আভাস রয়েছে। কেউ কেউ এর ভিত্তিতে 'হাদদাসানা' এবং 'আখবারানা' শব্দদ্বয় ব্যবহার করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন, যা নিন্দিত হয়েছে।

যদি কোনো ব্যক্তির সংকলনে কোনো হাদিস পাওয়া যায়, তাহলে বলা হবে 'অমুক উল্লেখ করেছেন' অথবা 'অমুক আমাদেরকে জানিয়েছেন', এবং এটি এমন মুনকাতি' যেখানে কোনো আভাস (সংযোগের) নেই। আর এই সবকিছু তখনই প্রযোজ্য, যখন এটি নিশ্চিত হয় যে, এটি তারই হস্তাক্ষর ও তার কিতাব। অন্যথায়, বলা উচিত: 'আমার কাছে অমুক থেকে পৌঁছেছে' অথবা 'আমি তার থেকে পেয়েছি' বা অনুরূপ, অথবা 'আমি একটি কিতাবে পড়েছি: অমুক আমাকে জানিয়েছেন যে এটি অমুকের হস্তাক্ষরে রয়েছে', অথবা 'আমার

মনে হয়েছে যে এটি অমুকের হস্তাক্ষর', অথবা 'তার কিতাবে অমুক বর্ণিত আছে', অথবা 'অমুকের সংকলন', অথবা 'বলা হয়েছে: অমুকের হস্তাক্ষরে বা সংকলনে' ।
এবং যদি কোনো সংকলন থেকে উদ্ধৃত করা হয়, তাহলে 'অমুক বলেছেন' বলা যাবে না, যতক্ষণ না অনুলিপিটির নির্ভরযোগ্যতা তুলনা করে বা নির্ভরযোগ্যতার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়। যদি এটি বা এর অনুরূপ কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে বলা উচিত: 'আমার কাছে অমুক থেকে পৌঁছেছে', অথবা 'তার কিতাবের একটি অনুলিপিতে আমি পেয়েছি' বা অনুরূপ। এই যুগগুলোতে অধিকাংশ মানুষ কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই এ বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শনে শৈথিল্য দেখিয়েছেন, তবে সঠিক পদ্ধতি হলো যা আমরা উল্লেখ করেছি। যদি পাঠক এমন পারদর্শী হন যে, বাদ পড়া অংশ বা পরিবর্তিত বিষয় সাধারণত তার কাছে গোপন থাকে না, তাহলে আমরা আশা করি তার জন্য এ বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শন জায়েজ হবে। অন্যথায়, অনেক সংকলক তাদের বর্ণনায় সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আর 'উজাদা' (সনদবিহীন কোনো গ্রন্থ পাওয়া)-এর উপর আমল করার বিষয়ে অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মালিকী ফুকাহাগণ এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি জায়েজ নয়। তবে শাফেয়ী এবং তার সঙ্গীদের মধ্যেকার নজরা (নজরদারিত্বকারী/চিন্তাবিদ) থেকে এর বৈধতার কথা বর্ণিত আছে, এবং কিছু শাফেয়ী মুহাقق (গবেষক) আস্থা অর্জিত হলে এর উপর আমল করা ওয়াজিব হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এবং এটিই সেই সঠিক মত, যা এই যুগে এর ব্যতীত অন্য কোনো দিকে ধাবিত হয় না। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(ص: 67)التقريب والتيسير للنووي

النوع الخامس والعشرون:

كتابة الحديث وضبطه

وفيه مسائل:

إحداها:

اختلف السلف في كتابة الحديث، فكرهها طائفة وأباحها طائفة، ثم أجمعوا على جوازها، وجاء في الإباحة والنهي حديثان، فالأذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله، أو نهى حين خيف اختلاطه بالقرآن وأذن حين أمن، ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلاً ونقطاً يؤمن اللبس، ثم قيل إنما يشكل المشكل ونقل عن أهل العلم كراهة الاعجام الأعراب إلا في الملتبس، وقيل يشكل الجميع.

الثانية:

ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتابة وكتبه مضبوطاً واضحاً في الحاشية قبالته، ويستحب تحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، ويكره تدقيقه إلا من المهملة، قيل تجعل تحت الدال، والراء، والسين،

পঁচিশতম প্রকার:

হাদিস লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমটি:

সালফে সালেহীনদের মাঝে হাদিস লিপিবদ্ধকরণ বিষয়ে মতভেদ ছিল। একদল তা অপছন্দ করতেন এবং অন্যদল তা জায়েয মনে করতেন। অতঃপর এর বৈধতার উপর ইজমা (ঐকমত্য) হয়। জায়েযকরণ ও নিষেধ বিষয়ে দুটি হাদিস এসেছে। স্মৃতিলোপের আশঙ্কা যার জন্য ছিল, তার জন্য অনুমতির কথা বলা হয়েছে, আর যার জন্য বিস্মৃতির ভয় ছিল না কিন্তু তার উপর নির্ভরশীলতার আশঙ্কা ছিল, তার জন্য নিষেধ করা হয়েছে। অথবা, যখন কুরআনের সাথে মিশে যাওয়ার ভয় ছিল, তখন নিষেধ করা হয়েছিল এবং যখন সেই

ভয় দূর হয়েছিল, তখন অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর এর লিপিবদ্ধকারীর উচিত, এর শুদ্ধতা ও নিশ্চিতকরণে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া, যাতে এর আকৃতি ও নুকতা (স্বরচিহ্ন) এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যা ভুল বোঝাবুঝি থেকে মুক্ত থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র জটিল বিষয়গুলিকেই চিহ্নিত করা হবে। এবং জ্ঞানীদের থেকে এই বর্ণনা এসেছে যে, জটিল নয় এমন শব্দে স্বরচিহ্ন ও নুকতা ব্যবহার করা অপছন্দনীয়, তবে অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। এবং বলা হয়েছে যে, সবকিছুই চিহ্নিত করা হবে।

দ্বিতীয়টি:
নামসমূহের মধ্যে যেগুলি অস্পষ্ট, সেগুলির নির্ভুল সংরক্ষণে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। লেখার মধ্যেই জটিল বিষয়গুলো সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা এবং এর মুখোমুখি করে সুস্পষ্টভাবে মার্জিনে লিপিবদ্ধ করা মুস্তাহাব। কষ্টসাধ্য না করে হাতের লেখা সুবিন্যস্ত করা এবং তা মন্তব্য আকারে যুক্ত করা মুস্তাহাব। এটিকে অতিসূক্ষ্ম করা মাকরুহ, তবে যে অক্ষরগুলিতে নুকতা নেই (মুহমালা), সেগুলির ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। বলা হয়েছে, দাল (د), রা (ر), এবং সিন (س) অক্ষরের নিচে চিহ্ন স্থাপন করা হয়,

---

(ص: 68)التقريب والتيسير للنووي

والصاد، والطاء، والعين، النقط التي فوق نظائرها، وقيل فوقها كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها، وقيل تحتها حرف صغير مثلها، وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعضها تحتها همزة، ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، فإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده، وينبغي أن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية، ثم ما كان في غيرها من زيادة ألحقها في الحاشية، أو نقص أعلم عليه، أو خلاف كتبه معيناً في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزاً إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره، واكتفى

كثيرون بالتمييز بحمرة فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوِّق عليه بحمرة مبيناً اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره.

الثالثة:

ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين، واستحب الخطيب أن تكون غفلاً، فإذا قابل نقط وسطها. ويكره في مثل عبد الله، وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر، وكذا يكره رسول آخره والله صلى الله عليه وسلم أوله. وكذا ما أشبهه. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأم من تكراره، ومن أغفله حرم حظاً عظيماً، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصاً. وهكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى: كعز وجل، وسبحانه وتعالى وشبهه، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار، وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أكثر وأشد، ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة، بل يكتبهما بكمالهما.

الرابعة:

عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن كان إجازة، وأفضلهما أن

والص◌াদ, ওয়া ত্বা, ওয়া আইন অক্ষরের উপরে তাদের সদৃশ অক্ষরের মত করে নুকতা (চিহ্ন) স্থাপন করা। কেউ কেউ বলেন, তাদের উপরে নখের কিনারার মত করে শায়িতভাবে একটি চিহ্ন স্থাপন করা হয়। আবার কেউ বলেন, তাদের নিচে একই রকম একটি ছোট হরফ স্থাপন করা হয়। কিছু প্রাচীন গ্রন্থে তাদের উপরে একটি ছোট রেখা এবং কিছুতে তাদের নিচে হামযাহ থাকে। নিজের জন্য এমন কোনো চিহ্ন তৈরি করা উচিত নয় যা

সাধারণ মানুষ জানে না। যদি কেউ তা করে, তবে তাকে অবশ্যই কিতাবের শুরুতে বা শেষে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হবে। বিভিন্ন রওয়ায়েত (বর্ণনা) নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। তাই, সে তার কিতাবকে একটি রওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করবে। এরপর অন্য কোনো রওয়ায়েতে যদি কোনো অতিরিক্ত অংশ থাকে, তবে তা হাশিয়ায় (পাদটীকায়) যুক্ত করবে। আর যদি কোনো অংশ বাদ পড়ে থাকে, তবে তা চিহ্নিত করবে। অথবা, যদি কোনো মতপার্থক্য থাকে, তবে তা উল্লেখ করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর পূর্ণ নাম উল্লেখ করবে, সংক্ষেপিত চিহ্ন ব্যবহার করবে না, যদি না কিতাবের শুরুতে বা শেষে তা ব্যাখ্যা করা হয়। অনেকে লাল কালি দ্বারা পার্থক্য চিহ্নিত করার উপরই সন্তুষ্ট থাকেন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশ লাল কালি দ্বারা যুক্ত করা হয় এবং বাদ পড়া অংশকে লাল কালি দ্বারা বৃত্তাকার করা হয়, আর এর লেখকের নাম কিতাবের শুরুতে বা শেষে উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয়ত:
প্রত্যেক দুটি হাদীসের মাঝে একটি বৃত্তাকার চিহ্ন স্থাপন করা উচিত। অগ্রবর্তী উলামায়ে কিরামের একটি জামাআত থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। আল-খতীব (রহ.) এটিকে খালি রাখা পছন্দ করেছেন, যাতে মুকাবালার সময় (তুলনার সময়) এর মধ্যবিন্দুতে নুকতা স্থাপন করা যায়। 'আব্দুল্লাহ' বা 'আব্দুর রহমান ইবনে অমুক' এর মতো নাম লেখার ক্ষেত্রে 'আব্দ' এক লাইনের শেষে এবং 'আল্লাহ' বা 'ইবনে অমুক' পরবর্তী লাইনের শুরুতে লেখা মাকরুহ (অপছন্দনীয়)। অনুরূপভাবে 'রাসূল' এক লাইনের শেষে এবং 'আল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পরবর্তী লাইনের শুরুতে লেখাও মাকরুহ। এবং এর সদৃশ অন্যান্য বিষয়ও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত ও তাসলিম (দরূদ ও সালাম) সম্পূর্ণ লেখার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত এবং এর পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি এটি বাদ দেয়, সে এক মহৎ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। যদি মূল গ্রন্থে এটি অসম্পূর্ণ থাকে, তবে এর দ্বারা আবদ্ধ থাকা উচিত নয় (বরং পূর্ণ করে লেখা উচিত)। অনুরূপভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা, যেমন 'আযযা ওয়া জাল্লা' এবং

'সুবহানাহু ওয়া তা'আলা' ইত্যাদি এবং সাহাবায়ে কিরাম, উলামায়ে কিরাম ও অন্যান্য সৎব্যক্তিদের জন্য দোয়ায়ে তারদ্দী ও তার্রাহহুম (সন্তুষ্টি ও রহমতের দোয়া) লেখা উচিত। যদি বর্ণনায় এগুলোর কোনো অংশ আসে, তবে তার প্রতি যত্ন আরও বেশি ও কঠোর হওয়া উচিত। সালাত বা তাসলিমকে সংক্ষেপ করে লেখা বা লেখার ক্ষেত্রে শুধু সেগুলোর প্রতীক ব্যবহার করা মাকরুহ; বরং সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে লেখা উচিত।

চতুর্থত:
তার উচিত তার লিখিত কিতাবকে তার শাইখের মূল গ্রন্থের সাথে মুকাবালা (তুলনা) করা, যদিও তা ইজাযাহ (সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে) হয়। আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো যে

(ص: 69)التقريب والتيسير للنووي

يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه لا سيما إن أراد النقل من نسخته، وقال يحيى ابن معين: لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع، والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به اصل الشيخ، وإن لم يقابل أصلً فقد أجاز الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق، وآباء بكر الإسماعيلي، والبرقاني، والخطيب إن كان الناقل صحيح النقل، قليل السقط، ونقل من الأصل، وبين حال الرواية أنه لم يقابل، ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه، ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوه من أي نسخة اتفقت، وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي.

الخامسة:

المختار في تخريج الساقط وهو اللحق " بفتح اللام والحاء " أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطاً صاعداً معطوفاً بين السطرين عطفه يسيرة إلى جهة الحق، وقيل: تمد العطفة إلى أول اللحق ويكتب واللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال وليكتبه صاعداً إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها، وإن كان في الشمال فإلى طرفها، ثم يكتب في انتهاء اللحق صح، وقيل يكتب مع " صح " رجع، وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم، وأما الحواشي من غير الأصل كشرح، وبيان غلط، أو اختلاف رواية،

তিনি ও তাঁর শাইখ শ্রুতিপাঠের সময় তাঁদের কিতাব দুটি ধরে রাখেন। যার কাছে কোনো অনুলিপি নেই, বিশেষত যদি সে শাইখের অনুলিপি থেকে নকল করতে চায়, তবে তারও তাঁর সাথে দেখা পছন্দনীয়। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন: শাইখের মূল কপি ব্যতীত অন্য কিছু থেকে বর্ণনা করা জায়েজ নয়, তবে শ্রবণের সময় যদি তিনি তাতে দেখেন (মিলিয়ে নেন), তাহলে জায়েজ। তবে জমহুর আলেমদের সঠিক মত হলো, তাঁর ব্যক্তিগত দেখা বা মুকাবালা (মিলিয়ে দেখা) শর্ত নয়; বরং যেকোনো সময় একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুকাবালা (মিলিয়ে দেখা) যথেষ্ট। শাইখের মূল কপির সাথে মিলিয়ে নেওয়া একটি শাখা কপির দ্বারা মুকাবালা এবং শাইখের মূল কপির সাথে মিলিয়ে নেওয়া মূলের মূল কপির দ্বারা মুকাবালাও যথেষ্ট। আর যদি কোনো মূল কপি মিলিয়ে না নেওয়া হয়, তবে উস্তাদ আবু ইসহাক, আবু বকর আল-ইসমাইলী, আল-বারক্বানী এবং আল-খাতীব বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন, যদি বর্ণনাকারী নির্ভুল বর্ণনাকারী হন, স্বল্প ত্রুটিযুক্ত হন, মূল কপি থেকে বর্ণনা করেন এবং বর্ণনা করার সময় স্পষ্ট করেন যে তিনি মিলিয়ে নেননি। এবং শাইখের কিতাবে, তাঁর ঊর্ধ্বতনদের ক্ষেত্রে, আমরা তাঁর (নিজের) কিতাবে যা উল্লেখ করেছি, তা তিনি খেয়াল রাখবেন। আর এমন এক দলের মতো হবেন না, যারা কোনো

কিতাবের তাঁর শ্রুতিপাঠ দেখে, যেকোনো প্রাপ্ত অনুলিপি থেকে তা শুনেছেন। এ বিষয়ে মতভিন্নতা এবং অন্যান্য আলোচনা পরবর্তী প্রকারের শুরুতে আসবে।

পঞ্চম:
বাদ পড়া অংশ, যাকে "লাহাক" (লাম ও হার ফাতাহ্ সহকারে) বলা হয়, তা সংযোজনের পছন্দনীয় পদ্ধতি হলো, লাইনে যে স্থান থেকে তা বাদ পড়েছে, সেখান থেকে দুটি লাইনের মাঝখানে একটি ঊর্ধ্বমুখী বাঁকা রেখা টানবেন, যার বাঁক অল্প হবে সংযুক্তির দিকে। বলা হয়েছে: বাঁকটি সংযুক্তি অংশের শুরু পর্যন্ত লম্বা করা হবে এবং সংযুক্তি অংশটি বাঁকের বিপরীতে ডান মার্জিনে লেখা হবে, যদি পর্যাপ্ত স্থান থাকে। তবে যদি লাইনের শেষে বাদ পড়ে, তবে তা বাম দিকে বের করে নিয়ে যেতে হবে এবং পৃষ্ঠার উপরের দিকে ঊর্ধ্বমুখী করে লিখতে হবে। যদি সংযুক্তি অংশ এক লাইনের বেশি হয়, তবে এর সারিগুলো উপর থেকে নিচের দিকে শুরু করবেন। যদি পৃষ্ঠার ডান দিকে থাকে, তবে তা ভেতরের দিকে শেষ হবে; আর যদি বাম দিকে থাকে, তবে প্রান্তের দিকে শেষ হবে। এরপর সংযুক্তি অংশের শেষে 'সহীহ' (সঠিক) লিখবেন। বলা হয়েছে: 'সহীহ'-এর সাথে 'রুজু" (পর্যালোচনা করা হয়েছে) লিখবেন। এবং বলা হয়েছে: এর সাথে সংযুক্ত শব্দটি কিতাবের ভেতরে লিখবেন। তবে এটি পছন্দনীয় নয়, কারণ এটি বিভ্রান্তিকর দীর্ঘতা সৃষ্টি করে। আর মূল কপি ব্যতীত অন্যান্য টীকা, যেমন ব্যাখ্যা, ভুলের স্পষ্টীকরণ, বা বর্ণনার ভিন্নতা,

(ص: 70)التقريب والتيسير للنووي

أو نسخة ونحوه. فقال القاضي عياض رحمه الله: لا يخرج له خط. والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها.

السادسة:

شأن المتقنين التصحيح، والتضبيب، والتمريض. فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضه للشك أو الخلاف، والتضبيب، ويسمى التمريض أن يمد خط أوله كالصاد، ولا يلزق بالممدود عليه، يمد على ثابت نقلاً فاسد لفظاً أو معنى أو ضعيف أو ناقص، ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فاشتبهت الضبة، ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفاً بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة وكأنها علامة اتصال.

السابعة

إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب، أو الحك، أو المحو، أو غيره، وأولاها الضرب، ثم قال الأكثرون: يخط فوق المضروب عليه خطا بيناً دالا على إبطاله مختلطاً به، ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة، ويسمى هذا الشق، وقيل: لا يخلط بالمضروب عليه بل يكون فوقه معطوفاً على أوله وآخره، وقيل يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره، وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفي بالتحويق أوله وآخره، وقد يحوق أول كل سطر وآخره، ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره، وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني، وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما، وقال عياض رحمه الله: إن كانا أول سطر ضرب على الثاني، أو آخره فعلى الأول، أو أول سطر وآخر آخَر، فعلى آخر السطر، فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما، وأما الحك، والكشط والمحو فكرهها أهل العلم، والله أعلم.

الثامنة:

غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع

অথবা কোনো অনুলিপি ইত্যাদির ক্ষেত্রে,
তখন কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: তার জন্য কোনো রেখা টানা হবে না, তবে নির্বাচিত মত হলো, যে শব্দের জন্য تخريج (টিকা) করা হচ্ছে, তার মাঝখান থেকে বের করা মুস্তাহাব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ:
দক্ষ ব্যক্তিদের কাজ হলো তাসহীহ (সংশোধন), তাদবীদ (ক্ষুদ্র রেখা টানা) এবং তামরীদ (দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ)। অতএব, তাসহীহ (সংশোধন) হলো সেই কথার উপর 'صح' (সঠিক) লেখা, যা বর্ণনা ও অর্থের দিক থেকে সঠিক, কিন্তু সেটি সন্দেহ বা মতবিরোধের অধীন। আর তাদবীদ, যাকে তামরীদও বলা হয়, তা হলো একটি রেখা টানা যার শুরুটা 'ص'-এর মতো, এবং যাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার সাথে তা যুক্ত থাকবে না। এটি এমন কিছুর উপর টানা হয় যা বর্ণনার দিক থেকে প্রমাণিত কিন্তু শব্দে বা অর্থে ত্রুটিপূর্ণ, অথবা দুর্বল, অথবা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণতার মধ্যে রয়েছে মুরসাল (যে হাদিসের সনদ থেকে তাবেয়ীর পর সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে) বা মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ) হওয়ার স্থান। এবং কখনো কখনো কেউ কেউ তাসহীহের চিহ্নকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন, ফলে তা 'দাব্বা' (ক্ষুদ্র রেখা) এর মতো মনে হয়। কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে 'ইসনাদ আল-জামি' (সমন্বিত সনদ)-এ এমন একদল লোকের নামের মাঝে 'দাব্বা' সদৃশ চিহ্ন পাওয়া যায়, যাদের একজন আরেকজনের উপর নির্ভরশীল (أو যুক্ত), কিন্তু সেটি দাব্বা নয়, বরং যেন তা সংযোগের চিহ্ন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যদি কিতাবে এমন কিছু পাওয়া যায় যা এর অংশ নয়, তবে তা বাতিল করা হয় আঘাত (রেখা টেনে), ঘষে মুছে, মুছে ফেলা বা অন্য কোনো উপায়ে। এদের মধ্যে আঘাত (রেখা টানা) হলো সর্বোত্তম। তারপর অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন: যার উপর রেখা টানা হয়েছে তার উপর একটি স্পষ্ট রেখা টানবে যা তার বাতিল হওয়া নির্দেশ করে এবং তার সাথে মিশে থাকবে, কিন্তু তা মুছে ফেলবে না বরং পঠনযোগ্য থাকবে; একে 'শক্ক' বলা হয়। এবং বলা হয়েছে: যাকে বাতিল করা হয়েছে তার সাথে মিশিয়ে দেবে না, বরং তার উপরে থাকবে এবং তার শুরু ও শেষের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এবং বলা হয়েছে: তার শুরুতে অর্ধবৃত্ত আঁকবে, এবং তেমনি তার শেষেও। যদি বাতিলকৃত অংশ বেশি হয়, তবে তার শুরু ও শেষে অর্ধবৃত্ত আঁকাই যথেষ্ট। এবং কখনো প্রতিটি লাইনের শুরু ও শেষে অর্ধবৃত্ত আঁকা হয়। তাদের কেউ কেউ অতিরিক্ত অংশের শুরু ও শেষে একটি ছোট বৃত্ত দিয়েই যথেষ্ট মনে করেন। এবং বলা হয়েছে: তার শুরুতে 'لا' (না) এবং শেষে 'إلى' (পর্যন্ত) লিখবে।
পুনরাবৃত্তির উপর রেখা টানার ক্ষেত্রে, বলা হয়েছে: দ্বিতীয়টির উপর রেখা টানবে। এবং বলা হয়েছে: যে দুটি ভালো দেখতে এবং স্পষ্ট, সেটিকে রাখবে। কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: যদি উভয়টি লাইনের শুরুতে থাকে, তবে দ্বিতীয়টির উপর রেখা টানবে, অথবা লাইনের শেষে থাকে, তবে প্রথমটির উপর, অথবা একটি লাইনের শুরুতে এবং অন্যটি অন্য লাইনের শেষে থাকে, তবে লাইনের শেষেরটির উপর। যদি মুদাফ (বিশেষ্য) ও মুদাফ ইলাইহি (বিশেষণের মতো কাজ করা বিশেষ্য) অথবা মাউসুফ (বিশেষিত) ও সিফাত (বিশেষণ) ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি হয়, তবে তাদের সংযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। আর ঘষে মুছে ফেলা, আঁচড়ে ফেলা এবং মুছে ফেলাকে বিদ্বানগণ অপছন্দ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ:
তাদের মধ্যে حدثنا (আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) এবং أخبرنا (আমাদেরকে খবর দিয়েছেন) এর ক্ষেত্রে সংক্ষেপচিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন ছিল এবং তা ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا: الثاء والنون والألف، وقد تحذف الثاء، ومن أخبرنا: أنا، ولا يحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي، وقد يزاد راء بعد الألف ودال أول رمز حدثنا، ووجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي، والبيهقي، والله أعلم. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الإنتقال من إسناد إلى إسناد ولم يعرف بيانها عمن تقدم، وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، فيشعر بأنها رمز صح، وقيل هي من التحويل من إسناد إلى إسناد، وقيل لأنها تحول بين الإسنادين فلا نكون من الحديث فلا يلفظ عندها بشيء، وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، وأهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث، والمختار أن يقول حَاوَيَمُرّ، والله أعلم.

التاسعة:

ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته ثم يسوق المسموع، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين، وتاريخ السماع، أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب، أو حيث لا يخفى منه، وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط، ولا بأس عند هذا بأن لا يصح الشيخ عليه، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات، وعلى كاتب التسميع التحري وبيان السامع، والمسمع، والمسموع، بلفظ وجيز غير محتمل ومجانبة التساهل فيمن يثبته، والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد، فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر، ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب، وإذا أعاره فلا يبطئ عليه، فإن منعه فإن كان

سماعه مثبتاً برضا صاحبالكتاب لزمه إعارته وإلا فلا يلزمه، كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم، منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي، وإسماعيل القاضي المالكي، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان، وخالف فيه بعضهم، والصواب الأول،

যাতে এটি গোপন না থাকে। সুতরাং, তারা 'হাদ্দাসানা' (حدثنا)-এর জন্য 'থা' (ث), 'নুন' (ن) এবং 'আলিফ' (ا) লিখতেন। কখনো 'থা' বাদ দেওয়া হতে পারে। আর 'আখবারানা' (أخبرنا)-এর জন্য 'আনা' (أنا) লিখতেন। 'নুন'-এর পূর্বে 'বা' (ب) যোগ করা সমীচীন নয়, যদিও ইমাম বায়হাকী তা করেছেন। কখনো 'আলিফ'-এর পরে 'রা' (ر) এবং 'হাদ্দাসানা' প্রতীকের শুরুতে 'দাল' (د) যোগ করা হতে পারে। আমি 'দাল' (د) অক্ষরটি হাকিম, আবু আবদুর রহমান আস-সুলমী এবং বায়হাকী-এর হস্তাক্ষরে পেয়েছি। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

যদি কোনো হাদীসের একাধিক সনদ (إسناد) থাকে, তবে তারা এক সনদ থেকে অন্য সনদে স্থানান্তরের সময় লিখতেন [একটি বিশেষ প্রতীক/শব্দ], যা পূর্ববর্তীদের থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। কিছু হাফেজ (حافظ) এর স্থানে 'সহীহ' (صح) লিখতেন, যা দ্বারা বোঝা যায় এটি 'সহীহ' এর প্রতীক। কেউ কেউ বলেন, এটি এক সনদ থেকে অন্য সনদে 'স্থানান্তর' (تحويل) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আবার কেউ বলেন, এটি দুটি সনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বলে এটি হাদীসের অংশ নয় এবং এর উচ্চারণে কিছু বলা হয় না। অন্য মতে, এটি আমাদের বক্তব্য 'আল-হাদীস' (الحديث) এর প্রতীক। মাগরিবের (পশ্চিমের) সকল অধিবাসী যখন এর কাছে পৌঁছান, তখন 'আল-হাদীস' বলেন। আর নির্বাচিত মত হলো 'হাওয়ামুরর' (حَاوَيَمُرّ) বলা। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

নবম বিষয়:

বিসমিল্লাহ লেখার পর শায়খের নাম, তাঁর বংশ পরিচয় এবং কুনিয়াত (উপনাম) লেখা উচিত, অতঃপর যা শ্রুত হয়েছে তা বর্ণনা করা উচিত। বিসমিল্লাহর উপরে শ্রোতাদের নাম এবং শ্রবণের তারিখ লেখা উচিত। অথবা এটি প্রথম পাতার পাদটীকায়, বা কিতাবের

শেষে, অথবা এমন কোনো স্থানে লেখা উচিত যেখানে তা গোপন থাকে না। এটি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষরে হওয়া উচিত যার লেখা পরিচিত। এক্ষেত্রে শায়খ (উস্তাদ) তাতে সঠিকতার অনুমোদন না দিলেও ক্ষতি নেই। বিশ্বস্ত হলে নিজের হাতে নিজের শ্রবণ লিপিবদ্ধ করা দোষের নয়, যেমনটি বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা করেছেন। শ্রবণের লেখককে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং শ্রোতা, শ্রুতকারী (শায়খ) এবং শ্রুত বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত, অদ্ব্যর্থক শব্দে স্পষ্ট করতে হবে। এবং যাকে তিনি লিপিবদ্ধ করছেন তার ব্যাপারে শিথিলতা পরিহার করতে হবে, আর কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে কাউকে বাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি সে (লেখক) উপস্থিত না থাকে, তাহলে উপস্থিত কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির খবরের ওপর নির্ভর করে তাদের (শ্রোতাদের) উপস্থিতি রেকর্ড করতে পারে। যে ব্যক্তি তার কিতাবে অন্যের শ্রবণ লিপিবদ্ধ করেছে, তার জন্য তা গোপন করা এবং তাকে তার শ্রবণ নকল করতে বা কিতাবটি অনুলিপি করতে বাধা দেওয়া নিন্দনীয়। আর যদি সে কিতাবটি ধার দেয়, তাহলে তাকে দেরি করাবে না। যদি সে বাধা দেয়, তবে যদি তার শ্রবণ কিতাবের মালিকের সম্মতিতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে কিতাব ধার দেওয়া তার জন্য আবশ্যক; অন্যথায় আবশ্যক নয়। এভাবেই তাদের (মাযহাবের) ইমামগণ তাদের সময়ে বলেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন কাজী হাফস ইবনে গিয়াস আল-হানাফী, ইসমাইল আল-কাজী আল-মালিকী এবং আবু আবদুল্লাহ আয-যুবায়রী আশ-শাফিয়ী। দুই কাজী এটি দ্বারা রায় দিয়েছেন, আর কিছু লোক এতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তবে সঠিক মত হলো প্রথমটি।

(ص: 72)التقريب والتيسير للنووي

وإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة، والله أعلم.

النوع السادس والعشرون:

صفة رواية الحديث

تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما، وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل آخرون ففرطوا، فمن المشددين من قال: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره، روي عن مالك، وأبي حنيفة، وأبي بكر الصيدلاني الشافعي، ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده، وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين، ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين، قال: وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء، وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل يجوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه، ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط، والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط، فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه وإن غاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالباً، والله أعلم.

إذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة، والله أعلم.

ষষ্ঠবিংশতিতম প্রকার:

হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি

এর কিছু অংশ এর পূর্ববর্তী দুটি প্রকার এবং অন্যান্য স্থানে আলোচিত হয়েছে। কিছু লোক বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করে বাড়াবাড়ি করেছে, আবার অন্যরা শিথিলতা প্রদর্শন করে ত্রুটি করেছে। কঠোরপন্থীদের মধ্যে এমনও আছেন যারা বলেছেন: 'নিজ স্মৃতি ও স্মরণশক্তি থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কিছুতে কোনো প্রমাণ নেই।' এটি মালিক, আবু হানিফা এবং আবু বকর আস-সাইদালানি আশ-শাফি'ঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা নিজ কিতাব থেকে বর্ণনা করা জায়েয বলেছেন, তবে যদি তা তার হাত থেকে বেরিয়ে যায় (অর্থাৎ অন্যের হস্তগত হয়)। আর শিথিলপন্থীদের বিষয়ে কিছু বর্ণনা চতুর্বিংশতিতম প্রকারে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এমনও লোক আছেন যারা তাদের মূল কিতাবের সাথে যাচাই-বাছাই (মুক্বাবালা) করা হয়নি এমন অনুলিপি থেকে বর্ণনা করেছেন, ফলে আল-হাকিম তাদের দুর্বল (মাজরুহ) ঘোষণা করেছেন। তিনি (আল-হাকিম) বলেছেন: 'অনেক প্রখ্যাত আলেম ও নেককার ব্যক্তি এই কাজ করেছেন'। পূর্ববর্তী প্রকারের চতুর্থটির শেষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শর্ত সাপেক্ষে যাচাই-বাছাই করা হয়নি এমন অনুলিপি থেকে বর্ণনা করা জায়েয। সুতরাং সম্ভবত আল-হাকিম এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, অথবা সম্ভবত তিনি শর্তাবলী বিদ্যমান না থাকলে এর উদ্দেশ্য করেছেন। এবং সঠিক মত যা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর রয়েছে, তা হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন। সুতরাং, যদি সে গ্রহণ (তাহাম্মুল) এবং যাচাই-বাছাই (মুক্বাবালা)-এর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিষয়গুলো পালন করে, তবে তার থেকে বর্ণনা করা জায়েয, এমনকি যদি তা অনুপস্থিত থাকে, যদি সাধারণত তা পরিবর্তনের হাত থেকে নিরাপদ থাকে, বিশেষত যদি বর্ণনাকারী এমন হয় যার কাছে সাধারণত পরিবর্তন লুকায়িত থাকে না। আর আল্লাহই সমধিক অবগত।

(ص: 73)التقريب والتيسير للنووي

فروع

الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير، قال الخطيب: والبصير الأمي كالضرير.

الثاني: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماع ولا هي مقابلة به لكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها لم يجز

الرواية منها عند عامة المحدثين، ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني، قال الخطيب: والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها، والله أعلم. هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته، أو لهذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا، وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه أو مسموعة على شيخ شيخه فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه والله أعلم.

الثالث: إذا وجد في كتابه خلاف حفظه، فإن كان حفظ منه رجع إليه، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه وإن لم يشك وحسن يجمعها فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا وإن خالفه غيره قال: حفظي كذا، وقال فيه غيري أو فلان كذا، وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية، لا يجوز روايته، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وأبي يوسف، ومحمد، جوازها، وهو الصحيح، وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير، وتسكن إليه نفسه، فإن شك لم يجز والله أعلم.

ফুরু' (শাখা আলোচনা)

প্রথমত: একজন অন্ধ ব্যক্তি যদি যা শুনেছেন তা মুখস্থ না রাখতে পারেন এবং তা লিপিবদ্ধ করতে ও তার কিতাব সংরক্ষণ করতে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাহায্য নেন, আর তার (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির) উপর পড়ার সময় এমন সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, পরিবর্তন থেকে তার (কিতাবের) নিরাপদ থাকার বিষয়টি তার প্রবল ধারণা হয়, তাহলে তার বর্ণনা সহীহ। এটি (বর্ণনার বৈধতা) একজন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থার চেয়ে

অধিকতর নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য। খতীব বলেছেন: অক্ষরজ্ঞানহীন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্ধের ন্যায়।

দ্বিতীয়ত: যদি কেউ এমন একটি পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করতে চান যেখানে তার শ্রবণের উল্লেখ নেই, অথবা যা দ্বারা এটি (অন্য পাণ্ডুলিপির সাথে) মেলানো হয়নি, কিন্তু তা তার শায়খের কাছে পঠিত হয়েছে, অথবা তাতে তার শায়খের শ্রবণের উল্লেখ আছে, অথবা তা তার শায়খ থেকে লিখিত হয়েছে এবং তার মন সেটির প্রতি নিশ্চিন্ত হয়েছে, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে, তা থেকে বর্ণনা করা জায়েজ নয়। তবে আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী ও মুহাম্মদ ইবনে বকর আল-বারসানী এতে অনুমতি দিয়েছেন। খতীব বলেছেন: যা গবেষণার দাবি রাখে তা হলো, যখনই সে জানতে পারে যে এই হাদীসগুলোই সে শায়খের কাছ থেকে শুনেছে, তখন যদি তার মন এর বিশুদ্ধতা ও নিরাপদ থাকা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়, তাহলে সে তা বর্ণনা করতে পারবে। আল্লাহই ভালো জানেন। এটি এমন অবস্থার জন্য প্রযোজ্য যখন তার শায়খের কাছ থেকে তার বর্ণনাগুলোর জন্য বা এই কিতাবের জন্য কোনো সাধারণ ইজাজাহ (বর্ণনার অনুমতি) না থাকে। যদি থাকে, তাহলে সে তা থেকে বর্ণনা করতে পারবে এবং সে ‘হাদ্দাসানা’ (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) ও ‘আখবারানা’ (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) বলতে পারবে। আর যদি পাণ্ডুলিপিটিতে তার শায়খের শায়খের শ্রবণের উল্লেখ থাকে বা তার শায়খের শায়খের কাছে পঠিত হয়ে থাকে, তাহলে তার শায়খের কাছ থেকে তার একটি সাধারণ ইজাজাহ থাকা প্রয়োজন এবং তার শায়খেরও তার শায়খের কাছ থেকে অনুরূপ ইজাজাহ থাকা প্রয়োজন। আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয়ত: যদি তার কিতাবে তার মুখস্থকৃত বিষয়ের বিপরীত কিছু পায়, তাহলে যদি সে কিতাব থেকে মুখস্থ করে থাকে, তবে সে কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর যদি শায়খের মুখ থেকে মুখস্থ করে থাকে, তবে সে তার মুখস্থকৃত বিষয়ের উপর নির্ভর করবে। যদি সে সন্দেহ না করে এবং উভয়কে একত্রিত করে বলা উত্তম হয়: ‘আমার মুখস্থকৃত বিষয় এমন এবং আমার কিতাবে এমন আছে।’ আর যদি অন্য কেউ তার বিরোধিতা করে, তবে সে বলবে: ‘আমার মুখস্থকৃত বিষয় এমন, আর আমার ব্যতীত অন্য বা অমুক ব্যক্তি এ বিষয়ে এমন বলেছেন।’ আর যদি সে তার কিতাবে তার শ্রবণের উল্লেখ পায় কিন্তু তা স্মরণ

করতে না পারে, তবে ইমাম আবু হানিফা এবং কিছু শাফেঈ আলেমদের মতে, তা বর্ণনা করা জায়েজ নয়। আর ইমাম শাফেঈ ও তার অধিকাংশ ছাত্র, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ-এর মাযহাব হলো, তা জায়েজ। আর এটিই সঠিক মত। এর শর্ত হলো, শ্রবণের উল্লেখ তার নিজের হস্তাক্ষরে অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তির হস্তাক্ষরে হতে হবে। আর কিতাবটি সংরক্ষিত থাকতে হবে, যাতে পরিবর্তনের হাত থেকে এর নিরাপদ থাকার বিষয়টি প্রবল ধারণা হয় এবং তার মন এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। যদি সে সন্দেহ করে, তাহলে জায়েজ নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 74)التقريب والتيسير للنووي

الرابع: إن لم يكن عالماً بالألفاظ ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه، فإن كان عالماً بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه، والأصول، لا تجوز إلا بلفظه، وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوز فيه، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه والله أعلم وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال أو نحوه، أو شبهه، أو ما أشبه هذا من الألفاظ. وإذا اشتبه على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال، لتضمنه إجازة وإذناً في صوابها إذا بان، والله أعلم.

الخامس: اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقاً بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقاً، والصحيح التفصيل

وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تاماً أم لا، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاماً فخاف إن رواه ثانياً ناقصاً أن يتهم بزيادة أولاً أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياً فلا يجوز له النقصان ثانياً ولا ابتداء إن تعين عليه أداؤه.

চতুর্থ: যদি কোনো ব্যক্তি শব্দাবলী ও সেগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়, এবং যে বিষয়গুলো তার অর্থ পরিবর্তন করে দিতে পারে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হয়, তাহলে কোনো দ্বিমত ব্যতীত তার জন্য অর্থানুবাদ বা ভাবানুবাদ করা জায়েজ নয়। বরং সে যে শব্দ শুনেছে, তা-ই অপরিহার্য। আর যদি সে এ বিষয়ে জ্ঞানী হয়, তাহলে হাদীস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের একদল পণ্ডিত বলেছেন যে, তার নিজস্ব শব্দ ব্যতীত বর্ণনা করা জায়েজ নয়। আবার কেউ কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে তা জায়েজ বলেছেন, তবে নবীর হাদীসে জায়েজ বলেননি। আর সালাফ ও খালাফের অধিকাংশ উলামা বলেছেন যে, যদি নিশ্চিতভাবে অর্থ সঠিক থাকে, তাহলে সব ক্ষেত্রেই অর্থানুবাদ জায়েজ। তবে এটি গ্রন্থিত রচনাবলীর (মুসান্নাফাত) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোনো সংকলিত গ্রন্থ তার অর্থ অনুরূপ হলেও পরিবর্তন করা জায়েজ নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। অর্থানুবাদকারী বর্ণনাকারীর উচিত এর পরে বলা: ‘অথবা যেমন তিনি বলেছেন’ কিংবা ‘এর অনুরূপ’ অথবা ‘এর মতো’ অথবা এ ধরনের কোনো শব্দ। আর যদি পাঠকের কাছে কোনো শব্দ অস্পষ্ট মনে হয়, তাহলে সন্দেহ সহকারে তা পড়ার পর ‘অথবা যেমন তিনি বলেছেন’ বলা উত্তম। কারণ এর মাধ্যমে যখন তার সঠিকতা প্রকাশ পায় তখন তাতে অনুমতি ও অনুমোদন নিহিত থাকে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

পঞ্চম: একটি হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করা এবং কিছু অংশ বাদ দেওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ অর্থানুবাদ নিষিদ্ধ হওয়ার ভিত্তিতে এটিকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন। আবার কেউ কেউ, অর্থানুবাদ জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও, এটিকে নিষিদ্ধ করেছেন

যদি বর্ণনাকারী নিজে বা অন্য কেউ এর আগে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা না করে থাকেন। আবার কেউ কেউ এটিকে সম্পূর্ণরূপে জায়েজ বলেছেন। আর সঠিক মত হলো সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এটি জায়েজ হবে, যদি সে যে অংশটি বাদ দিয়েছে তা বর্ণিত অংশের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত না হয় যে, বর্ণনা বিঘ্নিত হবে বা তার বাদ পড়ার কারণে অর্থের ইঙ্গিত ভিন্ন হয়ে যাবে। এবং এটি প্রযোজ্য হবে, আমরা অর্থানুবাদ জায়েজ করি বা না করি, এবং এর আগে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে বা হয়নি নির্বিশেষে। তবে এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার মর্যাদা সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আর যে ব্যক্তি এটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করেছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার অসম্পূর্ণ বর্ণনা করলে প্রথমে সংযোজনের বা দ্বিতীয়ত অসাবধানতা ও কম দৃঢ়তার কারণে ভুলে যাওয়ার অভিযোগের আশঙ্কা করে, তাহলে তার জন্য দ্বিতীয়বার অসম্পূর্ণ বর্ণনা করা জায়েজ নয়, এবং যদি তার জন্য এর পরিপূর্ণ বর্ণনা অপরিহার্য হয়, তবে প্রথমবারেও অসম্পূর্ণভাবে শুরু করা জায়েজ নয়।

(ص: 75)التقريب والتيسير للنووي

وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب، قال الشيخ: ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه.

السادس: ينبغي أن لا يروي بقراءة لحان أو مصحف وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فقال ابن سيرين، وابن سخبرة: يرويه كما سمعه، والصواب وقول الأكثرين روايته على الصواب، وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية ثم

الأولى عند السماع أن يقرأ على الصواب، ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب، وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر، والله أعلم. فإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقروناً بالبيان، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضاً أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني، هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما إن رآه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق، ومنعه بعضهم، وبيانه حال الرواية أولى، وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه، فإن وجد في كتابه

وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب، قال الشيخ: ولا يخلو من كراهة، ا وما أظنه يوافق عليه

السادس: ينبغي أن لا يروي بقراءة لحان أو مصحف وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فقال ابن سيرين، وابن سخبرة: يرويه كما سمعه، والصواب وقول الأكثرين روايته على الصواب، وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية ثم الأولى عند السماع أن يقرأ على الصواب، ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب، وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر، والله أعلم فإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق وإن غاير تأكد ا الحكم بذكر الأصل مقروناً بالبيان، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضاً أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني، هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما إن رآه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته كما إذا درس من كتابه

بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق، ومنعه بعضهم، وبيانه حال الرواية أولى، وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه، فإن وجد في كتابه

كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه والله أعلم.

السابع: إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعها في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما، فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو وهذا لفظ فلان قال: أو قالا: أخبرنا فلان ونحوه من العبارات ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة كقوله: حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد عن الأعمش فظاهره أن اللفظ لأبي بكر، فإن لم يخص فقال: أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا: حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى، فإن لم يقل تقارباً فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب ب البخاري أو غيره، وإذا سمع من جماعة مصنفاً فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال: اللفظ لفلان فيحتمل جوازه ومنعه.

الثامن: ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميزه فيقول: هو ابن فلان، الفلاني، أو يعني ابن فلان ونحوه. فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الأول

مستوفياً نسب شيخ شيخه، وعن بعضهم: الأولى أن يقول: يعني ابن فلان، وعن علي بن المديني وغيره يقول: حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، وعن بعضهم أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه الخطيب وكله

একটি অনির্দিষ্ট (বা ভুলভাবে ضبطকৃত) শব্দ যা তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়েছে, তার জন্য সে বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেমদের জিজ্ঞাসা করা এবং তারা যা জানায়, সে অনুযায়ী তা বর্ণনা করা জায়েজ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সপ্তম: যদি তার কাছে দু'জন বা ততোধিক বর্ণনাকারী থেকে একটি হাদিস থাকে এবং তারা অর্থের দিক থেকে একমত হয় কিন্তু শব্দের দিক থেকে নয়, তবে সে তাদেরকে ইসনাদে একত্রিত করতে পারে। অতঃপর তাদের একজনের শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করতে পারে। সে বলবে: "আমাদেরকে অমুক ও অমুক অবহিত করেছেন এবং শব্দ অমুকের" অথবা "এটি অমুকের শব্দ"। সে বলবে: "সে (অমুক) বলল:" অথবা "তারা (অমুকেরা) বলল: আমাদেরকে অমুক অবহিত করেছেন" এবং এ ধরনের অন্যান্য অভিব্যক্তি। ইমাম মুসলিমের সহীহ গ্রন্থে একটি সুন্দর অভিব্যক্তি রয়েছে, যেমন তার উক্তি: "আমাদেরকে আবু বকর ও আবু সাঈদ উভয়েই আবু খালিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু বকর বলেছেন: আমাদেরকে আবু খালিদ আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।" এর বাহ্যিক অর্থ হল যে, শব্দ আবু বকরের। যদি সে কাউকে নির্দিষ্ট না করে বলে: "আমাদেরকে অমুক ও অমুক অবহিত করেছেন এবং তারা শব্দে কাছাকাছি ছিলেন, তারা বললেন: আমাদেরকে অমুক বর্ণনা করেছেন", তবে এটি 'অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা জায়েজ' হওয়ার উপর ভিত্তি করে জায়েজ হবে। যদি সে 'কাছাকাছি ছিলেন' না-ও বলে, তবুও 'অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা জায়েজ' হওয়ার উপর ভিত্তি করে এতে কোনো অসুবিধা নেই, যদিও ইমাম বুখারী বা অন্যদের দ্বারা এর সমালোচনা করা হয়েছে। যদি সে একদল লোকের কাছ থেকে একটি গ্রন্থ শুনে, অতঃপর তার নিজের অনুলিপি তাদের কারো মূল অনুলিপির সাথে যাচাই করে, অতঃপর তাদের থেকে তা বর্ণনা করে এবং বলে: "শব্দ অমুকের", তবে এর জায়েজ হওয়া এবং নিষিদ্ধ হওয়া উভয় সম্ভাবনাই থাকে।

অষ্টম: তার শায়খ ব্যতীত অন্য কারো বংশ বা গুণাবলী যোগ করা তার জন্য জায়েজ নয়, তবে যদি সে তাকে স্বতন্ত্র করে তোলে এবং বলে: "তিনি অমুকের পুত্র, অমুক", অথবা "অর্থাৎ অমুকের পুত্র" এবং এ ধরনের অন্যান্য অভিব্যক্তি। যদি সে প্রথম হাদিসে তার শায়খের বংশ উল্লেখ করে, অতঃপর কিতাবের বাকি হাদিসগুলোতে শুধু তার নাম বা তার বংশের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে খতিব বাগদাদী অধিকাংশ আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম হাদিস থেকে বিচ্ছিন্ন করে শায়খের শায়খের পূর্ণ বংশ উল্লেখসহ সেই হাদিসগুলো বর্ণনা করা জায়েজ। আর কারো কারো মতে: উত্তম হলো সে বলবে: "অর্থাৎ অমুকের পুত্র"। আর আলি ইবনুল মাদীনী এবং অন্যান্যরা বলেছেন: "আমার শায়খ আমাকে অবহিত করেছেন যে, অমুক ইবনে অমুক তাকে বর্ণনা করেছেন।" আর কারো কারো মতে: "আমাদেরকে অমুক অবহিত করেছেন, তিনি অমুকের পুত্র।" এবং খতিব (বাগদাদী) এই পদ্ধতিটিকেই সম্পূর্ণরূপে পছন্দ করেছেন।

(ص: 77)التقريب والتيسير للنووي

جائز وأولاه هو ابن فلان أو يعني ابن فلان ثم قوله إن فلان ابن فلان، ثم أن يذكره بكماله من غير فصل.

التاسع: جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطأ، وينبغي للقارئ اللفظ بها، وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا فلان فلقيل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان وفي الثاني قال حدثنا فلان، وإذا تكرر قال كقوله حدثنا صالح، قال: قال الشعبي فإنهم يحذفون أحدهما خطأ فليلفظ بهما القارئ، ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع، والله أعلم.

العاشر: النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط، ومنهم من يكتفي به في أول حديث، أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلاً في كل حديث وبالإسناد أو وبه، وهو الأغلب. فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناد جاز عند الأكثرين، ومنعه أبو إسحاق الإسفراييني وغيره، فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أدنى مقعد أحدكم " وذكر الحديث وكذا فعله كثير من المؤلفين،

বৈধ এবং এর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য হলো 'অমুকের পুত্র' বা 'অমুকের পুত্র' বলা, তারপর তার উক্তি যে 'অমুক অমুকের পুত্র', তারপর তাকে সম্পূর্ণভাবে কোনো বিচ্ছেদ ছাড়া উল্লেখ করা।

নবম: সনদের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ‘قال’ (সে বলল) এবং এর মতো শব্দ বাদ দেওয়ার প্রচলন ভুল, এবং পাঠকের উচিত সেগুলো উচ্চারণ করা। আর যদি তাতে থাকে 'অমুকের সামনে পাঠ করা হয়েছে, অমুক তোমাকে খবর দিয়েছে' অথবা 'অমুকের সামনে পাঠ করা হয়েছে, অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে' তবে প্রথম ক্ষেত্রে পাঠককে বলা হবে 'অমুক তোমাকে খবর দিয়েছে' এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে'। আর যদি ‘قال’ বারবার আসে, যেমন তার উক্তি: 'সালেহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: শা'বী বলেন', তবে তারা ভুলক্রমে সেগুলোর একটি বাদ দিয়ে দেয়। সুতরাং পাঠকের উচিত দুটোই উচ্চারণ করা। আর যদি পাঠক এই সব ক্ষেত্রে ‘قال’ বাদ দেয়, তবে সে ভুল করেছে। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে শ্রুতির বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

দশম: একই সনদে বর্ণিত হাদীস সম্বলিত অনুলিপি ও অংশগুলো, যেমন হুমামের আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত অনুলিপি—তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিটি হাদীসের শুরুতে সনদ নতুন করে উল্লেখ করে, আর এটি অধিক সতর্কতামূলক। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ

প্রথম হাদীসে, বা প্রতিটি মজলিসের শুরুতে তা দিয়েই কাজ সেরে নেয় এবং বাকিগুলো এর উপর ভিত্তি করে চালিয়ে যায়, প্রতিটি হাদীসে 'ঐ সনদেই' বা 'তার মাধ্যমে' বলে, আর এটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে। সুতরাং যে এভাবে শুনেছে এবং প্রথমটি ছাড়া অন্যগুলো ঐ সনদেই বর্ণনা করতে চায়, তা অধিকাংশের মতে জায়েজ। আর আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনী এবং অন্যেরা তা নিষেধ করেছেন। সুতরাং এই হিসেবে তার পদ্ধতি হলো স্পষ্ট করে বলা, যেমন মুসলিমের উক্তি: 'মুহাম্মদ ইবনে রাফি' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাযযাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মা'মার আমাদের খবর দিয়েছেন হুমাম থেকে, তিনি বলেন: এইগুলোই আবু হুরায়রা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন', এবং তিনি তার থেকে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কারো সর্বনিম্ন আসন..." এবং হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এভাবেই অনেক গ্রন্থাকার করেছেন,

---

(ص: 78)التقريب والتيسير للنووي

وأما إعادة بعضهم الإسناد آخر الكتاب فلا يدفع هذا الخلاف إلا أن يفيد احتياطاً وإجازة بالغة من أعلى أنواعها، والله أعلم.

الحادي عشر: إذا قدم المتن كقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أو المتن وأخر الإسناد كروى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول: أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل صح وكان متصلاً، فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم، وينبغي فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بناء على منع الرواية بالمعنى، ولو روي حديثاً بإسنادهم ثم أتبعه إسناداً قال في آخره مثله فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر

منعه، وهو قول شعبة، وأجازه الثوري، وابن معين إذا كان متحفظاً مميزاً بين الألفاظ، وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، واختار الخطيب هذا، وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري، ومنعه شعبة، وابن معين، قال الخطيب: فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق، قال الحاكم: يلزم الحديثيّ من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ ويحل نحوه إذا كان بمعناه.

الثاني عشر: إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال: وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول: قال، وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ، ولا يفتقر إلى أفراده بالإجازة.

الثالث عشر: قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى، لاختلافه، والصواب - والله أعلم - جوازه، لأنه لا يختلف به هنا المعنى، وهذا مذهب أحمد بن حنبل، وحماد بن سلمة، والخطيب.

তবে তাদের কেউ কেউ কিতাবের শেষে ইসনাদ পুনরায় উল্লেখ করলে তা এই মতবিরোধ দূর করে না, যদি না তা উচ্চ পর্যায়ের সাবধানতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধরনের ইজাযাহ প্রদান করে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

একাদশ: যদি মতন (মূল পাঠ) প্রথমে উল্লেখ করা হয়, যেমন: "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন বলেছেন," অথবা মতন উল্লেখ করে ইসনাদ পরে উল্লেখ

করা হয়, যেমন: "নাফি' ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন এমন বর্ণনা করেছেন," অতঃপর বলে: "অমুক অমুক থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যতক্ষণ না তা সংযুক্ত হয়," তাহলে তা বিশুদ্ধ ও মুত্তাসিল (সংযুক্ত) হবে। যদি কোনো শ্রোতা এভাবে শুনে সমস্ত ইসনাদ প্রথমে উল্লেখ করতে চায়, তাহলে কেউ কেউ তা জায়েজ বলেছেন। এতে মতবিরোধ থাকা উচিত, যেমন অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মতনের কিছু অংশ অন্য অংশের আগে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। আর যদি একটি হাদীস তাদের ইসনাদ সহ বর্ণনা করা হয়, অতঃপর তার সাথে আরেকটি ইসনাদ যুক্ত করে তার শেষে "এর অনুরূপ" (মিছলুহু) বলা হয়, এবং শ্রোতা দ্বিতীয় ইসনাদ দ্বারা মতনটি বর্ণনা করতে চায়, তাহলে এর নিষেধাজ্ঞা অধিকতর স্পষ্ট। এটি শু'বার মত। তবে সাওরী এবং ইবনে মা'ঈন তা জায়েজ বলেছেন, যদি বর্ণনাকারী সতর্ক হন এবং শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হন। একদল আলেম এমন হাদীস বর্ণনা করার সময় ইসনাদ উল্লেখ করে বলতেন: "এর আগের হাদীসের মত, যার মতন এমন এমন।" খতীব বাগদাদী এই মতটি বেছে নিয়েছেন। আর যদি "এর কাছাকাছি" (নাহ্বুহু) বলা হয়, তাহলে সাওরী তা জায়েজ বলেছেন, আর শু'বা ও ইবনে মা'ঈন তা নিষেধ করেছেন। খতীব বাগদাদী বলেছেন: ইবনে মা'ঈনের "মিছলুহু" (এর অনুরূপ) এবং "নাহ্বুহু" (এর কাছাকাছি) এর মধ্যে পার্থক্য অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা নিষিদ্ধ হওয়ার উপর ভিত্তি করে সঠিক। কিন্তু যদি অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা জায়েজ হয়, তাহলে কোনো পার্থক্য নেই। হাকিম বলেছেন: হাদীসবিশারদের জন্য নির্ভুলতার দিক থেকে "মিছলুহু" এবং "নাহ্বুহু" এর মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য। তাই "মিছলুহু" বলা জায়েজ নয়, যদি না উভয়টি শব্দে একমত হয়; আর "নাহ্বুহু" বলা জায়েজ, যদি তা অর্থগতভাবে এক হয়।

দ্বাদশ: যদি ইসনাদ এবং মতনের কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়, অতঃপর বলা হয়: "এবং হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে," আর শ্রোতা যদি তা সম্পূর্ণ বর্ণনা করতে চায়, তাহলে এটি "এর অনুরূপ" (মিছলুহু) এবং "এর কাছাকাছি" (নাহ্বুহু) থেকে বেশি নিষেধাজ্ঞার যোগ্য। অতএব, উস্তাদ আবু ইসহাক এটি নিষেধ করেছেন। তবে ইসমাঈলী তা জায়েজ বলেছেন, যদি বর্ণনাকারী ও শ্রোতা উভয়ই সেই হাদীসটি সম্পর্কে অবগত থাকেন। সাবধানতা হল,

যা উল্লেখ করা হয়েছে তার উপর সীমাবদ্ধ থাকা, অতঃপর বলা: "তিনি বলেছেন, এবং হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা এমনই," এবং অতঃপর তা সম্পূর্ণ বর্ণনা করা। আর যদি এর নিরঙ্কুশ বর্ণনা জায়েজ ধরা হয়, তাহলে এর সপক্ষে যাচাই হচ্ছে যে, এটি শক্তিশালী ইজাযাহর মাধ্যমে করা হয়েছে যা শায়খ উল্লেখ করেননি, এবং এর প্রতিটি অংশের জন্য পৃথক ইজাযাহর প্রয়োজন হয় না।

ত্রয়োদশ: শায়খ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: সুস্পষ্ট মত হল যে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" কে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" এ পরিবর্তন করা জায়েজ নয় এবং এর বিপরীতও নয়, যদিও অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা জায়েজ হয়, তাদের ভিন্নতার কারণে। তবে সঠিক মত – আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত – হল এর বৈধতা, কারণ এখানে অর্থ ভিন্ন হয় না। এটি আহমদ ইবনে হাম্বল, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ এবং খতীব বাগদাদীর মাযহাব।

(ص: 79)التقريب والتيسير للنووي

الرابع عشر: إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية، ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة، ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة، وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح، أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما، فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم، وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى جملته عنهما مبيناً أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهماً فلا يحتج بشيء منه إن اكن فيهما مجروح، ويحب ذكرهما جميعاً مبيناً أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، والله أعلم.

النوع السابع والعشرون:

معرفة آداب المحدث

علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة. من حرمه حرم خيراً عظيماً، ومن رزقه نال فضلاً جزيلاً، فعلى صاحب تصحيح النية، وتطهير قلبه من أغراض الدنيا، واختلف في السنن الذي يتصدى فيه لإسماعه، والصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان، وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم أو خوف أو عمى، ويختلف ذلك باختلاف الناس.

فصل:

الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره، وقيل: يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، وينبغي له إذا طلب منه ما

চতুর্দশ: যদি তার শ্রবণে কিছু দুর্বলতা থাকে, তবে বর্ণনা করার সময় তা স্পষ্ট করা তার জন্য আবশ্যক। এবং এর মধ্যে রয়েছে যে, যদি সে মুখস্থ থেকে কোনো আলোচনায় হাদিস বর্ণনা করে, তবে সে যেন বলে, "আমাদেরকে আলোচনার মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে," যেমনটি ইমামগণ করেছেন। এবং তাদের মধ্যে একদল আলোচনা চলাকালীন তাদের থেকে (হাদিস) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যদি হাদিসটি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং একজন দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে হয়, অথবা দুজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে হয়, তবে তাদের দুজনের নাম উল্লেখ করা উত্তম। যদি সে দুজনের মধ্যে কেবল নির্ভরযোগ্য একজনের উপর নির্ভর করে, তবে তা হারাম নয়। যদি সে একজন শায়খের কাছ থেকে হাদিসের কিছু অংশ এবং অন্য আরেকজনের কাছ থেকে কিছু অংশ শুনে, অতঃপর উভয়ের থেকে সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করে, এই ব্যাখ্যা সহ যে, কিছু অংশ একজনের থেকে এবং কিছু অংশ অন্যজনের থেকে, তবে তা জায়েজ। অতঃপর এর প্রতিটি অংশ এমন হবে যেন সে তা দুজনের একজনের থেকে অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং, যদি তাদের দুজনের মধ্যে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী থাকে, তবে এর কোনো অংশ

দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না। এবং তাদের উভয়কে উল্লেখ করা আবশ্যক, এই ব্যাখ্যা সহ যে, কিছু অংশ একজনের থেকে এবং কিছু অংশ অন্যজনের থেকে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সাতাশতম প্রকার:
মুহাদ্দিসের আদব-আখলাক সম্পর্কে জ্ঞান
হাদিস জ্ঞান একটি মহৎ জ্ঞান যা মহৎ চরিত্র এবং সুন্দর স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি পরকালের জ্ঞানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এটি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে এক মহা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর যাকে এটি দান করা হয়েছে, সে এক বিরাট অনুগ্রহ লাভ করেছে। সুতরাং, এর ধারকের উচিত নিয়তের শুদ্ধিকরণ এবং তার অন্তরকে দুনিয়ার উদ্দেশ্যসমূহ থেকে পবিত্র করা। এবং সেই বয়স সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যখন সে (হাদিস) শ্রবণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। এবং সঠিক মত হলো যে, যখনই তার কাছে যা আছে তার প্রয়োজন হবে, তখনই সে যেকোনো বয়সেই এর জন্য বসতে পারবে। এবং বার্ধক্য, ভয় বা অন্ধত্বের কারণে যদি বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা হয়, তবে তার উচিত হাদিস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা। এবং এটি মানুষের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন হয়।

পরিচ্ছেদ:
উত্তম হলো যে, তার চেয়ে বয়স্ক, অধিক জ্ঞানী বা অন্য কোনো কারণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে হাদিস বর্ণনা না করা। এবং বলা হয়েছে: এমন শহরে হাদিস বর্ণনা করা মাকরুহ যেখানে তার চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কেউ রয়েছে। এবং তার উচিত, যখন তার কাছে যা

يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه فالدين النصيحة، وى يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره مبتغياً جزيل أجره.

فصل:

ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكناً بوقار، فإن رفع أحد صوته زبره، ويقبل على الحاضرين كلهم، ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء يليق بالحال، بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئاً من القرآن العظيم، ولا يسرد الحديث سرداً يمنع فهم بعضه، والله أعلم.

فصل

يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث فإنه أعلى مراتب الرواية، ويتخذ مستميلاً محصلاً متيقظاً يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ، ويستملي مرتفعاً وإلا قائماً وعليه تبليغ لفظه على وجهه، وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد، وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال، وقد تقدم هذا في " الرابع والعشرين " ويستنصت المستملي الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئاً من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ فيه ثم يقول للمحدث من أو ما ذكرت رحمك الله أو رضي عنك وما أشبهه وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: ويرفع به صوته وإذا ذكر صحابياً رضي الله عليه، فإن كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما، ويحسن بالمحدث الثناء على

شيخه حال الرواية بما هو أهله كما فعله جماعات من السلف، وليعتن بالدعاء له فهو أهم، ولا بأس بذكر من يروى

তাকে তার চেয়ে অধিক সঠিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে হবে, কারণ দ্বীনই হলো নসিহত। এবং কারো নিয়ত সঠিক না হওয়ার কারণে তাকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে না, কারণ তার নিয়তের শুদ্ধতার আশা করা যায়। আর সে যেন মহৎ প্রতিদানের আশায় এর প্রচারে সচেষ্ট থাকে।

পরিচ্ছেদ:

হাদীস বর্ণনার মজলিসে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলে তার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, দাড়ি আঁচড়ানো এবং স্থিরভাবে মর্যাদার সাথে বসা মুস্তাহাব। যদি কেউ উচ্চস্বরে কথা বলে, তবে সে তাকে ভর্ৎসনা করবে। সে উপস্থিত সকলের দিকে মনোযোগ দেবে। সে তার মজলিস আল্লাহ তায়া'লার প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ এবং অবস্থার উপযোগী দোয়ার মাধ্যমে শুরু করবে ও শেষ করবে, একজন সুকণ্ঠ পাঠকের দ্বারা কিছু কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতের পর। আর সে হাদীস এমন দ্রুতগতিতে বর্ণনা করবে না যা এর কিছু অংশ বুঝতে বাধা দেয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

পরিচ্ছেদ

জ্ঞাত মুহাদ্দিসের জন্য হাদীস ইমলার (শ্রুতি লিখনের) মজলিস আয়োজন করা মুস্তাহাব, কারণ এটি রিওয়ায়াতের (বর্ণনার) সর্বোচ্চ স্তর। সে একজন যোগ্য, সতর্ক 'মুস্তামলি' (শ্রোতাদের জন্য উচ্চস্বরে পাঠক) নিযুক্ত করবে, যে লোকের ভীড় বেশি হলে হাফেযদের রীতি অনুযায়ী তার পক্ষ থেকে হাদীস পৌঁছাবে। মুস্তামলি উচ্চ স্থানে অথবা দাঁড়িয়ে বর্ণনা করবে এবং তাকে মূল শব্দগুলো সঠিকভাবে পৌঁছাতে হবে। মুস্তামলির উপকারিতা হলো দূরবর্তী শ্রোতাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া। আর যে ব্যক্তি শুধু মুস্তামলির কাছ থেকে শুনেছে, মূল বর্ণনাকারীর কাছ থেকে সরাসরি শোনেনি, তার জন্য মূল বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ নয়, যদি না সে পরিস্থিতি স্পষ্ট করে দেয়। এটি "চব্বিশতম"-এ আলোচনা করা হয়েছে। মুস্তামলি একজন সুকণ্ঠ পাঠকের দ্বারা কিছু কুরআন তিলাওয়াতের

পর লোকদেরকে চুপ করতে বলবে, তারপর বিসমিল্লাহ বলবে, আল্লাহ তায়া'লার প্রশংসা করবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পেশ করবে এবং এতে সর্বোচ্চ স্পষ্টতা কামনা করবে। তারপর সে মুহাদ্দিসকে বলবে: "আপনি কী বা কী উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন" অথবা "আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন" এবং এর অনুরূপ বাক্য। এবং যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করা হবে। খতীব বলেছেন: "সে এর দ্বারা তার আওয়াজ উঁচু করবে।" আর যখন কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হবে, তখন "রাদিয়াল্লাহু আনহু" (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলবে। যদি সাহাবীর পুত্র হয়, তবে "রাদিয়াল্লাহু আনহুমা" (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলবে। মুহাদ্দিসের জন্য বর্ণনা করার সময় তার শায়েখের প্রশংসা করা উত্তম যা তার যোগ্য, যেমনটি সালাফের অনেক জামাআত করেছেন। এবং তার জন্য দোয়া করার প্রতি যত্নবান হতে হবে, কারণ এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এবং যার কাছ থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে তার উল্লেখ করায় কোনো অসুবিধা নেই।

(ص: 81)التقريب والتيسير للنووي

عند بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها، ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدماً أرجحهم، ويروي عن كل شيخ حديثاً ويختار ما علا سنده وقصر متنه، والمستفاد منه، وينبه على صحته وما فيه من علو، وفائدة، وضبط مشكل، وليتجنب ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه، ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها، وأولاها ما في الزهد، والآداب، ومكارم الأخلاق، وإذا قصر المحدث أو اشتغل عن التخريج للإملاء استعان ببعض الحفاظ، وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه، والله أعلم.

النوع الثامن والعشرون:

معرفة آداب طالب الحديث

قد تقدم جمل منه مفرقة، ويجب عليه تصحيح النية، والإخلاص لله تعالى في طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وشهرة وديناً وغيره، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل بشيء من شروطه،

উপাধি, বর্ণনা, পেশা বা যে নামে তিনি পরিচিত তা দ্বারা। এবং মুস্তাহাব হলো যে, তিনি তাঁর ইমলায় (শ্রুতিলেখন বৈঠকে) তার শিক্ষকদের একটি দলকে একত্রিত করবেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ বা শ্রেষ্ঠকে অগ্রাধিকার দিয়ে। এবং প্রতিটি শিক্ষক থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করবেন এবং এমন হাদীস নির্বাচন করবেন যার সনদ উঁচু এবং মতন সংক্ষিপ্ত, এবং যা থেকে উপকার লাভ করা যায়। এবং এর বিশুদ্ধতা, এতে বিদ্যমান উচ্চতা, উপকারিতা এবং জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা উল্লেখ করবেন। এবং এমন বিষয় এড়িয়ে চলবেন যা তাদের মন ধারণ করতে পারে না বা যা তারা বুঝতে পারে না। এবং ইমলা শেষ করবেন কিসসা, উপাখ্যান এবং সনদ সহকারে ইনশাদ (কবিতা আবৃত্তি) দ্বারা। এবং এগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য হলো যুহদ (বৈরাগ্য), আদব (শিষ্টাচার) এবং মাকারিমুল আখলাক (উত্তম চরিত্র) বিষয়ক। এবং যদি মুহাদ্দিস অপারগ হন বা ইমলার জন্য তাখরীজ (হাদীসের উৎস উল্লেখ) থেকে বিরত থাকেন, তবে তিনি কিছু হাফিজের সাহায্য নেবেন। এবং যখন ইমলা শেষ হবে, তখন তিনি তা মিলিয়ে নেবেন এবং নিখুঁত করবেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অষ্টাবিংশতিতম প্রকার:

হাদীস ছাত্রের আদব-কায়দা জ্ঞান

ইতিপূর্বে এর কিছু অংশ বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তার জন্য নিয়ত বিশুদ্ধ করা এবং এর অন্বেষণে মহান আল্লাহর জন্য ইখলাস (আন্তরিকতা) অবলম্বন করা ওয়াজিব। এবং এর মাধ্যমে দুনিয়াবি উদ্দেশ্য হাসিল করা থেকে সতর্ক থাকা। এবং মহান আল্লাহর কাছে তাওফিক (ঐশী সহায়তা), সঠিক পথে চালনা এবং সহজীকরণের জন্য দোয়া করবে। এবং সুন্দর চরিত্র ও শিষ্টাচার অবলম্বন করবে। অতঃপর সে তার দেশীয় শিক্ষকদের মধ্যে যারা সনদ, জ্ঞান, খ্যাতি ও দ্বীনদারির দিক থেকে সবচেয়ে অগ্রগণ্য, তাদের থেকে শ্রবণের মাধ্যমে হাদীস অর্জনে তার সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করবে। যখন তাদের (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ থেকে অবসর হবে, তখন প্রসিদ্ধ হাফিজদের প্রথা অনুযায়ী (জ্ঞান অন্বেষণে) সফর করবে। এবং যেন তার লোভ তাকে হাদীস গ্রহণের কোনো শর্তে শিথিলতা প্রদর্শনে প্ররোচিত না করে।

(ص: 82)التقريب والتيسير للنووي

وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه.

فصل:

وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه ولا يطول عليه بحيث يضجره وليستشره في أموره وما يشتغل فيه، وكيفية اشتغاله، وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع فإن من بركة الحديث إفادته وبنشره ينمى، وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره، وليصبر على جفاء شيخه، وليعتن بالمهم، ولا

يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة، وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب فإن احتاج تولى بنفسه، فإن اقتصر عنه استعان بحافظ

فصل:

ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه فليتعرف صحته وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله محققاً كل ذلك معتنياً بإتقان مشكلها حفظاً وكتابة مقدماً الصحيحين، ثم سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، ثم السنن الكبرى للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف مثله، ثم ما تمس الحاجة إليه، ثم من المسانيد مسند أحمد بن حنبل وغيره، ثم من العلل كتابه، وكتاب الدارقطني، ومن الأسماء تاريخ البخاري، وابن أبي خيثمة، وكتاب ابن أبي حاتم ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولا، وليعتن بكتب غريب الحديث، وشروحه، وليكن الاتقان من شأنه، وليذاكر بمحفوظه، ويباحث أهل المعرفة.

ا وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه

فصل:

وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه ولا يطول عليه بحيث يضجره وليستشره في أموره وما يشتغل فيه، وكيفية اشتغاله، وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع فإن من بركة الحديث إفادته وبنشره ينمى، وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره، وليصبر على جفاء شيخه، وليعتن بالمهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من

الشيوخ لمجرد اسم الكثرة، وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب فإن احتاج تولى بنفسه، فإن اقتصر عنه استعان بحافظ

فصل:

ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه فليتعرف صحته وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله محققاً كل ذلك معتنياً بإتقان مشكلها حفظاً وكتابة مقدماً الصحيحين، ثم سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، ثم السنن الكبرى للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف مثله، ثم ما تمس الحاجة إليه، ثم من المسانيد مسند أحمد بن حنبل وغيره، ثم من العلل كتابه، وكتاب الدارقطني، ومن الأسماء تاريخ البخاري، وابن أبي خيثمة، وكتاب ابن أبي حاتم ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولا، وليعتن بكتب غريب الحديث، وشروحه، وليكن الاتقان من شأنه، وليذاكر بمحفوظه، ويباحث أهل المعرفة।

এবং ইবাদত ও শিষ্টাচার বিষয়ক যেসকল হাদিস সে শোনে, সেগুলোর ওপর আমল করা তার উচিত। কারণ তা হলো হাদিসের যাকাত এবং তা সংরক্ষণের উপায়।

পরিচ্ছেদ:

এবং তার শিক্ষককে ও যার কাছ থেকে সে শোনে, তাকে সম্মান করা উচিত। কারণ তা ইলমের প্রতি শ্রদ্ধার অংশ এবং এর থেকে উপকৃত হওয়ার মাধ্যম। সে তার শিক্ষকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করবে এবং তার সন্তুষ্টির সন্ধান করবে। তাকে এমনভাবে দীর্ঘক্ষণ বিরক্ত করবে না যাতে সে উত্যক্ত হয়। এবং সে তার বিষয়াবলী, যেগুলোতে সে ব্যস্ত থাকে এবং তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তার সাথে পরামর্শ করবে। যখন সে কোনো শ্রুতি লাভ করে, তখন অন্যকে সেদিকে পথনির্দেশ করা তার উচিত। কারণ তা গোপন করা হীনতা, যা মূর্খ শিক্ষার্থীরা করে থাকে। তাই গোপনকারীর জন্য উপকৃত না হওয়ার ভয় থাকে। কারণ হাদিসের বরকতের মধ্যে একটি হলো তা দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং এর প্রচারের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পায়। এবং সে যেন লজ্জা ও অহংকার তাকে পূর্ণরূপে ইলম অন্বেষণ এবং বংশ, বয়স বা অন্য কোনো দিক থেকে তার চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম গ্রহণ থেকে বিরত না রাখে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকবে। এবং সে তার শিক্ষকের রুক্ষ আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে। এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি যত্নশীল হবে। শুধুমাত্র

সংখ্যা বৃদ্ধির নামে অধিক সংখ্যক শিক্ষকের পেছনে সে তার সময় নষ্ট করবে না। এবং তার হাতে যে কোনো কিতাব বা অংশ আসে, তা সম্পূর্ণ লিখবে ও শুনবে, নির্বাচন করবে না। যদি তার প্রয়োজন হয়, সে নিজে দায়িত্ব নেবে; আর যদি তাতে অক্ষম হয়, তবে একজন হাফিযের সাহায্য নেবে।

পরিচ্ছেদ:

এবং তার শুধু শোনা ও লেখার ওপর সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, বরং এর জ্ঞান ও অনুধাবনও জরুরি। তাই সে এর বিশুদ্ধতা, ফিকহ, অর্থ, ভাষা, ই'রাব (ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ) এবং এর বর্ণনাকারীদের নাম সম্পর্কে জানবে, এর সবকিছু যাচাই করবে এবং এর জটিল বিষয়গুলো মুখস্থ ও লেখার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে যত্নশীল হবে। সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) কে অগ্রাধিকার দিয়ে, তারপর সুনান আবি দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈ, তারপর বাইহাকীর সুনানুল কুবরা। এবং এর প্রতি আগ্রহী হবে, কারণ এর মতো কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। তারপর যা অতি প্রয়োজনীয়, তারপর মুসনাদ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ এবং অন্যান্য, তারপর 'ইলল' (হাদিসের ত্রুটি বিষয়ক) গ্রন্থাবলীর মধ্যে তার কিতাব এবং দারাকুতনীর কিতাব, এবং 'আসমা' (বর্ণনাকারীদের নাম ও জীবনী) গ্রন্থাবলীর মধ্যে বুখারীর তারীখ, ইবনে আবি খায়সামার কিতাব এবং ইবনে আবি হাতিমের কিতাব। আর আসমা ضبط (নামের নির্ভুল উচ্চারণ ও পরিচিতি) এর জন্য ইবনে মাকুলার কিতাব। এবং গরীবুল হাদিস (অপরিচিত শব্দযুক্ত হাদিস) বিষয়ক কিতাব এবং এর ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোর প্রতি যত্নশীল হবে। এবং ইতিকান (দক্ষতা ও পরিপূর্ণতা) তার স্বভাবের অংশ হবে। এবং সে তার মুখস্থকৃত বিষয়াবলী আলোচনা করবে এবং জ্ঞানীদের সাথে বিতর্ক/পর্যালোচনা করবে।

(ص: 83)التقريب والتيسير للنووي

فصل:

وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، وليعتن بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقناً واضحاً فقلما يمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا، وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان: أجودهما تصنيفه على الأبواب فيذكر في كل باب ما حضره فيه، والثانية تصنيفه على المسانيد فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف أو على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على السوابق، فبالعشرة، ثم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم المهاجرين بينها وبين الفتح، ثم أصاغر الصحابة، ثم النساء بادئاً بأمهات المؤمنين، ومن أحسنه تصنيفه معللاً، بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، ويجمعون أيضاً حديث كل شيخ على انفراده: كمالك وسفيان وغيرهما، والتراجم: كمالك عن نافع عن ابن عمر، والمساواة عن أبيه عن عائشة، والأبواب: كرؤية الله تعالى ورفع اليدين في الصلاة. وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكرير النظر فيه، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة، والاصطلاحات المستعملة، والله أعلم.

ফসল:

এবং সে যেন তাকরীজ (হাদীসের সূত্র ও উৎস উল্লেখ) ও সংকলনের কাজে মনোনিবেশ করে, যখন সে এর যোগ্য হয়। এবং সে যেন এর ব্যাখ্যা ও এর জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সংকলন (গ্রন্থ প্রণয়ন)-এর প্রতি যত্নবান হয়। কারণ যে এটি করে না, সে হাদীস শাস্ত্রে খুব কমই পারদর্শী হতে পারে। হাদীস সংকলনে উলামায়ে কেরামের দুটি পদ্ধতি রয়েছে: সে দুটির মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো অধ্যায়ভিত্তিক সংকলন, যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ে সেই সংক্রান্ত যা কিছু তার কাছে উপস্থিত রয়েছে তা উল্লেখ করা। আর দ্বিতীয়টি হলো মুসনাদ পদ্ধতিতে সংকলন, যেখানে প্রত্যেক সাহাবীর অনুচ্ছেদে তার থেকে বর্ণিত তার কাছে যত সহীহ ও যঈফ হাদীস রয়েছে, সেগুলো একত্র করা হয়। এবং

এই পদ্ধতিতে (মুসনাদ) সেগুলোকে বর্ণানুক্রমে অথবা গোত্রানুক্রমে সাজানো যেতে পারে। অতঃপর বনু হাশিমদের দিয়ে শুরু করবে, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যার আত্মীয়তার সম্পর্ক যত নিকটবর্তী, তাদের দিয়ে। অথবা (ইসলাম গ্রহণের) অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে: প্রথমে আশারায়ে মুবাশশারা, তারপর আহলে বদর (বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ), তারপর আহলে হুদাইবিয়া (হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারীগণ), তারপর হুদাইবিয়া ও ফাতহ (মক্কা বিজয়)-এর মধ্যবর্তী সময়ে হিজরতকারী মুহাজিরগণ, তারপর ছোট সাহাবীগণ, তারপর নারী সাহাবীগণ – উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের (বিশ্বাসীদের মাতাগণ) দিয়ে শুরু করে। আর এর একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো এমনভাবে তা'লীল (কারণ ব্যাখ্যা) সহ সংকলন করা যে, প্রতিটি হাদীস বা অধ্যায়ে এর বিভিন্ন সনদ এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ একত্র করা হয়। তারা (মুহাদ্দিসগণ) প্রত্যেক শায়খের হাদীসও পৃথকভাবে সংকলন করেন, যেমন মালিক (ইবন আনাস), সুফিয়ান (আছ-ছাওরী) এবং অন্যান্যদের হাদীস। এবং তারাজিম (সনদসমূহ), যেমন মালিক আন নাফি' আন ইবন উমর (সনদ)। এবং মুসাওয়াত (হাদীস), যেমন তার পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে (বর্ণিত)। এবং অধ্যায়সমূহ, যেমন আল্লাহ তায়ালাকে দেখা এবং সালাতে হাত তোলা (সংক্রান্ত অধ্যায়)। এবং সে যেন তার সংকলনকে পরিমার্জন, সম্পাদনা এবং বারবার পর্যালোচনা করার পূর্বে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। এবং সে যেন এমন বিষয়ে সংকলন করা থেকে বিরত থাকে, যার জন্য সে যোগ্য নয়। এবং তার উচিত হলো সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি এবং প্রচলিত পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করা। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

(ص: 84)التقريب والتيسير للنووي

النوع التاسع والعشرون

معرفة الإسناد العالي والنازل

الإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة، وهو أقسام: أجلُّها: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف.

الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثالث: العلو بالنسبة إلى أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة، والإبدال، والمساواة، والمصافحة: فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه، والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين صحابي مثل ما وقع بين مسلم وبينه. والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك، فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلماً فأخذته عنه، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك وإن كانت

ঊনত্রিশতম প্রকার

উচ্চ ও নিম্ন ইসনাদের জ্ঞান

ইসনাদ এই উম্মতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এবং এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও জোরদার সুন্নাহ, এবং এতে উচ্চতার (আলু) সন্ধান করা সুন্নাহ। এ কারণেই সফর উৎসাহিত হয়েছে। এটি কয়েকটি প্রকারের: এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো: একটি সহীহ ও পরিচ্ছন্ন ইসনাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হওয়া।

দ্বিতীয়: হাদীসের ইমামদের কোনো একজন ইমামের নিকটবর্তী হওয়া, যদিও তার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেশি হয়।

তৃতীয়: পাঁচটি কিতাব বা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবের সাপেক্ষে উচ্চতা (আলু), এবং এটি হলো মুতাআখখিরীন (পরবর্তী আলেমগণ) কর্তৃক যে বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, যেমন: মুওয়াফাক্বাহ, ইবদাল, মুসাওয়াত এবং মুসাফাহাহ: মুওয়াফাক্বাহ হলো যে, তোমার কাছে ইমাম মুসলিমের শাইখের কাছ থেকে একটি হাদীস এমন সূত্রে আসে যা মুসলিমের নিজের সূত্র নয়, এবং সে বর্ণনার সংখ্যা তোমার বর্ণনার সংখ্যার চেয়ে কম হয়, যদি তুমি তা মুসলিমের মাধ্যমে তার কাছ থেকে বর্ণনা করো। আর ইবদাল হলো যে, এই উচ্চতা ইমাম মুসলিমের শাইখের সমপর্যায়ের কোনো শাইখের সূত্রে আসে, আর কখনও কখনও একে মুসলিমের শাইখের শাইখের সাপেক্ষে মুওয়াফাক্বাহও বলা হয়। আর আমাদের যুগে মুসাওয়াত হলো তোমার ইসনাদের সংখ্যা সাহাবী পর্যন্ত বা তার নিকটবর্তী ব্যক্তির পর্যন্ত কম হওয়া, যাতে তোমার এবং সাহাবীর মাঝে তত সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকে, যত সংখ্যক বর্ণনাকারী মুসলিম এবং তার (সাহাবীর) মাঝে ছিল। আর মুসাফাহাহ হলো যে, এই মুসাওয়াত তোমার শাইখের জন্য ঘটে, ফলে তোমার জন্য এমন মুসাফাহাহ হয় যেন তুমি ইমাম মুসলিমের সাথে মুসাফাহা করেছ এবং তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছ। যদি মুসাওয়াত তোমার শাইখের শাইখের জন্য হয়, তবে মুসাফাহাহ তোমার শাইখের জন্য হবে। আর যদি তা হয়

(ص: 85)التقريب والتيسير للنووي

المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، وهذا العلو تابع لنزول، فولا نزول مسلم وشبهه لم تعل أنت، والله أعلم.

الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن ابن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف، وأما علوه بتقدم وفاة شيخك فحده الحافظ ابن جوصا بمضي خمسين سنة من وفاة الشيخ، وابن منده بثلاثين.

الخامس: العلوم يتقدم السماع ويدخل كثير منه فيما قبله ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من ستين سنة مثلا والآخر من أربعين، وتساوي العدد إليهما فالأول أعلى، وأما النزول فضد العلو، فهو خمسة أقسام تعرف من ضدها، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب، وقول الجمهور، وفضله بعضهم على العلو، فإن تميز بفائدة فهو مختار، والله أعلم.

النوع الثلاثون:

المشهور من الحديث

هو قسمان، صحيح وغيره ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم، ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره،

আপনার শাইখের শাইখের শাইখের জন্য মুসাওয়াত (مساواة), আর আপনার শাইখের শাইখের জন্য মুসাফাহাত (مصافحة)। এই উলুও (উচ্চ সনদ) নুযূলের (নিম্ন সনদ) উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, মুসলিম ও তাঁর মতো অন্যদের নুযূল না থাকলে আপনি উচ্চ সনদ লাভ করতেন না। আল্লাহই ভালো জানেন।

চতুর্থ প্রকার: রাবীর (বর্ণনাকারী) পূর্ববর্তী ইন্তেকালের কারণে উলুও। যেমন, যা আমি তিন রাবীর মাধ্যমে ইমাম বাইহাকী থেকে, তিনি ইমাম হাকিম থেকে বর্ণনা করি, তা অধিকতর উচ্চ সনদবিশিষ্ট যা আমি তিন রাবীর মাধ্যমে ইবন খালাফ থেকে, তিনি ইমাম হাকিম থেকে বর্ণনা করি, কারণ ইবন খালাফের পূর্বে বাইহাকীর ইন্তেকাল হয়েছিল। আর আপনার শাইখের পূর্ববর্তী ইন্তেকালের কারণে উলুও সম্পর্কে, হাফিয ইবন জাওসা এর সীমা নির্ধারণ করেছেন শাইখের ইন্তেকালের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া দ্বারা, আর ইবন মানদাহ ত্রিশ বছর দ্বারা।

পঞ্চম প্রকার: সামা'আত (শ্রবণ)-এর অগ্রগতির কারণে উলুও। এর অধিকাংশই পূর্ববর্তী প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর স্বাতন্ত্র্য হলো এই যে, দুজন ব্যক্তি একজন শাইখের নিকট থেকে শ্রবণ করলো, তাদের একজনের শ্রবণ উদাহরণস্বরূপ ষাট বছর পূর্বে এবং অন্যজনের চল্লিশ বছর পূর্বে, আর তাদের উভয়ের সনদ সংখ্যা সমান, তাহলে প্রথমটি অধিকতর উচ্চ সনদবিশিষ্ট। আর নুযূল (নিম্ন সনদ) হলো উলুও-এর বিপরীত, এটি পাঁচ প্রকারের, যা এর বিপরীতগুলো থেকে জানা যায়। এটিই সঠিক মত ও জমহুরের (অধিকাংশের) বক্তব্য অনুযায়ী নিম্নমানের ও অনভিপ্রেত। অবশ্য কেউ কেউ এটিকে উলুও-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যদি এটি কোনো বিশেষ উপকার দ্বারা বিশিষ্ট হয়, তবে তা গ্রহণীয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

ত্রিশতম প্রকার: মাশহুর (প্রসিদ্ধ) হাদীস
এটি দু'প্রকারের: সহীহ এবং অন্যান্য (গায়রুহু)। এটি বিশেষত আহলে হাদীসের মধ্যে এবং তাদের ও অন্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুতাওয়াতির (নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত), যা ফিকহ ও এর উসূল (নীতিশাস্ত্র)-এ সুপরিচিত। মুহাদ্দিসগণ (হাদীসশাস্ত্রবিদগণ) এর উল্লেখ করেন না। এটি বিরল এবং তাদের বর্ণনাসমূহে প্রায়শই পাওয়া যায় না। এটি হলো যা এমন ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করেছেন যাদের সততা অত্যাবশ্যকভাবে জানা যায়, তাদের সমকক্ষদের থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

(ص: 86)التقريب والتيسير للنووي

وحديث " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " متواتر، لا حديث " إنما الأعمال بالنيات " والله أعلم.

النوع الحادي والثلاثون:

الغريب والعزيز

إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث سمي غريبا، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزاً فإن رواه الجماعة سمي مشهورا، ويدخل في الغريب ما انفرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده، ولا يدخل فيه أفراد البلدان وينقسم إلى صحيح وغيره وهو الغالب، وإلى غريب متناً وإسناداً كما لو انفرد بمتنه واحد، وغريب إسناداً كحديث روي متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه، ولا يوجد غريب متناً ولا إسناداً إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريباً مشهوراً، غريباً متناً لا إسناداً بالنسبة إلى أحد طرفيه كحديث " إنما الأعمال بالنيات " والله أعلم.

وحديث " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " متواتر، لا حديث " إنما الأعمال بالنيات " والله أعلم.

একত্রিশতম প্রকার:

গরীব ও আযীয

যখন যুহরী বা তার মতো এমন কোনো ব্যক্তি, যার হাদিস সংগৃহীত হয়, তার থেকে একজন বর্ণনাকারী কোনো একটি হাদিস এককভাবে বর্ণনা করেন, তখন তাকে 'গরীব' বলা হয়। যদি দু'জন বা তিনজন এককভাবে বর্ণনা করেন, তবে তাকে 'আযীয' বলা হয়। আর যদি একটি দল তা বর্ণনা করে, তবে তাকে 'মাশহুর' বলা হয়। 'গরীব'-এর অন্তর্ভুক্ত হয় এমন হাদিস যা কোনো একজন বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অথবা যার মতন (মূল পাঠ) বা ইসনাদে (বর্ণনা সূত্র) এককভাবে কোনো অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে। আর এতে বিভিন্ন দেশের স্বতন্ত্র বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয় না। এটি সহীহ ও গায়রে-সহীহ (অসহীহ) উভয় প্রকারের হয়ে থাকে, আর অসহীহ-ই এর মধ্যে প্রধান। এটি 'গরীব মাতনান ওয়া

ইসনাদান' (মতন ও ইসনাদ উভয় দিক থেকে গরীব) প্রকারেরও হয়, যেমন, যখন একজন বর্ণনাকারী এর মতন এককভাবে বর্ণনা করেন। আর 'গরীব ইসনাদান' (কেবল ইসনাদ দিক থেকে গরীব) হল, যেমন এমন হাদিস যার মতন সাহাবীদের একটি দল বর্ণনা করেছেন, কিন্তু একজন বর্ণনাকারী অন্য একজন সাহাবী থেকে তা এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এবং এই বিষয়ে ইমাম তিরমিযী বলেন: "এই সূত্রে এটি গরীব।" 'গরীব মাতনান ওয়া ইসনাদান' (মতন ও ইসনাদ উভয় দিক থেকে গরীব) পাওয়া যায় না, যতক্ষণ না একক বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ হন এবং অনেক লোক সেই একক বর্ণনাকারীর থেকে তা বর্ণনা করেন, তখন তা 'গরীব মাশহুর' হয়ে যায়। 'গরীব মাতনান লা ইসনাদান' (মতন দিক থেকে গরীব কিন্তু ইসনাদ দিক থেকে নয়) এর দু'টি প্রান্তের একটির সাপেক্ষে, যেমন হাদিস "إنما الأعمال بالنيات" (সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল)। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(ص: 87)التقريب والتيسير للنووي

النوع الثاني والثلاثون:

غريب الحديث

هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم، والخوض فيه صعب، فليتحر خائضه، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت، وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنفه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر، وبعدهما أبو عبيدة فاستقصى وأجاد، ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، ثم الخطابي ما فاتهما فهذه أمهاته، ثم بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة، وأجود تفسير ما جاء مفسراً في رواية والله أعلم.

النوع الثالث والثلاثون:

المسلسل

هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة، وصفات الروات أقوال وأفعال وأنواع كثيرة غيرها كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها، وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أو نسبتهم كأحاديث رويناها كل رجال دمشقيون، وكمسلسل الفقهاء، وصفاة الرواية كالمسلسل بسمعت، أو بأخبرنا، أو أخبرنا فلان والله، وأفضله ما دل على الاتصال، ومن فوائده زيادة الضبط، وقلما يسلم عن خلل

বত্রিশতম প্রকার:

গরিবুল হাদিস

এটি এমন একটি হাদিস, যার মূল পাঠে এমন কোনো অস্পষ্ট শব্দ রয়েছে যা কম ব্যবহারের কারণে সহজে বোঝা যায় না, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র এবং এতে প্রবেশ করা কঠিন। সুতরাং এতে প্রবেশকারীকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। পূর্ববর্তী আলেমগণ এতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আলেমগণ এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বলা হয়, সর্বপ্রথম এটি সংকলন করেন নযর ইবনে শুমাইল। আবার এ-ও বলা হয় যে, আবু উবাইদাহ মা'মার সর্বপ্রথম সংকলন করেন। এরপর আবু উবাইদাহ তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান ও চমৎকারভাবে বিন্যস্ত করেন। এরপর ইবনে কুতাইবাহ আবু উবাইদাহর অনুপস্থিত বিষয়গুলো সম্পন্ন করেন। এরপর খাত্তাবী তাদের দুজনের অনুপস্থিত বিষয়গুলো সম্পন্ন করেন। এগুলোই এর মৌলিক গ্রন্থাবলি। এরপর এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেগুলোতে প্রচুর অতিরিক্ত তথ্য ও ফায়দা রয়েছে। তবে কেবল সেসব গ্রন্থই অনুসরণ করা উচিত, যার রচয়িতারা ছিলেন প্রখ্যাত ইমাম। আর সবচেয়ে উত্তম তাফসির হলো যা হাদিসের কোনো বর্ণনায় ব্যাখ্যাসহ এসেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তেত্রিশতম প্রকার:

মুসালসাল

মুসালসাল হলো এমন হাদিস, যার ইসনাদের বর্ণনাকারীরা কখনও বর্ণনা (রওয়ায়েত) এর ক্ষেত্রে, আবার কখনও বর্ণনাকারীদের (রুওয়াত) কোনো গুণ বা অবস্থায় ধারাবাহিকভাবে পরস্পর অনুসরণ করে থাকেন। বর্ণনাকারীদের গুণাবলি হতে পারে উক্তি, কর্ম এবং এর বাইরেও বহু প্রকার, যেমন হাতে হাত জড়িয়ে গণনা করার মুসালসাল। অথবা বর্ণনাকারীদের নাম, গুণ বা উপনামের সাদৃশ্য, যেমন যেসব হাদিস আমরা বর্ণনা করেছি যার সকল বর্ণনাকারী দামেস্কের অধিবাসী। এবং ফকীহদের মুসালসাল। আর বর্ণনার গুণাবলি, যেমন 'আমি শুনেছি' দ্বারা মুসালসাল, অথবা 'আখবারানা' দ্বারা, অথবা 'আখবারানা অমুক ওয়াল্লাহ' (অমুক আমাদের জানিয়েছেন, আল্লাহর কসম) দ্বারা মুসালসাল। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো যা নিরবচ্ছিন্নতার (ইত্তিসাল) প্রমাণ দেয়। এর উপকারিতাগুলোর মধ্যে একটি হলো বর্ণনার নির্ভুলতা বৃদ্ধি পাওয়া। তবে এটি খুব কমই ত্রুটিমুক্ত থাকে।

(ص: 88)التقريب والتيسير للنووي

في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه كمسلسل أول حديث سمعته على ما هو الصحيح فيه، والله أعلم.

النوع الرابع والثلاثون:

ناسخ الحديث ومنسوخه

هو فن مهم صعب وكان للشافعي رحمة الله فيه يد طولى، وسابقة أولى، وأدخل فيه بعضهم بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر، فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم " ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترك الوضوء مما مست النار " ومنه ما عرف بالتاريخ، ومنه ماعرف بدلالة الاجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة والاجماع لا يَنسَخ ولا يُنسخ لكن يدل على ناسخ والله أعلم.

في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه كمسلسل أول حديث سمعته على ما هو الصحيح فيه، والله أعلم। ধারাবাহিকতায়। এর ধারাবাহিকতা মাঝখানে বিচ্ছিন্নও হতে পারে, যেমন 'প্রথম যে হাদীস আমি শুনেছি' শীর্ষক মুসালসাল হাদীসটি – এ বিষয়ে যা সঠিক, সে অনুযায়ী। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

النوع الرابع والثلاثون:

ناسخ الحديث ومنسوخه

চৌত্রিশতম প্রকার:

হাদীসের নাসিখ ও মানসুখ

هو فن مهم صعب وكان للشافعي رحمة الله فيه يد طولى، وسابقة أولى، وأدخل فيه بعضهم بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر، فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم " ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " ومنه ما عرف بالتاريخ، ومنه ماعرف بدلالة الاجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة والاجماع لا يَنسَخ ولا يُنسخ لكن يدل على ناسخ والله أعلم.এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়। ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও অগ্রগামীতা ছিল। কেউ কেউ এর অর্থের অস্পষ্টতার কারণে হাদীস বিশারদদের মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্বাচিত মত হলো, 'নাসখ' হলো শরীয়ত কর্তৃক পূর্ববর্তী কোনো বিধানকে পরবর্তী কোনো বিধান দ্বারা রহিত করা। এর কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা জানা যায়, যেমন: "আগুন দ্বারা স্পর্শিত বস্তু থেকে ওযু ত্যাগ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ দু'টি কাজের একটি ছিল।" আর কিছু তারিখ দ্বারা জানা যায়। আর কিছু ইজমার (ঐকমত্যের) ইঙ্গিত দ্বারা জানা যায়, যেমন চতুর্থবার মদ্যপানকারীর হত্যার

হাদীস। ইজমা নাসখ করে না এবং ইজমা নাসখ হয় না, তবে তা নাসিখের (রহিতকারীর) ইঙ্গিত দেয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 89)التقريب والتيسير للنووي

النوع الخامس والثلاثون:

معرفة المصحف

هو فن جليل إنما يحققه الحذاق، والدارقطني منهم وله فيه تصنيف مفيد ويكون تصحيف لفظ وبصر في الإسناد والمتن فمن الإسناد العوام بن مراجم " بالراء والجيم "، صحفه ابن معين فقال بالزاي والحاء، ومن الثاني حديث زيد بن ثابت: " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد " أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها، صحفه ابن لهيعة فقال: احتجم، وحديث " من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال " صحفه الصولي فقال: شيئا بالمعجمة، ويكون تصحيف سمع كحديث عن عاصم الأحوال، رواه بعضهم فقال: واصل الأحدب،

পঁয়ত্রিশতম প্রকার:

তাসহীফ জ্ঞান

এটি এক মহৎ শিল্প যা কেবল দক্ষ ব্যক্তিরাই আয়ত্ত করতে পারেন। দারাকুতনী তাঁদের অন্যতম এবং এ বিষয়ে তাঁর একটি উপকারী গ্রন্থ রয়েছে। তাসহীফ (পাঠবিকৃতি) শাব্দিক ও চাক্ষুষ উভয় প্রকারের হতে পারে, যা সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রেই ঘটে। যেমন, সনদের ক্ষেত্রে: আল-আওয়াম ইবন মুরাজিম ("রা" ও "জিম" বর্ণযোগে), ইবন মাঈন এটিকে পাঠবিকৃত করে "ঝা" ও "হা" বর্ণযোগে (মুঝাহিম) বলেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের (মতন) উদাহরণ হলো যায়েদ ইবন সাবিতের হাদীস: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একটি ঘের তৈরি করেছিলেন" – অর্থাৎ, তিনি চাটাই বা অনুরূপ কিছু দিয়ে একটি ছোট কক্ষ তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। ইবন লাহীআহ এটিকে

পাঠবিকৃত করে বলেছেন: "احتجم" (রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন)। এবং "যে রমজানের রোজা রাখল এবং এর সাথে শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল" — এই হাদীসটিকে আস-সূলী পাঠবিকৃত করে "شيئا" (শাইআন - কিছু) বলেছেন (বিন্দুযুক্ত বর্ণ দ্বারা)। শ্রবণজনিত তাসহীফও হতে পারে, যেমন আসিম আল-আহওয়াল থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, যা কেউ কেউ বর্ণনা করে বলেছেন: ওয়াসিল আল-আহদাব।

(ص: 90)التقريب والتيسير للنووي

ويكون في المعنى كقول محمد بن المثنى: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

النوع السادس والثلاثون:
معرفة مختلف الحديث وحكمه
هذا من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث، والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني، وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمة الله استيفاء، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف، ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان، والمختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجعل العمل بهما، والثاني لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه، وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهاً، والله أعلم.

ويكون في المعنى كقول محمد بن المثنى: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

এবং এর অর্থ মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্নার উক্তির মতো: "আমরা এমন এক জাতি যাদের সম্মান রয়েছে, আমরা আনযাহ গোত্রের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে সালাত আদায় করেছেন।" আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النوع السادس والثلاثون:

ছত্রিশতম প্রকার:

معرفة مختلف الحديث وحكمه

মুখতালিফুল হাদীস (পরস্পরবিরোধী হাদীস) এর জ্ঞান ও এর বিধান

هذا من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث، والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني، وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمة الله استيفاء، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف، ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان، والمختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجعل العمل بهما، والثاني لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه، وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهاً، والله أعلم.

এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। সকল মত ও পথের সকল আলেম এর জ্ঞানার্জনে মুখাপেক্ষী। এটি হলো এমন যখন দুটি হাদীস বাহ্যিকভাবে অর্থে পরস্পরবিরোধী হয়, তখন সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় অথবা একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আর কেবল সেই ইমামগণই এতে পূর্ণতা লাভ করেন যারা হাদীস, ফিকহ উভয় শাস্ত্রের সমন্বয়কারী এবং অর্থের গভীরে প্রবেশকারী উসূল বিশেষজ্ঞগণ। ইমাম শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তিনি রহ. সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে চাননি, বরং কয়েকটি বাক্য উল্লেখ করেছেন যা দ্বারা তাঁর পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা যায়। এরপর ইবনু কুতাইবাহ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তিনি কিছু উত্তম বিষয় এবং

কিছু অনুত্তম বিষয় নিয়ে আসেন, কারণ (তাঁর বর্ণিত) সেগুলোর চেয়ে অন্যগুলো অধিক শক্তিশালী ও অগ্রগণ্য ছিল। আর তিনি অধিকাংশ মুখতালিফ (পরস্পরবিরোধী হাদীস) ছেড়ে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি আমরা যা উল্লেখ করেছি তা একত্রিত করে, কদাচিৎ বিরল ক্ষেত্র ব্যতীত তার নিকট কোন জটিলতা থাকে না।

আর মুখতালিফ (পরস্পরবিরোধী হাদীস) দুই প্রকার: প্রথম প্রকার হলো যেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব, তখন তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং উভয়টির উপর আমল করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো যেগুলোর মধ্যে কোনভাবেই সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। যদি আমরা জানতে পারি যে, দুটির মধ্যে কোনটি নাসিখ (রহিতকারী), তবে আমরা সেটিকে অগ্রাধিকার দেব। অন্যথায় আমরা অধিক শক্তিশালী (রাজি.হ)-এর উপর আমল করব, যেমন রাবীগণের গুণাবলী এবং তাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা পঞ্চাশটি উপায়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(ص: 91)التقريب والتيسير للنووي

النوع السابع والثلاثون:

معرفة المزيد في متصل الأسانيد

مثاله ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لاتجلسوا على القبور " فذِكر سفيان وأبي إدريس زيادة ووهم، فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالاخبار، وفي أبي إدريس من ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم

يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر بن واثلة، وصنف الخطيب في هذا كتاباً في كثير منه نظر، لأن الخالي عن الزائدان كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعاً، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم، ويمكن أن يقال الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة والله أعلم.

النوع الثامن والثلاثون:

المراسيل الخفي إرسالها

هو فن مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة، وللخطيب فيه كتاب

সাঁইত্রিশতম প্রকার:

মুত্তাসিল (متصل) ইসনাদে অতিরিক্ত ব্যক্তির জ্ঞান

এর উদাহরণ হল, যা ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ থেকে, তিনি বলেছেন: বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু ইদরিসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি ওয়াসিলাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আবু মারসাদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "কবরের উপর বসো না।" সুফিয়ান এবং আবু ইদরিসের উল্লেখ অতিরিক্ত এবং ভুল। সুফিয়ানের ক্ষেত্রে ভুল ইবনুল মুবারকের নিম্নস্তরের রাবীদের থেকে হয়েছে, কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা তা ইবনুল মুবারক থেকে, তিনি ইবনু ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে 'আখবার' (সংবাদ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর আবু ইদরিসের ক্ষেত্রে ভুল ইবনুল মুবারকের থেকে হয়েছে, কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা ইবনু ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আবু ইদরিসের উল্লেখ করেননি। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুসর ইবনু ওয়াসিলাহ থেকে

সরাসরি শোনার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। আল-খাতিব এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার অনেক অংশে পর্যালোচনা রয়েছে। কারণ, যে সনদ অতিরিক্ত ব্যক্তি থেকে মুক্ত ছিল, তা যদি 'আন' (عن - থেকে) অক্ষর দ্বারা হত, তাহলে তা মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে গণ্য করা উচিত। আর যদি এতে 'সামা'' (শোনা) বা 'আখবার' (সংবাদ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে, তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে, তিনি এক ব্যক্তি থেকে শুনেছেন, তারপর তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন, যদি না এমন কোনো আলামত পাওয়া যায় যা ভুলের ইঙ্গিত দেয়। এবং বলা যেতে পারে যে, যার এই ধরনের বিষয় রয়েছে তার উচিত দুটি শ্রুতি (সামা') উল্লেখ করা। যদি তিনি সে দুটি উল্লেখ না করেন, তাহলে তা অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আঠারোতম প্রকার:
গোপনভাবে মুরসাল হওয়া হাদীসসমূহ (আল-মারাসিল আল-খাফী)
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত উপকারী শাস্ত্র, যা বর্ণনার ব্যাপকতা, সূত্রসমূহ সংগ্রহ এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। আর আল-খাতিবের এ বিষয়ে একটি কিতাব রয়েছে।

(ص: 92)التقريب والتيسير للنووي

وهو ما عرف إرساله بعدم اللقاء أو السماع، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص، وهذا القسم من النوع السابق يتعرض بكل واحد منهما على الآخر، وقد يجاب بنحوه ما تقدم، والله أعلم.

النوع التاسع والثلاثون:
معرفة الصحابة رضي الله عنهم

وهذا علم كبير، عظيم الفائدة، فيه يعرف المتصل من المرسل، وفيه كتب كثيرة من أحسنها وأكثرها فوائد " الاستيعاب " لابن عبد البر لولا ما شأنه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين، وقد جمع الشيخ عز الدين بن الأثير الجزري في الصحابة كتاباً حسناً جمع فيه كتباً كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة وقد اختصرته بحمد الله تعالى.

فروع

أحدها:

اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت مجالسته على طريق التبع، وعن سعد بن المسيب أنه لايعد صحابياً إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أوسنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين، فإن صح عنه فضعيف، فإن مقتضاه أن لا يعد جرير البجلي وشبهه صحابياً ولا خلاف أنهم صحابة، ثم تعرف صحبته بالتواتر، أو الاستفاضة، أو قول صحابي، أو قول إذا كان عدلاً

الثاني:

الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يتعد به،

এটি এমন কিছু যার মুরসাল হওয়া সাক্ষাৎ বা শ্রবণের অভাবে জানা যায়। এর মধ্যে এমনও কিছু আছে যাকে অন্য সূত্রে একজন অতিরিক্ত ব্যক্তির উল্লেখের কারণে মুরসাল বলে গণ্য করা হয়। পূর্ববর্তী প্রকারের এই অংশটি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, এবং এর পূর্ববর্তীগুলির অনুরূপ উত্তর দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ঊনচল্লিশতম প্রকার:
সাহাবীদের পরিচিতি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন
এটি একটি বিশাল জ্ঞান, যার উপকারিতা অপরিসীম। এতে মুত্তাসিলকে মুরসাল থেকে পৃথক করা যায়। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রয়েছে, যার মধ্যে ইবনে আব্দুল বারের "আল-ইস্তি'আব" অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক উপকারী, যদি না এতে সাহাবীদের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলি এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনা উল্লেখ করার বিষয়টি থাকত। শায়খ ইযযুদ্দিন ইবনুল আসির আল-জাযারী সাহাবীদের উপর একটি চমৎকার গ্রন্থ সংকলন করেছেন, যেখানে তিনি বহু গ্রন্থ একত্রিত করেছেন, বিষয়বস্তু সুবিন্যস্ত করেছেন এবং অনেক সুন্দর বিষয় যাচাই-বাছাই ও প্রমাণিত করেছেন। আল্লাহর প্রশংসায়, আমি এটি সংক্ষিপ্ত করেছি।

ফুরু' (উপশাখা)
প্রথমটি:
সাহাবীর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের কাছে পরিচিত সংজ্ঞা হলো: তিনি প্রতিটি মুসলিম যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। উসূলে ফিকহের বিশেষজ্ঞগণ বা তাদের কেউ কেউ বলেন: তিনি সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহর সঙ্গ দীর্ঘকাল ধরে অনুসরণকারী হিসেবে লাভ করেছেন। সা'দ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সাহাবী) বলে গণ্য হবেন না, যদি না তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক বা দুই বছর অবস্থান করে থাকেন এবং তাঁর সাথে এক বা দুটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে থাকেন। যদি তাঁর (সা'দ ইবনুল মুসায়্যিবের) থেকে এটি সহীহ প্রমাণিত হয়, তবে এটি দুর্বল। কারণ এর দাবি হলো যে, জারীর আল-বাজালী এবং তাঁর মতো অন্যদেরকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হবে না, অথচ তারা যে সাহাবী, সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। এরপর তাঁর সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত হয় তাওয়াতুর, ইস্তিফাযাহ, কোনো সাহাবীর বক্তব্য দ্বারা, অথবা তার নিজের বক্তব্য দ্বারা, যদি সে নির্ভরযোগ্য হয়।

দ্বিতীয়টি:

সকল সাহাবীই নির্ভরযোগ্য (আদিল), যাঁরা ফেতনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং অন্যান্য সকলেই—যাঁদের ইজমা' (ঐকমত্য) গ্রহণযোগ্য, তাঁদের ঐকমত্য অনুসারে।

وأكثرهم حديثاً: أبو هريرة، ثم ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس، وعائشة، وأكثرهم فتياً تروى: ابن عباس. وعن مسروق قال: انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر، وعلي، وأبي، وزيد، أبي الدرداء، وابن مسعود. ثم انتهى علم الستة إلى علي، وعبد الله، ومن الصحابة العبادلة، وهم ابن عمر، وابن عباس، ابن الزبير، ابن عمر بن العاص، وليس ابن مسعود منهم، وكذا سائر من يسمى عبد الله، وهم نحو مائتين وعشرين. قال أبو زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روي عنه وسمع منه، واختلف في عدد طبقاتهم، وجعلهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة، والله أعلم.

الثالث:

أفضلهم على الاطلاق أبو بكر، ثم عمر بإجماع أهل السنة، ثم عثمان، ثم علي، هذا قول جمهور أهل السنة، وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال أبو بكر بن خزيمة، قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجموعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، وممن لهم مزية أهل العقبتين من الأنصار، والسابقون

الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وفي قول محمد بن كعب وعطاء أهل بدر.

الرابع:
قيل أولهم إسلاماً أبو بكر، وقيل علي، وقيل زيد، وقيل خديجة وهو الصواب عند جماعة من المحققين، وادعى الثعلبي فيه الإجماع وأن الخلاف فيمن بعدها، والأورع أن يقال من الرجال الأحرار، أبو بكر، ومن الصبيان علي،

এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী: আবু হুরায়রা, তারপর ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, আনাস, এবং আয়েশা। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে যা থেকে: ইবনে আব্বাস। মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহাবাদের জ্ঞান ছয়জনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল: উমর, আলী, উবাই, যায়েদ, আবু দারদা এবং ইবনে মাসউদ। তারপর এই ছয়জনের জ্ঞান আলী এবং আব্দুল্লাহর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। আর সাহাবাদের মধ্যে যারা 'আবাদিলা' (আব্দুল্লাহ নামধারীরা), তারা হলেন ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর, ইবনে আমর ইবনুল আস। ইবনে মাসউদ তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। একইভাবে 'আব্দুল্লাহ' নামে পরিচিত বাকি সবাই, যাদের সংখ্যা প্রায় দুইশত বিশ জন। আবু যুর'আহ আর-রাযী বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে, যারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন। তাদের শ্রেণীসংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, এবং হাকিম তাদেরকে বারোটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয়:
তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ আবু বকর, তারপর উমর, আহলে সুন্নাহর ইজমা (ঐকমত্য) অনুযায়ী। তারপর উসমান, তারপর আলী। এটি আহলে সুন্নাহর অধিকাংশের মত। এবং

খাত্তাবী কুফার আহলে সুন্নাহ থেকে উসমানের উপর আলীর অগ্রগণ্যতা বর্ণনা করেছেন। আর আবু বকর ইবনে খুযায়মাও এই মত পোষণ করেন। আবু মানসুর আল-বাগদাদী বলেন: আমাদের সাথীরা (আমাদের মাযহাবের অনুসারীরা) এই বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চার খলিফা, তারপর আশারা মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন), তারপর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা, তারপর উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা, তারপর বায়'আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা। আর যাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন আনসারদের মধ্যে 'আকাবার বাই'আতকারীগণ এবং 'আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন' (প্রথম দিকের অগ্রগামী মুসলমানগণ)। ইবনুল মুসায়্যিব ও একদল আলেমের মতে, তারা হলেন যারা উভয় কিবলার দিকে সালাত আদায় করেছেন। আর শা'বীর মতে, তারা হলেন বায়'আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা। আর মুহাম্মদ ইবনে কা'ব ও আতা'র মতে, তারা হলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা।

চতুর্থ:
বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন আবু বকর। আর বলা হয়েছে আলী, এবং বলা হয়েছে যায়েদ, এবং বলা হয়েছে খাদীজা। আর এটিই অনেক গবেষকের (মুহাক্কিক) মতে সঠিক। এবং সা'লাবী এই বিষয়ে ইজমার দাবি করেছেন যে, খাদীজার পরে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আর অধিক সতর্কতা হলো এই বলা যে, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে আবু বকর প্রথম, এবং শিশুদের মধ্যে আলী প্রথম।

(ص: 94)التقريب والتيسير للنووي

ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. وآخرهم موتاً أبو الطفيل سنة مائة وآخرهم قبله أنس.

الخامس:

لا يعرف أب وابنه شهداً بدراً إلا مرثد وأبوه، ولا سبعة أخوة مهاجرون إلا بنو مقرن، وسيأتون في الاخوة، ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون إلا عبد الله بن أسماء، بنت أبي بكر بن قحافة، وإلا أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم.

النوع الأربعون:

معرفة التابعين رضي الله عنهم

وهو وما قبله أصلان عظيمان، بهما يعرف المرسل، والمتصل، واحدهم تابعي وتابع، قيل: هو من صحب الصحابي، وقيل من لقيه، وهو الأظهر. قال الحاكم: هم خمس عشر طبقة. الأولى من أدرك العشرة. قيس بن أبي حازم، وابن المسيب، وغيرهما. وغلط في ابن المسيب فإنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع أكثر العشرة، وقيل: يصح سماعه من غير سعد، وأما قيس فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركه في هذا أحد، وقيل: لم يسمع عبد الرحمن، ويليهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة،

এবং নারীদের মধ্যে খাদীজা, মাওলাদের মধ্যে যায়েদ এবং দাসদের মধ্যে বিলাল। তাদের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী হলেন আবু তুফাইল, হিজরী শতবর্ষে (১০০ হিজরীতে), এবং তার পূর্বে (সর্বশেষ) মৃত্যুবরণকারী হলেন আনাস।

পঞ্চম:

এমন কোনো পিতা ও পুত্র পরিচিত নন যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, মারছাদ ও তার পিতা ব্যতীত। এবং এমন সাতজন মুহাজির ভাইও পরিচিত নন, বনু মুকাররিন ব্যতীত; তারা 'ভাইগণ' পরিচ্ছেদে আসবেন। এবং এমন চারজন পরম্পরাগত ব্যক্তি যাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছেন, তাঁরা পরিচিত নন, আবূ বকর ইবনে আবী কুহাফার কন্যা আসমার পুত্র আব্দুল্লাহ এবং আবূ বকর ইবনে আবী কুহাফার পুত্র আব্দুর রহমানের পুত্র আবূ আতীক মুহাম্মাদ (আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) ব্যতীত।

চল্লিশতম প্রকার:
তাবিঈন (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) পরিচিতি
এটি এবং এর পূর্ববর্তীটি দুটি মহান মূলনীতি, যা দ্বারা মুরসাল ও মুত্তাসিল (হাদীস) পরিচিত হয়। তাদের মধ্যে একজন 'তাবিঈ' এবং 'তাবে'। বলা হয়: তাবিঈ সে, যে কোনো সাহাবীর সঙ্গী হয়েছে; এবং বলা হয়: যে সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে; আর এটাই অধিকতর সুস্পষ্ট মত। হাকিম বলেছেন: তারা পনেরোটি স্তর। প্রথম স্তর হলো যারা 'আশারাহ' (আশারায়ে মুবাশশারাহ) কে পেয়েছেন। (যেমন) কায়স ইবনে আবী হাযিম, ইবনুল মুসায়্যিব এবং অন্যান্য। ইবনুল মুসায়্যিব সম্পর্কে ভুল করা হয়েছে, কেননা তিনি উমরের খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আশারার অধিকাংশের কাছ থেকে শোনেননি। এবং বলা হয়: সা'দ ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকে তার শ্রবণ সহীহ। আর কায়স (ইবনে আবী হাযিম) তাদের (আশারার) কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং এই বিষয়ে কেউ তার অংশীদার হয়নি। এবং বলা হয়: তিনি আব্দুর রহমানের কাছ থেকে শোনেননি। এবং তাদের পরে হলো যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবীদের সন্তানদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন,

---

ومن التابعين المخضرمون، واحدهم مخضرم " بفتح الراء " وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم بعده، وعدهم مسلم عشرين نفساً، وهم أكثر وممن لم يذكره أبو مسلم الخولاني، والأحنف. زمن أكابر التابعين الفقهاء السبعة: ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن وعن أحمد بن حنبل قال: أفضل التابعين ابن المسيب. قيل فعلقمة والأسود، فقال: هو وهما، وعنه: لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي، وقيس. وعنه: أفضلهم قيس، وأبو عثمان، وعلقمة، ومسروق. وقال أبو عبد الله بن خفيف: أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة: أويس، والبصرة: الحسن وقال ابن أبي داود: سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وتليهما أم الدرداء، وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، وطبقة هم صحابة فليتفطن لذلك والله أعلم.

النوع الحادي والأربعون:

رواية الأكابر عن الأصاغر

من فائدته أن لا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب. ثم هو أقسام. أحدها: أن يكون الراوي أكبر سناً وأقدم طبقة كالزهري عن مالك، وكالأزهري عن الخطيب،

এবং তাবেয়ীনদের মধ্যে রয়েছেন মুখাদরামুন (মখদরমুন), তাদের একজন হলেন 'মুখাদরাম' (রা অক্ষর ফাতহা সহ), যিনি জাহিলিয়াত যুগ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছেন, কিন্তু তাঁকে দেখেননি এবং তাঁর পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম তাদের বিশ জন হিসাবে গণনা করেছেন, কিন্তু তারা আরও বেশি ছিলেন। যাদের কথা উল্লেখ করেননি তাদের মধ্যে আবু মুসলিম আল-খাওলানী এবং আল-আহনাফ রয়েছেন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ফকীহ সাতজন হলেন: ইবনে আল-মুসাইয়াব, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, উরওয়াহ, খারিজাহ ইবনে যায়েদ, আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ এবং সুলাইমান ইবনে ইয়াসার। ইবনুল মুবারক আবু সালামার পরিবর্তে সালিম ইবনে আবদুল্লাহকে গণ্য করেছেন এবং আবুল জিনাদ তাদের দুজনের পরিবর্তে আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানকে গণ্য করেছেন। আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী হলেন ইবনে আল-মুসাইয়াব।" বলা হলো: তাহলে আলকামা ও আল-আসওয়াদ? তিনি বললেন: "তিনি এবং তাঁরা দুজন।" তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে: "আমি তাদের মধ্যে আবু উসমান আন-নাহদি এবং কায়েসের মতো কাউকে জানি না।" তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে: "তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন কায়েস, আবু উসমান, আলকামা এবং মাসরুক।" আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফ বলেছেন: "মদিনার অধিবাসীরা বলেন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ইবনে আল-মুসাইয়াব, কুফার অধিবাসীরা: উয়াইস, এবং বসরার অধিবাসীরা: হাসান (আল-বাসরী)।" ইবনে আবি দাউদ বলেছেন: "তাবেয়ী নারীদের নেত্রীরা হলেন হাফসা বিনতে সিরিন এবং আমরা বিনতে আবদুর রহমান। তাঁদের পরে উম্মুদ্ দারদা।" কিছু লোক তাবেয়ীদের মধ্যে এমন এক স্তরকে গণ্য করেছেন যারা সাহাবীদের সাক্ষাৎ পাননি, এবং এমন এক স্তরকে গণ্য করেছেন যারা সাহাবী ছিলেন। অতএব, এই বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

একচল্লিশতম প্রকার:
আকাবিরদের কর্তৃক আসাগিরদের থেকে বর্ণনা

এর উপকারিতা হলো এই ভুল ধারণা যেন না হয় যে, যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বয়সের দিক থেকে এবং মর্যাদার দিক থেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ, কারণ এটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এরপর, এটি কয়েক প্রকারের হয়। এর প্রথম প্রকার হলো: যখন বর্ণনাকারী বয়সের দিক থেকে এবং তবাক্কার দিক থেকে বড় হন, যেমন যুহরি মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং আল-আজহারী আল-খাতিব থেকে বর্ণনা করেছেন,

(ص: 96)التقريب والتيسير للنووي

والثاني: أكبر قدراً، كحافظ عالم عن شيخ، كمالك عن عبد الله بن دينار، والثالث أكبر من الوجهين كعبد الغني عن الصوري، وكالبرقاني عن الخطيب ومنه رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار، ومنه رواية التابعي عن تابعه كالزهري، والأنصاري عن مالك وكعمرو بن شعيب ليس تابعياً، وروى عنه منهم أكثر من عشرين وقيل أكثر من سبعين، والله أعلم.

النوع الثاني والأربعون:

المدبج رواية القرين

القرينان هما المتقاربان في السن والاسناد وربما اكتفى الحاكم بالاسناد، فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة، ومالك، والأوزاعي فهو المدبج، والله أعلم.

النوع الثالث والأربعون:

معرفة الإخوة

هو إحدى معارفهم، أفرده بالتصنيف ابن المديني ثم النسائي، ثم السراج وغيرهم. مثال الأخوة في الصحابة: عمر، وزيد، ابنا الخطاب، وعبد الله وعتبة، ابنا مسعود،

والثاني: أكبر قدراً، كحافظ عالم عن شيخ، كمالك عن عبد الله بن دينار، والثالث أكبر من الوجهين كعبد الغني عن الصوري، وكالبرقاني عن الخطيب ومنه رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار، ومنه رواية التابعي عن تابعه كالزهري، والأنصاري عن مالك وكعمرو بن شعيب ليس تابعياً، وروى عنه منهم أكثر من عشرين وقيل أكثر من سبعين، والله أعلم.

النوع الثاني والأربعون:

المدبج رواية القرين

القرينان هما المتقاربان في السن والاسناد وربما اكتفى الحاكم بالاسناد، فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة، ومالك، والأوزاعي فهو المدبج، والله أعلم.

النوع الثالث والأربعون:

معرفة الإخوة

هو إحدى معارفهم، أفرده بالتصنيف ابن المديني ثم النسائي، ثم السراج وغيرهم. مثال الأخوة في الصحابة: عمر، وزيد، ابنا الخطاب، وعبد الله وعتبة، ابنا مسعود, এবং দ্বিতীয় প্রকার: মর্যাদায় বড়, যেমন একজন বিদ্বান হাফিয শাইখের থেকে বর্ণনা করেন, যেমন মালিক আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার থেকে (বর্ণনা করেন)। আর তৃতীয় প্রকার উভয় দিক থেকে বড়, যেমন আব্দুল গনী আস-সুরী থেকে (বর্ণনা করেন) এবং আল-বারকানী আল-খতীব থেকে (বর্ণনা করেন)। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সাহাবীদের তাবেঈন থেকে বর্ণনা, যেমন আবাদিলাগণ (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) এবং অন্যান্যরা কা'ব আল-আহবার থেকে (বর্ণনা করেন)। এর অন্তর্ভুক্ত হলো তাবেঈর তার তাবেঈ থেকে বর্ণনা, যেমন যুহরী এবং আনসারী মালিক থেকে (বর্ণনা

করেন)। আর যেমন আমর ইবনে শুআইব, যিনি তাবেঈ নন, তার থেকে বিশ জনেরও বেশি বর্ণনা করেছেন এবং বলা হয়েছে সত্তর জনেরও বেশি, আল্লাহই ভালো জানেন।

বিয়াল্লিশতম প্রকার:
আল-মুদাব্বাজ (একই স্তরের দুজনের একে অপরের থেকে বর্ণনা)
দুই 'কারীন' (একই স্তরের বর্ণনাকারী) হলো তারা, যারা বয়স ও ইসনাদের (সনদের) দিক থেকে কাছাকাছি, এবং কখনও কখনও হাকিম শুধু ইসনাদ দ্বারাই যথেষ্ট মনে করেন। যদি তাদের প্রত্যেকে তার সাথী থেকে বর্ণনা করে, যেমন আয়েশা ও আবু হুরায়রা (একে অপরের থেকে বর্ণনা করেছেন), এবং মালিক ও আওযায়ী (একে অপরের থেকে বর্ণনা করেছেন), তাহলে এটি 'আল-মুদাব্বাজ'। আল্লাহই ভালো জানেন।

তেতাল্লিশতম প্রকার:
ভাইদের পরিচয়
এটি তাদের (মুহাদ্দিসীনদের) পরিচিতিগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইবনুল মাদীনী, তারপর নাসায়ী, তারপর আস-সিরাজ এবং অন্যান্যরা এটি নিয়ে আলাদাভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে ভাইদের উদাহরণ: উমর এবং যায়েদ, ইবনুল খাত্তাব (খাত্তাবের দুই পুত্র), এবং আব্দুল্লাহ ও উতবা, ইবনে মাসউদ (মাসউদের দুই পুত্র)।

ومن التابعين: عمرو، وأرقم، ابنا شرحبيل، وفي الثلاثة علي، وجعفر، وعقيل بنو أبي طالب. وسهل، وعباد، وعثمان، بنو حنيف وفي غير الصحابة، عمرو، وعمر، وشعيب. بنو شعيب وفي الأربعة: سهيل، وعبد الله، ومحمد، وصالح، بنو أبي صالح. وفي الخمسة: سفيان، وآدم، وعمران، ومحمد، بنو عيينة. حدثوا كلهم، وفي الستة: محمد، وأنس، ويحيى، ومعبد، وحفصة وكريمة، بنو سيرين، وذكر

بعضهم خالداً بدل كريمة. وروى محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك حديثاً، وهذه لطيفة غريبة ثلاثة أخوة روى بعضهم عن بعض، وفي السبعة: النعمان، ومعقل، وعقيل، وسويد، وسنان، وعبد الرحمن، وسابع لم يسم، بنو مقرن صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد، وقيل: شهدوا الخندق والله أعلم.

النوع الرابع والأربعون:
رواية الآباء عن الأبناء
للخطيب فيه كتاب فيه عن العباس عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وعن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثاً، وعن معتمر بن سليمان قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة، وهذا طريف يجمع أنواعاً بينتها في الكبير والله أعلم.

এবং তাবেঈনদের মধ্যে ছিলেন: আমর ও আরকাম, শারাহবিলের দুই পুত্র, এবং তিনজনের মধ্যে ছিলেন আলী, জাফর, এবং আকীল, আবু তালিবের পুত্রগণ। এবং সাহল, আব্বাদ, এবং উসমান, হানিফের পুত্রগণ। এবং সাহাবী ব্যতিরেকে, আমর, উমার, এবং শুআইব, শুআইবের পুত্রগণ। এবং চারজনের মধ্যে: সুহাইল, আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, এবং সালিহ, আবু সালিহের পুত্রগণ। এবং পাঁচজনের মধ্যে: সুফিয়ান, আদম, ইমরান, এবং মুহাম্মদ, উয়াইনার পুত্রগণ। তাঁরা সকলেই হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং ছয়জনের মধ্যে: মুহাম্মদ, আনাস, ইয়াহইয়া, মা'বাদ, হাফসা এবং কারিমা, সীরীনের পুত্র-কন্যাগণ, এবং কেউ কেউ কারিমার পরিবর্তে খালিদের নাম উল্লেখ করেছেন। এবং মুহাম্মদ ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আনাস থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং এটি একটি অদ্ভুত সূক্ষ্ম বিষয় যে তিনজন ভাই একে অপরের থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং সাতজনের মধ্যে: নু'মান, মা'কিল, আকীল, সুওয়াইদ, সিনান, এবং আব্দুর রহমান, এবং একজন সপ্তম ব্যক্তি যার নাম উল্লেখ করা হয়নি, মুকরিনের পুত্রগণ, তাঁরা

মুহাজির সাহাবী ছিলেন এবং তাঁদের কেউ তাঁদের সাথে শরীক হননি, এবং বলা হয়েছে: তাঁরা খন্দকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, আল্লাহই ভালো জানেন।

চৌয়াল্লিশতম প্রকার:
পিতা কর্তৃক পুত্রদের থেকে বর্ণনা
আল-খাতীবের এ বিষয়ে একটি কিতাব রয়েছে, যেখানে তিনি আব্বাস থেকে, তিনি তাঁর পুত্র ফাদল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজদালিফায় দুই সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন, এবং ওয়াইল ইবনে দাউদ থেকে, তিনি তাঁর পুত্র বকর থেকে, তিনি আয-যুহরি থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং মু'তামির ইবনে সুলাইমান থেকে, তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আপনি আমাকে আমার থেকে আইয়ুব থেকে হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: 'ওয়াইহ' হলো দয়ার শব্দ। এবং এটি একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় যা বিভিন্ন প্রকারকে একত্রিত করে যা আমি আল-কবীর গ্রন্থে স্পষ্ট করেছি, আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 98)التقريب والتيسير للنووي

النوع الخامس والأربعون:
رواية الأبناء عن آبائهم
لأبي نصر الوائلي فيه كتاب وأهمه ما لم يسم فيه الأب أو الجد، وهو نوعان:
أحدها عن أبيه فحسب، وهو كثير. والثاني: عن أبيه عن جده كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده له. هكذا نسخة كبيرة أكثرها فقيهات جياد، واحتج به هكذا أكثر المحدثين حملا لجده على عبد الله دون محمد التابعي. وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده

له هكذا نسخة حسنة وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، ومن أحسنه رواية الخطيب عن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة التميمي قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يقول: " الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال " والله أعلم.

পঁয়তাল্লিশতম প্রকার:

পুত্রদের কর্তৃক তাদের পিতা হতে বর্ণনা

আবু নাসর আল-ওয়াইলি এই বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন। এবং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো যেখানে পিতা বা দাদার নাম স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। এটি দুই প্রকারের: প্রথমটি হলো কেবল তার পিতা থেকে (বর্ণনা), এবং এটি প্রচুর (দেখা যায়)। দ্বিতীয়টি হলো তার পিতা থেকে, অতঃপর তার দাদা থেকে (বর্ণনা)। যেমন আমর ইবন শুআইব ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস কর্তৃক তার পিতা হতে, অতঃপর তার দাদা হতে (বর্ণনা)। এ ধরনের একটি বড় সংকলন রয়েছে, যার অধিকাংশ ভালো ফিকহি মাসআলা। এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ এভাবে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, তার দাদাকে আবদুল্লাহ (ইবন আমর ইবনুল আস) হিসাবে গ্রহণ করে, মুহাম্মদ আত-তাবিয়ী নন। এবং বাহয ইবন হাকিম ইবন মুআবিয়া ইবন হায়দাহ কর্তৃক তার পিতা হতে, অতঃপর তার দাদা হতে (বর্ণনা) এ ধরনের একটি উত্তম সংকলন। এবং তালহা ইবন মুসাররিফ ইবন আমর ইবন কা'ব, এবং বলা হয়েছে কা'ব ইবন আমর। এবং এর সবচেয়ে সুন্দরগুলির মধ্যে একটি হলো আল-খতীবের বর্ণনা, যা তিনি আব্দুল ওয়াহহাব ইবন আব্দুল আযীয ইবন আল-হারিস ইবন আসাদ ইবন আল-লায়স ইবন সুলায়মান ইবন আল-আসওয়াদ ইবন সুফিয়ান ইবন যায়দ ইবন উকায়না আত-তামিমী থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেন: "আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার

পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আলী ইবন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: 'আল-হান্নান (অতি স্নেহশীল) হলেন তিনি, যিনি তার দিকে ফিরে আসেন যে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর আল-মান্নান (মহান অনুগ্রহকারী) হলেন তিনি, যিনি চাওয়া হওয়ার পূর্বেই অনুগ্রহ প্রদান করেন।'" আর আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 99)التقريب والتيسير للنووي

النوع السادس والأربعون:

من اشترك في الرواية عنه اثنان

تباعد ما بين وفاتيهما.

للخطيب فيه كتاب حسن، ومن فوائده حلاوة علو الاسناد: مثاله محمد بن إسحاق السراج، روي عنه البخاري والخفاف وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر، والزهري وزكريا بن رويد عن مالك وبينهما كذلك، والله أعلم.

النوع السابع والأربعون:

من لم يرو عنه إلا واحد

لمسلم فيه كتاب مثاله: وهب بن خنبش وعامر بن شهر، وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي صحابيون لم يرو عنهم غير الشعبي، وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه ودكين، والصنابح بن الأعسر، ومرادس من الصحابة، وممن لم يرو عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب والد سعيد، ومعاوية والد حكيم، وقرة بن إياس والد معاوية، وأبو ليلى والد عبد

الرحمن، قال الحاكم: لم يخرجا في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل وغلطوه بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب، وبإخراج البخاري حديث الحسن عن عمرو بن تغلب، وقيس عن مرداس، وبإخراج مسلم

ছেচল্লিশতম প্রকার:
যার থেকে দুইজন বর্ণনা করেছেন
যাদের উভয়ের মৃত্যুর মাঝে দীর্ঘ ব্যবধান ছিল
এ বিষয়ে আল-খতীবের একটি সুন্দর কিতাব রয়েছে। এর উপকারিতাসমূহের মধ্যে উঁচু ইসনাদের মাধুর্য অন্যতম। এর উদাহরণ: মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আস-সাররাজ। তাঁর থেকে বুখারী ও খাফফাফ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের উভয়ের মৃত্যুর মাঝে একশত সাঁইত্রিশ বছর বা তারও বেশি ব্যবধান ছিল। আর যুহরি ও যাকারিয়া ইবন রুওয়াইদ মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের মাঝেও অনুরূপ (দীর্ঘ ব্যবধান) ছিল। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সাতচল্লিশতম প্রকার:
যার থেকে মাত্র একজন বর্ণনা করেছেন
এ বিষয়ে মুসলিমের একটি কিতাব রয়েছে। এর উদাহরণ: ওয়াহব ইবন খানবাশ, আমির ইবন শাহর, উরওয়াহ ইবন মুদাররিস, মুহাম্মাদ ইবন সাফওয়ান এবং মুহাম্মাদ ইবন সায়ফি—এঁরা ছিলেন সাহাবী, তাঁদের থেকে আশ-শা'বী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর কায়স ইবন আবি হাযিম তাঁর পিতা (আবু হাযিম), দুকাইন, সানাবিহ ইবনুল আ'সার এবং মুরাদ্দাস নামক সাহাবীগণ থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর সাহাবীগণের মধ্যে যারা এমন যে, তাঁদের থেকে তাঁদের পুত্রগণ ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি, তাঁরা হলেন: আল-মুসায়্যাব (সা'ঈদের পিতা), মু'আবিয়া (হাকীমের পিতা), কুররাহ ইবন ইয়াস (মু'আবিয়ার পিতা) এবং আবু লায়লা (আব্দুর রহমানের পিতা)। আল-হাকিম বলেছেন: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এই শ্রেণীর কারো থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। কিন্তু আল-হাকিমকে ভুল ধরানো হয়েছে এই মর্মে যে, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) আবু তালিবের

মৃত্যু সংক্রান্ত আল-মুসায়্যাব (আবু সা'ঈদের পিতা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর বুখারীর আল-হাসান সূত্রে আমর ইবন তাগলিব থেকে এবং কায়স সূত্রে মুরাদ্দাস থেকে হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে, এবং মুসলিমের বর্ণনার মাধ্যমে

(ص: 100)التقريب والتيسير للنووي

حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو، ونظائره في الصحيحين كثيرة، وقد تقدم في " الثالث والعشرين " وفي التابعين أبو العشراء لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين، وعمرو بن دينار عن جماعة، وكذا يحيى بن سعد الأنصاري، وأبو إسحاق السبيعي، وهشام بن عروة، ومالك وغيرهم رضي الله عنهم، والله أعلم.

النوع الثامن والأربعون:
معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
هو فن عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس، وصنف فيه عبد الغني بن سعيد، وغيره. مثاله: محمد بن السائب الكلبي المفسر وهو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري، وعدي وهو حماد بن السائب راوي " ذكاة كل مسلم دباغه " وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية التفسير، ومثله سالم الراوي عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وهو سالم أبو عبد الله المديني، وسالم مولى مالك بن أوس، وسالم مولى شداد بن الهاد، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وسالم سبلان، وسالم أبو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس، وأبو عبد الله مولى شداد، واستعمل الخطيب كثيراً من هذا في شيوخه، والله أعلم.

حديث আবদুল্লাহ ইবনে সামিত রাফে ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, এবং সহীহাইন গ্রন্থে এর অনুরূপ বহু হাদিস রয়েছে। এটি "তেইশতম"-এ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাবেয়ীনদের মধ্যে আবুল 'আশারা এমন ব্যক্তি, যার থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। যুহরি বিশোর্ধ্ব তাবেয়ীন থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং আমর ইবনে দিনার একদল থেকে। অনুরূপভাবে ইয়াহিয়া ইবনে সা'দ আল-আনসারী, আবু ইসহাক আস-সাবীয়ী, হিশাম ইবনে উরওয়াহ, মালিক এবং অন্যান্যরা। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আটচল্লিশতম প্রকার:
বিভিন্ন নাম বা উপাধিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞান
এটি একটি জটিল বিদ্যা যার প্রয়োজন হয় তাদলিস (হাদিস বর্ণনার ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি) জানার জন্য। এ বিষয়ে আবদুল গণি ইবনে সাঈদ এবং অন্যান্যরা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর উদাহরণ: মুহাম্মদ ইবনে সাইব আল-কালবি, মুফাসসির, যিনি আবুল নাদর এবং যার থেকে তামিম আদ-দারি-এর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এবং আদি, যিনি হাম্মাদ ইবনে সাইব, "প্রত্যেক মুসলমানের জবাই তার চর্মসংস্করণ" হাদিসের বর্ণনাকারী। এবং তিনি আবু সাঈদ, যার থেকে আতিয়াহ তাফসির বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে সালেম, যিনি আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ এবং আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন সালেম আবু আবদুল্লাহ আল-মাদিনী, এবং সালেম মাওলা মালিক ইবনে আওস, এবং সালেম মাওলা শাদ্দাদ ইবনে আল-হাদ, এবং সালেম মাওলা আন-নাসরিয়ীন, এবং সালেম মাওলা আল-মাহরি, এবং সালেম সাবলান, এবং সালেম আবু আবদুল্লাহ আদ-দাওসি, এবং সালেম মাওলা দাওস, এবং আবু আবদুল্লাহ মাওলা শাদ্দাদ। খতিব তাঁর শাইখদের (শিক্ষকদের) ক্ষেত্রে এ ধরনের বহু উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

النوع التاسع والأربعون:

معرفة المفردات

هو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب، وأفرد بالتصنيف؛

وهو أقسام.

الأول

في الأسماء

فمن الصحابة: " أجمد " بالجيم بن عجيان كسفيان وقيل: كعليان، " جبيب " بضم الجيم سندر، " شكل " بفتحهما، " صدى " أبو أمامة، " صنابح " ابن الأعسر " كلدة " بفتحهما ابن حنبل " وابصة " ابن معبد " نبيشة الخير " " شمغون " أبو ريحانة بالشين والغين المعجمتين ويقال: بالعين المهملة، " هبيب " مصغر بالموحدة المكررة " ابن مغفل " بإسكان المعجمة " لُبي " باللام كأبي بن لبا كعصا، ومن غير الصحابة: " أوسط بن عمرو " " تدوم " بفتح المثناة من فوق وقيل من تحت وبضم الدال، " جيلان " بكسر الجيم " أبو الجلد " بفتحها " الدجين " بالجيم مصغر، " زر بن حبيش "، " سعير بن الخمس " " وردان "، " مستمر بن الريان " " عزوان " بفتح المهملة وإسكان الزاي " نوف البكالي " بكسر الموحدة وتخفيف الكاف وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد،، " ضريب بن نقير بن سمير " مصغرات، ونقير: بالقاف، وقيل بالفاء، وقيل نفيل بالفاء واللام، " همذان " بريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمعجمة وفتح الميم كالبلدة، وقيل: بالمهملة وإسكان الميم كالقبيلة.

القسم الثاني

الكنى

" أبو العبيدين " بالتثنية والتصغير اسمه معاوية بن سبرة، " أبو العشراء " أسامة، وقيل غير ذلك، " أبو المدلة " بكسر المهملة وفتح اللام المشددة، لم يعرف اسمه، وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله بن

উনচল্লিশতম প্রকার:

মুফরাদাত (একক শব্দ) জ্ঞান

এটি একটি চমৎকার শিল্প যা বইয়ের শেষ অংশে পাওয়া যায় এবং এটি স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হয়েছে;

এটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত

নামসমূহ

সাহাবীগণের মধ্যে: "আজমাদ" (জীম দ্বারা), ইবনু আজিয়ান (সুফইয়ানের মতো) এবং বলা হয়েছে: (আলিয়ানের মতো), "জুবাইব" (জীম এর উপর পেশ), সান্দার, "শাকাল" (উভয়ের উপর ফাতহা), "সাদা" আবু উমামা, "সুনাবিহ" ইবনুল আ'সার, "কিলদা" (উভয়ের উপর ফাতহা) ইবনু হানবাল, "ওয়াবিসা" ইবনু মা'বাদ, "নুবাইশা আল-খায়র", "শামগূন" আবু রায়হানা (শীন এবং গাইন মু'জামাতাইন দ্বারা) এবং বলা হয়েছে: (আইন মুহমালা দ্বারা), "হুবাইব" (মুসাগ্গার, মুওয়াহহাদা মুকাররারা দ্বারা), "ইবনু মুগাফফাল" (মু'জামা এর উপর সুকুন দ্বারা), "লুব্বী" (লাম দ্বারা, আবীর মতো) ইবনু লুব্বা (আস্বা-এর মতো)। এবং সাহাবীগণ ব্যতীত: "আওসাত ইবনু আমর", "তাদূম" (উপরের মুসান্নাতাইন এর উপর ফাতহা দ্বারা, এবং বলা হয়েছে নিচেরটি দ্বারা, এবং দাল এর উপর পেশ দ্বারা), "জিলান" (জীম এর নিচে কাসরা), "আবুল জিলদ" (ফাতহা দ্বারা), "আদ-দুজাইন" (জীম দ্বারা, মুসাগ্গার), "যির ইবনু হুবাইশ", "সু'আইর ইবনুল খামস", "ওয়ারদান", "মুস্তামির ইবনুর রায়য়ান", "আযওয়ান" (মুহমালা এর উপর ফাতহা এবং যা এর উপর সুকুন দ্বারা), "নাওফ আল-বুকালী" (মুওয়াহহাদা এর নিচে কাসরা এবং কাফ হালকা), তবে তাদের

মুখে ফাতহা এবং তাশদীদ প্রচলিত, "দারীব ইবনু নুকাইর ইবনু সুমাইর" (সবগুলো মুসাগ্গার), এবং নুকাইর: (কাফ দ্বারা), এবং বলা হয়েছে (ফা দ্বারা), এবং বলা হয়েছে: নুনাইফ (ফা এবং লাম দ্বারা), "হামাযান" উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বার্তাবাহক (মু'জামা দ্বারা এবং মীম এর উপর ফাতহা, যেমন শহরের নাম), এবং বলা হয়েছে: (মুহমালা দ্বারা এবং মীম এর উপর সুকুন, যেমন গোত্রের নাম)।

দ্বিতীয় ভাগ
কুনিয়াতসমূহ
"আবুল উবাইদাইন" (তাসনিয়া এবং তাসগীর দ্বারা), তার নাম মুয়াবিয়া ইবনু সাবরা, "আবুল আশারা" উসামা, এবং অন্য মতও রয়েছে, "আবুল মুদাল্লা" (মুহমালা এর নিচে কাসরা এবং শাদিত লাম এর উপর ফাতহা), তার নাম জানা যায়নি, এবং আবু নুয়াইম তাকে আবদুল্লাহ ইবনু

عبد الله، " أبو مراية " بالمثناة من تحت وضم الميم وتخفيف الراء، اسمه عبد الله بن عمرو، " أبو معيد " مصغر حفص بن غيلان.

القسم الثالث
الألقاب
" سفينة " مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مهران، وقيل غيره، " مندل " بكسر الميم عن الخطيب وغيره، ويقولون بفتحها، اسمه عمرو، " سحنون " بضم السين وفتحها عبد السلام، " مطين ومشكدانه " وآخرون والله أعلم.

النوع الخمسون:

في الأسماء والكنى

صنف فيه ابن المديني، ثم مسلم ثم النسائي، ثم الحاكم أبو أحمد، ثم ابن منده، وغيرهم. والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى، ومصنفه بيوب على حروف الكنى، وهو أقسام.

الأول: من سمي بالكنية لا اسم له غيرها

وهم ضربان، منله كنية كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، ومثله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كنيته أبو محمد، قال الخطيب: لا نظير لهما. وقيل: لا كنية لابن حزم.

عبد الله، " أبو مراية " بالمثناة من تحت وضم الميم وتخفيف الراء، اسمه عبد الله بن عمرو، " ا أبو معيد " مصغر حفص بن غيلان

القسم الثالث

الألقاب

سفينة " مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مهران، وقيل غيره، " مندل " بكسر الميم عن " الخطيب وغيره، ويقولون بفتحها، اسمه عمرو، " سحنون " بضم السين وفتحها عبد السلام، " ا مطين ومشكدانه " وآخرون والله أعلم

النوع الخمسون:

في الأسماء والكنى

صنف فيه ابن المديني، ثم مسلم ثم النسائي، ثم الحاكم أبو أحمد، ثم ابن منده، وغيرهم. ا والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى، ومصنفه بيوب على حروف الكنى، وهو أقسام

الأول: من سمي بالكنية لا اسم له غيرها

وهم ضربان، منله كنية كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، ومثله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كنيته أبو محمد، قال الخطيب: لا نظير لهما. وقيل: لا كنية لابن حزم

الثاني: من لا كنية له كأبي بلال عن شريك، وكأبي حصين. بفتح الحاء، عن أبي حاتم الرازي.

القسم الثاني: من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا

كأبي أناس، بالنون، صحابي، وأبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي شيبة الخدري، وأبي الأبيض عن أنس، وأبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، وأبي النجيب بالنون المفتوحة، وقيل بالتاء المضمومة، وأبي حريز بالحاء والزاي، الموقفي، والموقف محلة بمصر.

القسم الثالث: من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية

كأبي تراب علي بن أبي طالب أبي الحسن، وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحمن، وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن، وأبي تميلة يحيى بن واضح أبي محمد، وأبي الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر وأبي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد أبي محمد، وأبي حازم العبدوي عمر بن أحمد أبي حفص.

القسم الرابع: من له كنيتان أو أكثر

كابن جريح أبي الوليد وأبي خالد، ومنصور الفراوي أبي بكر وأبي الفتح، وأبي القاسم.

القسم الخامس: من اختلف في كنيته

كأسامة بن زيد أبي زيد، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله وقيل أبو خارجة، وخلائق لايحصون، وبعضهم كالذي قبله.

القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه

كأبي بصرة الغفاري، حميل بضم الحاء المهملة على الأصح، وقيل بجيم مفتوحة، وأبي جحيفة وهب، وقيل وهب الله، وأبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولاً، وهو أول مكنى بها، وأبي بردة بن أبي موسى، قال الجمهور: عامر. وابن معين: الحارث، وأبي بكر بن عياش المقري فيه نحو أحد عشر، قيل: أصحها شعبة، وقيل: أصحها اسمه كنيته.

القسم السابع: من اختلف فيهما

كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل

.الثاني: من لا كنية له كأبي بلال عن شريك، وكأبي حصين. بفتح الحاء، عن أبي حاتم الرازي

দ্বিতীয়: যার কোনো কুনিয়া (উপনাম) নেই, যেমন: শরীকের সূত্রে আবু বিলাল, এবং আবু হুসাইন (হা অক্ষর ফাতহাযুক্ত), আবু হাতেম রাযীর সূত্রে।

القسم الثاني: من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا
দ্বিতীয় প্রকার: যারা তাদের কুনিয়ার দ্বারা পরিচিত কিন্তু তাদের কোনো নাম আছে কি নেই তা জানা যায়নি।
كأبي أناس، بالنون، صحابي، وأبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي شيبة الخدري، وأبي الأبيض عن أنس، وأبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، وأبي النجيب بالنون المفتوحة، وقيل بالتاء المضمومة، وأبي حريز بالحاء والزاي، الموقفي، والموقف محلة بمصر.

যেমন: আবু উনাস (নূন অক্ষরযুক্ত), একজন সাহাবী; এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম আবু মুওয়াইহিবাহ; এবং আবু শায়বাহ আল-খুদরী; এবং আনাসের সূত্রে আবু আল-আবইয়াদ; এবং ইবনে উমারের গোলাম আবু বকর ইবনে নাফি'; এবং আবু নাজীব (নূন অক্ষর ফাতহাযুক্ত), আবার বলা হয়েছে (তা অক্ষর দাম্মাযুক্ত); এবং আবু হারীয (হা ও যা অক্ষরযুক্ত), আল-মাওকিফী; আর মাওকিফ মিশরের একটি মহল্লা।

القسم الثالث: من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية
তৃতীয় প্রকার: যারা একটি কুনিয়ায় প্রসিদ্ধ হয়েছেন কিন্তু তাদের অন্য একটি নাম ও কুনিয়াও আছে।
كأبي تراب علي بن أبي طالب أبي الحسن، وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحمن، وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن، وأبي تميلة يحيى بن واضح أبي محمد، وأبي الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر وأبي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد أبي محمد، وأبي حازم العبدوي عمر بن أحمد أبي حفص.

যেমন: আবু তুরাব আলী ইবনে আবি তালিব (আবু আল-হাসান); এবং আবু আয-যিনাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান (আবু আবদির রহমান); এবং আবু আর-রিজাল মুহাম্মদ ইবনে আবদির রহমান (আবু আবদির রহমান); এবং আবু তুমাইলাহ ইয়াহইয়া ইবনে ওয়াদিহ (আবু মুহাম্মদ); এবং আবু আল-আযান আল-হাফিজ উমার ইবনে ইব্রাহিম (আবু বকর);

এবং আবু আশ-শাইখ আল-হাফিজ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (আবু মুহাম্মদ); এবং আবু হাযিম আল-আবদাওয়ী উমার ইবনে আহমদ (আবু হাফস)।

القسم الرابع: من له كنيتان أو أكثر
চতুর্থ প্রকার: যাদের দুটি বা ততোধিক কুনিয়া আছে।
كابن جريج أبي الوليد وأبي خالد، ومنصور الفراوي أبي بكر وأبي الفتح، وأبي القاسم.

যেমন: ইবনে জুরাইজ (আবু আল-ওয়ালিদ ও আবু খালিদ); এবং মানসুর আল-ফাররাভী (আবু বকর ও আবু আল-ফাতহ, এবং আবু আল-কাসিম)।

القسم الخامس: من اختلف في كنيته
পঞ্চম প্রকার: যাদের কুনিয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে।
كأسامة بن زيد أبي زيد، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله وقيل أبو خارجة، وخلائق لايحصون، وبعضهم كالذي قبله.

যেমন: উসামা ইবনে যায়েদ (আবু যায়েদ), এবং বলা হয়েছে: আবু মুহাম্মদ, আবার বলা হয়েছে: আবু আবদুল্লাহ, এবং বলা হয়েছে: আবু খারিজাহ; এবং এমন অসংখ্য ব্যক্তি আছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বোক্তদের মতো।

القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه
ষষ্ঠ প্রকার: যাদের কুনিয়া পরিচিত কিন্তু তাদের নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে।
كأبي بصرة الغفاري، حميل بضم الحاء المهملة على الأصح، وقيل بجيم مفتوحة، وأبي جحيفة وهب، وقيل وهب الله، وأبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولاً، وهو أول مكنى بها، وأبي بردة بن أبي موسى، قال الجمهور: عامر. وابن معين: الحارث، وأبي بكر بن عياش المقري فيه نحو أحد عشر، قيل: أصحها شعبة، وقيل: أصحها اسمه كنيته.

যেমন: আবু বাসরাহ আল-গিফারী; হুমাইল (হা অক্ষর দাম্মাযুক্ত, এটিই অধিক সঠিক), এবং বলা হয়েছে জিম অক্ষর ফাতহাযুক্ত; এবং আবু জুহায়ফাহ ওয়াহাব, এবং বলা হয়েছে ওয়াহাবুল্লাহ; এবং আবু হুরায়রাহ, আবদির রহমান ইবনে সাখর (ত্রিশটি মতের মধ্যে এটিই অধিক সঠিক), এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে এই কুনিয়ার দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিল; এবং আবু বুরদাহ ইবনে আবি মুসা, জমহুর (অধিকাংশ আলেম) বলেছেন: আমির। আর ইবনে মা'ঈন বলেছেন: হারিস; এবং আবু বকর ইবনে আইয়াশ আল-মুকরী, তার সম্পর্কে প্রায় এগারোটি মত আছে, বলা হয়েছে: সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক সঠিক হলো শু'বাহ, এবং বলা হয়েছে: সর্বাধিক সঠিক হলো তার নামই তার কুনিয়া।

القسم السابع: من اختلف فيهما

সপ্তম প্রকার: যাদের নাম ও কুনিয়া উভয় সম্পর্কে মতভেদ আছে।

كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম সাফীনাহ। বলা হয়েছে

(ص: 104)التقريب والتيسير للنووي

عمير، وقيل صالح وقيل مهران أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري.

القسم الثامن: من عرف بالاثنين

كآباء عبد الله أصحاب المذاهب، سفيان الثوري، ومالك، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.

القسم التاسع: من اشتهر بهما مع العلم باسمه

كأبي إدريس الخولاني عائذ الله رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم.

النوع الحادي والخمسون:

معرفة كنى المعروفين بالأسماء

من شأنه أن يبوب على الأسماء، فممن يكنى بأبي محمد من الصحابة طلحة، وعبد الرحمن بن عون، والحسن بن علي، وثابت بن قيس، وكعب بن عجرة، والأشعث بن قيس، وعبد الله بن جعفر، وابن عمرو، وابن بحينة وغيرهم، وبأبي عبد الله: الزبير، والحسين، وسلمان، وحذيفة، وعمرو بن العاص، وغيرهم، وبأبي عبد الرحمن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وزيد بن الخطاب، وابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم وفي بعضهم خلاف، والله أعلم.

উমাইর, এবং বলা হয়েছে সালেহ, এবং বলা হয়েছে মেহরান আবু আব্দুর রহমান, এবং বলা হয়েছে আবুল বাখতারী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: যারা উভয় নামে পরিচিত ছিলেন
যেমন মাযহাবের ইমামগণ, যাদের কুনিয়াত ছিল আবু আব্দুল্লাহ: সুফিয়ান সাওরি, এবং মালিক, এবং মুহাম্মাদ ইবন ইদরিস আশ-শাফিঈ, এবং আহমদ ইবন হাম্বল, এবং অন্যান্যরা।

নবম পরিচ্ছেদ: যারা উভয় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাদের প্রকৃত নাম জানা সত্ত্বেও
যেমন আবু ইদরিস আল-খাওলানী আ'ইযুল্লাহ। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

একান্নতম প্রকার:
নাম দ্বারা পরিচিত ব্যক্তিদের কুনিয়াত (উপনাম) জানা

এটি এমন একটি বিষয় যা নাম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। সাহাবীদের মধ্যে যারা আবু মুহাম্মাদ কুনিয়াতে পরিচিত ছিলেন: তালহা, এবং আব্দুর রহমান ইবন আওফ, এবং আল-হাসান ইবন আলী, এবং সাবিত ইবন কায়স, এবং কা'ব ইবন উজরা, এবং আল-আশ'আস ইবন কায়স, এবং আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর, এবং ইবন আমর, এবং ইবন বুহাইনা এবং অন্যান্যরা। এবং যারা আবু আব্দুল্লাহ কুনিয়াতে পরিচিত ছিলেন: আয-যুবাইর, এবং আল-হুসাইন, এবং সালমান, এবং হুযাইফা, এবং আমর ইবন আল-আস, এবং অন্যান্যরা। এবং যারা আবু আব্দুর রহমান কুনিয়াতে পরিচিত ছিলেন: ইবন মাসউদ, এবং মু'আয ইবন জাবাল, এবং যায়দ ইবন আল-খাত্তাব, এবং ইবন উমর, এবং মু'আবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান, এবং অন্যান্যরা। তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 105)التقريب والتيسير للنووي

النوع الثاني والخمسون:

الألقاب

وهي كثيرة ومن لا يعرفها قد يضنها أسامي، فيجعل من ذكر باسمه في موضع وبقلبه في آخر شخصين، وألف فيه جماعة، وما كرهه الملقب لا يجوز وما لا فيجوز، وهذه نبذة منه. معاوية الضال: ذل في طريق مكة، عبد الله بن محمد الضعيف: كان ضعيفاً في جسمه، محمد بن الفضل أبو النعمان عارم: كان بعيداً من العرامة وهي الفساد، غندر: لقب جماعة كل منهم محمد بن جعفر، أولهم محمد بن جعفر صاحب شعبة، والثاني يروي عن أبي حاتم، والثالث عنه أبو نعيم، والرابع عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا به، غنجار: اثنان بخاريان، عيسى بن موسى عن مالك والثوري، والثاني صاحب تاريخها، صاعقة: محمد بن عبد الرحيم: لشدة حفظه، عنه البخاري، شباب: لقب خليفة صاحب

التاريخ، زنيج، بالزاي والجيم، أبو غسان: محمد بن عمرو شيخ مسلم، رسته: عبد الرحمن الأصبهاني، سنيد: الحسين بن داود، بندار: محمد بن بشار، قيصر: أبو النضر هاشم بن القاسم، الأخفش: نحويون، أحمد بن عمران: متقدم، وأبو الخطاب المذكور في سيبويه، وسعيد بن مسعدة الذي يروي عنه كتاب سيبويه وعلي بن سليمان صاحب ثعلب والمُبَرِّد، مربع: محمد بن إبراهيم، جزرة: صالح بن محمد، عبيد العجل " بالتنوين " الحسين بن محمد، كليجة: محمد بن صالح، ما غمه: هو علان، وهو علي بن الحسن بن عبد الصمد، ويجمع بينهما فيقال: علان ما غمه، سجادة: المشهور الحسن بن حماد، وسجادة الحسين بن أحمد، عبدان الله: عبد الله بن عثمان، وغيره، مشكدانة، ومطين، والله أعلم.

বায়ান্নতম প্রকার:

উপাধি

এগুলো প্রচুর। যারা এগুলো জানে না, তারা এগুলোকে নাম মনে করতে পারে, ফলে এক স্থানে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য স্থানে যার উপাধি উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি মনে করতে পারে। অনেক গবেষক এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যা অপছন্দ করেছেন তা বৈধ নয়, আর যা করেননি তা বৈধ। এখানে তার কিছু অংশ দেওয়া হলো: মু'আবিয়া আদ্-দাল (পথভ্রষ্ট): মক্কার পথে তিনি পথ হারিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দাঈফ (দুর্বল): তাঁর শরীর দুর্বল ছিল। মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল আবুল নু'মান 'আরিম (উচ্ছৃঙ্খল/দুষ্ট): তিনি 'আরামা (অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা/দুষ্টামি) থেকে দূরে ছিলেন। গুন্দার: এটি এমন একদল লোকের উপাধি যাদের প্রত্যেকে মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর। তাদের প্রথমজন মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর, শু'বার সাথী। দ্বিতীয়জন আবু হাতেম থেকে বর্ণনা করেন। তৃতীয়জন থেকে আবু নু'আইম বর্ণনা করেন। চতুর্থজন আবু খলীফা আল-জুমাহী ও অন্যান্য থেকে। এবং আরও অনেকে এই উপাধিতে পরিচিত। গাঞ্জার: দুইজন বুখারী। ঈসা ইবনে মূসা, মালিক ও সাওরী থেকে (বর্ণনা

করেন)। এবং দ্বিতীয়জন তার (বুখারার) ইতিহাসের রচয়িতা। সা'ইকা (বজ্রপাত): মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহীম: তার প্রবল স্মৃতির কারণে। বুখারী তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। শাবাব: খলীফা, যিনি ইতিহাসের রচয়িতা, তার উপাধি। জুনায়জ (যা অক্ষর ও জিম অক্ষর দ্বারা): আবু গাসসান: মুহাম্মাদ ইবনে আমর, মুসলিমের শায়খ। রুস্তা: আব্দুর রহমান আল-আসফাহানী। সুনাইদ: আল-হুসাইন ইবনে দাউদ। বান্দার: মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার। কায়সার: আবুল নাদর হাশিম ইবনুল কাসিম। আল-আখফাশ (ক্ষীণদৃষ্টি): ব্যাকরণবিদগণ। আহমাদ ইবনে ইমরান: অগ্রগণ্য। এবং আবুল খাত্তাব, যিনি সীবাবাইহ-এর কিতাবে উল্লিখিত। এবং সাঈদ ইবনে মাস'আদা, যার থেকে সীবাবাইহ-এর কিতাব বর্ণিত। এবং আলী ইবনে সুলায়মান, যিনি সা'লাব ও আল-মুবাররিদ-এর সাথী। মুরব্বা': মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম। জাযারাহ (গাজর): সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ। উবাইদ আল-'আজাল (তানউইন সহ): আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ। কুল্লাইজাহ (ছোট রুটি): মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ। মা গাম্মাহু (যা তাকে চিন্তিত করেনি): তিনি আল্লান, এবং তিনি আলী ইবনুল হাসান ইবনে আব্দুস সামাদ। উভয়কে একত্রিত করে বলা হয়: আল্লান মা গাম্মাহু। সাজ্জাদাহ (নামাজের মাদুর): সুপরিচিত আল-হাসান ইবনে হাম্মাদ। এবং সাজ্জাদাহ আল-হুসাইন ইবনে আহমাদ। আবদানুল্লাহ: আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান, এবং অন্যান্য। মুশ্কাদানা, ও মুতায়্যিন। আল্লাহই ভালো জানেন।

النوع الثالث والخمسون:

المؤتلف والمختلف

هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث ومن لم يعرفه يكثر خطؤه، وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ، وفيه مصنفات أحسنها وأكملها " الاكمال " لابن ماكولا وفيه إعواز، وأتمه ابن نقطة، وهو منتشر لا ضابط في أكثره، وما ضبط قسمان.

القسم الأول: على العموم كسلاّم كله مشدد إلا خمسة: والد عبد الله بن سلام، ومحمد بن سلام شيخ البخاري، الصحيح تخفيفه، وقيل: مشدد، وسلام بن محمد بن ناهض، وسماه الطبراني سلامة وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي الجبائي، قال المبرد: ليس في كلام العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله الصحابي، وسلام بن أبي الحقيق، قال: وزاد آخرون سلام بن مشكم خمار في الجاهلية والمعروفة تشديده، عمارة ليس فيهم بكسر العين إلا أبي بن عمارة الصحابي، ومنهم من ضمه، ومن عداه جمهورهم بالضم، وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم، " كريز " بالفتح في خزاعة وبالضم في عبد شمس وغيرهم " حزام " بالزاي في قريش وبالراء في الأنصار " العيشيون " بالمعجمة بصريون وبالمهملة مع الموحدة كوفيون ومع النون شاميون غالباً " أبو عبيدة " كله بالضم " السفر " بفتح الفاء كنية وبإسكانها في الباقي " عسل " بكسر ثم إسكان إلا عسل بن ذكوان الأخباري فبفتحهما " غنام " كله بالمعجمة والنون إلا والد علي بن عثام فبالمهملة والمثلثة " قمير " كله مضموم إلا امرأة مسروق فبالفتح " مسور " كله مكسور مخفف الواو إلا ابن يزيد الصحابي، وابن عبد الملك اليربوعي فبالضم والتشديد، " الجمال " كله بالجيم في الصفات إلا هرون بن عبد الله الحمال

পঞ্চাশতম অধ্যায়:

আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ

এটি একটি মহান জ্ঞানক্ষেত্র, যা জানা বিদ্বানদের জন্য, বিশেষ করে হাদিসবিদদের জন্য অপরিহার্য। যে এটি জানে না তার ভুল বেশি হয়। এটি এমন যা লেখায় একরকম কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার মধ্যে ইবন মাকুলার "আল-ইকমাল" সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ, তবে এতে কিছু অপূর্ণতা ছিল, যা ইবন নুকতা

সম্পন্ন করেছেন। এটি ব্যাপক বিস্তৃত এবং এর অধিকাংশের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, তবে যা সুনির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় পড়ে তা দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার: সাধারণভাবে সালাম (سلام) -এর মতো, যার সবগুলিই তাশদিদযুক্ত (شدّ), তবে পাঁচটি ব্যতীত: আব্দুল্লাহ ইবন সালামের পিতা; মুহাম্মদ ইবন সালাম, বুখারীর শাইখ (তার সঠিক উচ্চারণ তাখফিফযুক্ত, যদিও কেউ কেউ তাশদিদযুক্ত বলেছেন); সালাম ইবন মুহাম্মদ ইবন নাহীদ (যাকে তাবারানি সালামাহ বলে উল্লেখ করেছেন); এবং মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব ইবন সালাম আল-মু'তাযিলি আল-জাব্বাঈ-এর দাদা। আল-মুবাররাদ বলেছেন: আরবদের ভাষায় সালাম (سلام) তাখফিফযুক্ত (خفّف) শুধুমাত্র সাহাবী আব্দুল্লাহর পিতা এবং সালাম ইবন আবী আল-হাকীক ব্যতীত। তিনি বলেন: এবং অন্যরা জাহিলিয়্যাতের খাম্মার সালাম ইবন মিশকামকে যোগ করেছেন, যদিও তার পরিচিতি তাশদিদযুক্ত। উমারা (عمارة) নামধারীদের মধ্যে 'আইন'-এর কাসরা (كسرة) সহ শুধুমাত্র সাহাবী উবাই ইবন উমারাহ (أبي بن عمارة) আছেন, তাদের কেউ কেউ 'আইন'-কে দম্মা (ضمة) সহ বলেছেন, এবং তিনি ব্যতীত তাদের অধিকাংশেরই 'আইন' দম্মা সহ। এবং তাদের মধ্যে একদল 'ফা'তহা' (فتحة) এবং মিম-এ তাশদিদ (تشديد) সহ। "কুরাইজ" (كريز) খাযা'আ গোত্রে ফাতহা (فتح) সহ এবং আবদ শামস ও অন্যদের ক্ষেত্রে দম্মা (ضم) সহ। "হিযাম" (حزام) কুরাইশে 'যা' (زاي) সহ এবং আনসারদের মধ্যে 'রা' (راء) সহ। "আল-আইশিয়্যুন" (العيشيون) - 'মু'জামা' (নুকতাযুক্ত অক্ষর - যেমন غ) সহ বসরীগণ, এবং 'মুহমালা' (নুকতাহীন অক্ষর - যেমন ع) ও 'মুওয়াহহাদা' (এক-নুকতাযুক্ত অক্ষর - যেমন ب) সহ কুফীগণ, আর 'নুন' (نون) সহ হলে সাধারণত শামীগণ। "আবু উবাইদা" (أبو عبيدة) এর সবগুলিই দম্মা (ضم) সহ। "আস-সাফার" (السفر) 'ফা'-এর ফাতহা (فتح) সহ হলে কুনিয়া (উপনাম), আর বাকি ক্ষেত্রে 'ফা'-এর সুকুন (إسكان) সহ। "আসাল" (عسل) 'আইন'-এর কাসরা (كسر) ও 'সাদ'-এর সুকুন (إسكان) সহ, তবে আখবারী আসাল ইবন যাকওয়ান (عسل بن ذكوان) এর ক্ষেত্রে উভয় অক্ষর ফাতহা (فتح) সহ। "গান্নাম" (غنام) এর সবগুলিই 'গাইন' (غ) এবং 'নুন' (ن) সহ, তবে আলি ইবন উথামের পিতার ক্ষেত্রে 'আইন' (ع) এবং 'থা' (ث) সহ। "কুমাইর" (قمير) এর সবগুলিই দম্মা (ضم) সহ, তবে মাসরুকের স্ত্রীর ক্ষেত্রে ফাতহা (فتح) সহ। "মিসওয়ার" (مسور) এর সবগুলিই কাসরা

(كسر) সহ ও 'ওয়াও' তাখফিফযুক্ত (মৃদু), তবে সাহাবী ইবন ইয়াযিদ এবং ইবন আব্দুল মালিক আল-ইয়াররবু'ঈ-এর ক্ষেত্রে দম্মা (ضم) সহ ও তাশদিদযুক্ত (مشدد)। "আল-জামাল" (الجمال) গুণবাচক নামগুলিতে 'জিম' (جيم) সহ, তবে হারুন ইবন আব্দুল্লাহ আল-হাম্মাল (الحمال) ব্যতীত।

فبالحاء، وجاء في الأسماء أبيض ابن حمال، وحمال بن مالك بالحاء وغيرهما " الهمداني " بالاسكان والمهملة في المتقدمين أكثر، وبالفتح والمعجمة في المتأخرين أكثر، " عيسى بن أبي الحناط " بالمهملة والنون وبالمعجمة مع الموحد ومع المثناة من تحت كلها جائزة، وأولهما أشهر، ومثله " مسلم الخياط " فيه الثلاثة.

القسم الثاني: ما في الصحيحين أو الموطأ " يسار " كله بالمثناة ثم المهملة إلا محمد بن بشار فبالموحدة والمعجمة وفيهما سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين " بشر " كله بكسر الموحدة وإسكان المعجمة إلا أربعة فبضمها وإهمالها، " عبد الله بن بسر الصحابي "، وبسر بن سعيد، وابن عبيد الله، وابن محجن وقيل هذا بالمعجمة " بشير " كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا اثنين فبالضم ثم الفتح، بشير بن كعب وبشير بن يسار، وثالثاً، بضم المثناة وفتح المهملة " يسير " بن عمرو ويقال: أسير؛ ورابعاً بضم النون وفتح المهملة قطن بن نسير، " يزيد " كله بالزاي إلا ثلاثة بريد بن عبد الله بن أبي بردة المكسورتين، وقيل بفتحها ثم بالنون، وعلي بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء مثناة من تحت " البراء " كله بالتخفيف إلا أبا معشر البراء، وأبا العالية فبالتشديد، " حارثة " كله بالحاء إلا جارية بن قدامة،

ويزيد بن جارية، وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية، والأسود بن العلاء بن جارية فبالجيم، " جرير " بالجيم والراء إلا حريز بن عثمان وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخراً ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران ووالد زيد وزياد

ফাবিল-হা (حاء), এবং নামসমূহে এসেছে আবইয়াদ ইবন হাম্মাল, এবং হাম্মাল ইবন মালিক বিল-হা (حاء) সহ এবং অন্যান্য। "আল-হামাদানী" পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাকিন (سكون) সহ এবং মাহমালা (مهملة - ডটবিহীন হা) দ্বারা, আর পরবর্তীদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফাতহা (فتحة) সহ এবং মু'জামা (معجمة - জিম) দ্বারা। "ঈসা ইবন আবিল-হান্নাত" মাহমালা (ح) এবং নুন (ن) দ্বারা, এবং মু'জামা (ج) সহ মুওয়াহিহদা (এক ডটযুক্ত অক্ষর) দ্বারা, এবং নিচের দিকে দু'টি নুকতাযুক্ত অক্ষর (ث) সহ—এ সবগুলোই বৈধ, এবং এর মধ্যে প্রথমটিই বেশি প্রসিদ্ধ। এবং অনুরূপ "মুসলিম আল-খাইয়্যাত"-এর ক্ষেত্রে এই তিনটিই (সম্ভাব্য)।

দ্বিতীয় অংশ: যা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) অথবা মুয়াত্তা-তে আছে: "ইয়াসার" পুরোটা প্রথমে দ্বিদন্ত (يا) তারপর মাহমালা (সীন - س) দ্বারা, শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবন বাশার ব্যতীত, সেক্ষেত্রে মুওয়াহিহদা (বা - ب) এবং মু'জামা (শীন - ش) দ্বারা। এবং এই দুই (সহীহাইন)-তে রয়েছে সায়্যার ইবন সালামা এবং ইবন আবি সায়্যার, সীন (س) অক্ষরকে অগ্রবর্তী করে। "বিশর" পুরোটা মুওয়াহিহদা (বা - ب) এর কাসরা (كسرة) এবং মু'জামা (শীন - ش) এর সাকিন (سكون) সহ, শুধুমাত্র চারজন ব্যতীত, তাদের ক্ষেত্রে দম্মা (ضمة) এবং মাহমালা (সীন - س) সহ: "আব্দুল্লাহ ইবন বুস্র আস-সাহাবী", এবং বুস্র ইবন সা'ঈদ, এবং ইবন উবাইদুল্লাহ, এবং ইবন মুহজিন—এবং বলা হয়েছে যে এটি মু'জামা (শীন - ش) দ্বারা। "বাশীর" পুরোটা মুওয়াহিহদা (বা - ب) এর ফাতহা (فتحة) এবং মু'জামা (শীন - ش) এর কাসরা (كسرة) সহ, শুধুমাত্র দু'জন ব্যতীত, তাদের ক্ষেত্রে দম্মা (ضمة) তারপর ফাতহা (فتحة): বাশীর ইবন কা'ব এবং বাশীর ইবন ইয়াসার। এবং তৃতীয়ত, দ্বিদন্ত (ইয়া - ي) এর দম্মা (ضمة) এবং মাহমালা (সীন - س) এর ফাতহা (فتحة) সহ "ইয়ুসায়র ইবন আমর" এবং বলা হয়: উসায়র। এবং চতুর্থত নুন (ন - ن) এর দম্মা (ضمة) এবং মাহমালা (সীন -

س) এর ফাতহা (فتحة) সহ কুতন ইবন নুসায়র। "ইয়াযীদ" পুরোটা যা (যা - ز) অক্ষর দ্বারা, শুধুমাত্র তিনজন ব্যতীত: বুরাইদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবি বুরদা (যার দু'টি অক্ষর কাসরাযুক্ত), এবং বলা হয়েছে যে, ফাতহা সহ এবং তারপর নুন দ্বারা, এবং আলী ইবন হাশিম ইবনুল বারীদ, মুওয়াহিহদা (বা - ب) এর ফাতহা (فتحة) এবং রা (র - ر) এর কাসরা (كسرة) সহ, এবং তারপর নিচের দিকে দু'টি নুকতাযুক্ত অক্ষর (ইয়া - ي)। "আল-বারা'" পুরোটা তাখফিফ (تخفيف - শিনবিহীন) সহ, শুধুমাত্র আবুল মা'শার আল-বার্রা' এবং আবুল আলিয়া ব্যতীত, তাদের ক্ষেত্রে তাশদিদ (تشديد - শিনযুক্ত) সহ। "হারিসা" পুরোটা হা (ح) অক্ষর দ্বারা, শুধুমাত্র জারিয়া ইবন কুদামা, এবং ইয়াযীদ ইবন জারিয়া, এবং আমর ইবন আবি সুফিয়ান ইবন উসায়দ ইবন জারিয়া, এবং আল-আসওয়াদ ইবনুল আলা ইবন জারিয়া ব্যতীত, তাদের ক্ষেত্রে জিম (ج) অক্ষর দ্বারা। "জারীর" জিম (জ - ج) এবং রা (র - ر) অক্ষর দ্বারা, শুধুমাত্র হুরইয ইবন উসমান এবং আবু হুরইয আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন আল-রাবী আন ইকরিমা ব্যতীত, তাদের ক্ষেত্রে হা (ح) এবং শেষে যা (যা - ز) অক্ষর দ্বারা। এবং এর কাছাকাছি হচ্ছে হুদায়র (حدير), হা (ح) এবং দাল (দ - د) দ্বারা, যিনি ইমরানের পিতা এবং যায়দ ও যিয়াদ-এর পিতা।

" خراش " كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة " حصين " كله بالضم والصاد المهملة إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح وأبا ساسان حصين ابن المنذر فبالضم والضاد المعجمة " حازم " بالمهملة إلا أبا معاوية محمد بن خازم بالمعجمة " حيان " كله بالمثناة إلا حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان، وجد حبان ابن واسع بن حبان، وحبان بن هلال منسوباً وغير منسوب عن شعبة ووهيب، وهمام، وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء، وحبان بن عطية وابن موسى منسوباً وغير منسوب عن عبد الله هو ابن

المبارك، وحبان ابن العرقة فبالكسر والموحدة " حبيب " كله بفتح المهملة إلا خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب غير منسوب عن حفص بن عاصم، وأبا خبيب كنية ابن الزبير فبضم المعجمة " حكيم " كله بفتح الحاء إلا حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم فبالضم، " رباح " كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين وقال البخاري بالوجهين، " زبيد " ليس فيهما إلا زبيد بن الحارث بالموحدة ثم بالمثناة ولا في الموطأ إلا زبيد بن الصلت بمثناتين بكسر أوله ويضم " سليم " كله بالضم إلا ابن حبان فبالفتح " سريج " كله بالمعجمة والحاء إلا ابن يونس وابن النعمان وأحمد بن أبي شريح فبالمهملة وبالجيم " سالم " كله بالألف إلا سلم بن زرير، وابن قتيبة، وابن أبي الذيال، وابن عبد الرحمن فبحذفها "

"খরাশ": সবই খোয়ে মু'জামা দিয়ে, তবে রাবঈ-এর পিতা হায়ে মুহমালা দিয়ে। "হুসায়ন": সবই যম্মা (পেশ) ও সোয়াদ-ই মুহমালা দিয়ে, তবে আবূ হুসায়ন উসমান ইবন আসিম ফাতহা (যবর) দিয়ে এবং আবূ সাসন হুসায়ন ইবনুল মুনযির যম্মা ও দোয়াদ-ই মু'জামা দিয়ে। "হাযিম": হায়ে মুহমালা দিয়ে, তবে আবূ মুআবিয়া মুহাম্মাদ ইবন খাযিম খোয়ে মু'জামা দিয়ে। "হায়্যান": সবই দু'নুক্তা (ইয়া) দিয়ে, তবে হাব্বান ইবন মুনকিয (ওয়াসি ইবন হাব্বান-এর পিতা এবং মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হাব্বান ও হাব্বান ইবন ওয়াসি ইবন হাব্বান-এর দাদা), এবং হাব্বান ইবন হিলাল (শুবাহ, উহায়ব, হাম্মাম ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত, নাম উল্লেখ করা হোক বা না হোক), এরা সবাই এক নুক্তা (বা) ও হা-এর ফাতহা (যবর) দিয়ে। আর হাব্বান ইবন আতিয়্যা এবং ইবন মূসা (আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইবনুল মুবারাক থেকে বর্ণিত, নাম উল্লেখ করা হোক বা না হোক), এবং হাব্বান ইবনুল আরকাহ – এরা কাসরা (যের) ও এক নুক্তা (বা) দিয়ে। "হাবীব": সবই হা-এর ফাতহা (যবর) দিয়ে, তবে খুবাইব ইবন আদী, এবং খুবাইব ইবন আব্দুর রহমান ইবন খুবাইব (হাফস ইবন আসিম থেকে বর্ণিত, নাম উল্লেখ করা হোক বা না হোক), এবং আবূ খুবাইব

(ইবন যুবায়র-এর উপনাম) – এরা খো-এর যম্মা (পেশ) দিয়ে। "হাকীম": সবই হা-এর ফাতহা (যবর) দিয়ে, তবে হাকীম ইবন আব্দুল্লাহ এবং রযীক ইবন হাকীম যম্মা (পেশ) দিয়ে। "রাব্বাহ": সবই এক নুক্তা (বা) দিয়ে, তবে যিয়াদ ইবন রিয়াহ (আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে), অধিকাংশের মতে দু'নুক্তা (ইয়া) দিয়ে, আর ইমাম বুখারী উভয়টিই বলেছেন। "যুবায়দ": এই দুই কিতাবে (অর্থাৎ পূর্বোক্ত কিতাবসমূহে) যবীরাদ ইবনুল হারিস ছাড়া আর কেউ নেই, ইনি এক নুক্তা (বা) দিয়ে, তারপর দু'নুক্তা (ইয়া) দিয়ে। আর মুওয়াত্তা-তে যুবায়দ ইবনুস সলত ছাড়া আর কেউ নেই, ইনি দু'নুক্তা (ইয়া) দিয়ে, যার প্রথম অক্ষর কাসরা (যের) যুক্ত এবং যম্মা (পেশ) যুক্তও হতে পারে। "সুলীম": সবই যম্মা (পেশ) দিয়ে, তবে ইবন হিব্বান ফাতহা (যবর) দিয়ে। "সুরিইজ": সবই জীম (নুকতাদার) ও হা (নুকতাবিহীন) দিয়ে (অর্থাৎ নামটিতে জীম অথবা হা উভয়ই ব্যবহৃত হতে পারে)। তবে ইবন ইউনুস, ইবনুন নু'মান এবং আহমাদ ইবন আবী শুরেইহ-এর ক্ষেত্রে তা হায়ে মুহমালা (নুকতাবিহীন হা) এবং জীম উভয় দিয়ে। "সালিম": সবই আলিফ দিয়ে, তবে সালম ইবন যুরয়র, এবং ইবন কুতায়বা, এবং ইবন আবীয যিয়্যাল, এবং ইবন আব্দুর রহমান আলিফ ছাড়া।

(ص: 109)التقريب والتيسير للنووي

سليمان " كله بالياء إلا سليمان الفارسي وابن عامر والأغر، وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها. " سلمة " بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه، وبني سلمة من الأنصار فبالكسر، وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان " شيبان " كله بالمعجمة وفيها سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان بالمهملة والنون " عبيدة " بالضم إلا السلماني، وابن سفيان، وابن حميد، وعامر بن عبيدة فبالفتح " عبيد " كله بالضم "

عبادة " بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح " عبدة " بإسكان الموحدة إلا عامر بن عبدة، وبجالة بن عبدة فبالفتح والإسكان " عباد " كله بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف " عقيل " بالفتح إلا ابن خالد وهو عن الزهري غير منسوب ويحيى بن عقيل وبني عقيل فبالضم " واقد " كله بالقاف.

الأنساب: " الأيلي " كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة " البزاز " بزاءين إلا خلف بن هشام البزاز، والحسن بن الصباح فآخرهما راء " البصري " بالباء مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وعبد الواحد النصري، وسالماً مولى النصرين فبالنون " الثوري " كله بالمثلثة إلا أبا يعلي محمد بن التوزي فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي " الجريري " كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى بن بشر شيخهما فبالحاء المفتوحة " الحارثي " بالحاء والمثلثة وفيها سعد الجاري بالجيم " الحزامي " كله

সুলায়মান " সম্পূর্ণটাই 'ইয়া' সহকারে, তবে সুলায়মান আল-ফারসী, ইবন আমির, আল-আগার এবং আব্দুর রহমান ইবন সালমান - এগুলোতে 'ইয়া' বাদ যাবে। " সালামাহ " 'লাম' এর উপর ফাতহা সহকারে, তবে আমর ইবন সালামাহ (তাঁর সম্প্রদায়ের ইমাম) এবং আনসারদের বনু সালামাহ - এগুলোতে 'লাম' এর উপর কাসরা হবে; আর আব্দুল খালিক ইবন সালামাহর ক্ষেত্রে উভয় উচ্চারণই গ্রহণযোগ্য। " শায়বান " সম্পূর্ণটাই মু'জামা (বিন্দুযুক্ত 'শীন' সহকারে); আর এর অন্তর্ভুক্ত সিনান ইবন আবি সিনান, ইবন রাবী'আহ, ইবন সালামাহ, আহমাদ ইবন সিনান, আবু সিনান দিরার ইবন মুররাহ এবং উম্মু সিনান - এগুলোতে মুহমালা (বিন্দুবিহীন 'সীন' সহকারে) এবং নুন (অক্ষর) হবে। " উবাইদাহ " 'বা' এর উপর দম্মা সহকারে, তবে আস-সুলমানী, ইবন সুফিয়ান, ইবন হুমাইদ এবং আমির ইবন উবাইদাহ - এগুলোতে 'বা' এর উপর ফাতহা হবে। " উবায়েদ "

সম্পূর্ণটাই দম্মা সহকারে। " উবাদাহ " 'বা' এর উপর দম্মা সহকারে, তবে মুহাম্মদ ইবন উবাদাহ (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) - এগুলোতে 'বা' এর উপর ফাতহা হবে। " আবদাহ " এক-নুকতাবিশিষ্ট অক্ষরের ('বা') উপর সুকুন সহকারে, তবে আমির ইবন আবদাহ এবং বাজালা ইবন আবদাহ - এগুলোর ক্ষেত্রে (এক-নুকতাবিশিষ্ট অক্ষরের 'বা' এর উপর) ফাতহা এবং (অন্য অক্ষরের উপর) সুকুন সহকারে। " আব্বাদ " সম্পূর্ণটাই ফাতহা ও তাশদিদ সহকারে, তবে কাইস ইবন আব্বাদ - এগুলোতে দম্মা ও তাখফীফ সহকারে। " আকীল " 'কাফ' এর উপর ফাতহা সহকারে, তবে ইবন খালিদ (যিনি যুহরীর সূত্রে অসম্পর্কিত/অজ্ঞাত), ইয়াহইয়া ইবন আকীল এবং বনু আকীল - এগুলোতে 'কাফ' এর উপর দম্মা হবে। " ওয়াকিদ " সম্পূর্ণটাই 'কাফ' সহকারে।

নিসবাতসমূহ: " আল-আইলী " সম্পূর্ণটাই হামযার উপর ফাতহা এবং সানিয়া (দ্বিতীয় অক্ষর 'ইয়া') এর উপর সুকুন সহকারে। " আল-বাজ্জাজ " দুটি 'যা' সহকারে, তবে খালাফ ইবন হিশাম আল-বাজ্জাজ এবং হাসান ইবন আস-সাবাহ - এগুলোর শেষ অক্ষর 'রা' সহকারে (অর্থাৎ আল-বাজ্জার)। " আল-বাসরী " 'বা' এর উপর ফাতহা অথবা কাসরা সহকারে, যা বসরা শহরের সাথে সম্বন্ধিত, তবে মালিক ইবন আউস ইবনুল হাদাসান আন-নাসরী, আব্দুল ওয়াহিদ আন-নাসরী এবং সালিম (আন-নাসরাইন এর মাওলা) - এগুলোর ক্ষেত্রে 'নুন' সহকারে (অর্থাৎ আন-নাসরী)। " আস-সাওরী " সম্পূর্ণটাই মুসাল্লাসা (তিন-নুকতাবিশিষ্ট 'ছা' সহকারে), তবে আবু ইয়া'লা মুহাম্মদ ইবনুত-তাওযী - এগুলোর ক্ষেত্রে ফাউক (উপরের দিকে দুই নুকতাবিশিষ্ট 'তা' সহকারে), খোলা ওয়াও-এর উপর তাশদিদ এবং 'যা' সহকারে (অর্থাৎ আত-তাওযী)। " আল-জুর‍্যারী " সম্পূর্ণটাই 'জীম' এর উপর দম্মা এবং 'রা' এর উপর ফাতহা সহকারে, তবে ইয়াহইয়া ইবন বিশর (তাদের উস্তাদ) - এগুলোর ক্ষেত্রে 'হা' এর উপর ফাতহা সহকারে (অর্থাৎ আল-হারীরী)। " আল-হারিসী " 'হা' এবং মুসাল্লাসা (তিন-নুকতাবিশিষ্ট 'ছা' সহকারে), আর এর অন্তর্ভুক্ত সা'দ আল-জারী - 'জীম' সহকারে। " আল-হিজামী " সম্পূর্ণটাই

بالزاي، وقوله في مسلم في حديث أبي اليسر: كان لي على فلان الحرامي. قيل بالراء وقيل بالزاي، وقيل الجذامي بالجيم والذال " السلمي " في الأنصار بفتحها ويجوز في لغية كسر اللام وبضم السين في بني سليم، " الهمداني " كله بالاسكان والمهملة، والله أعلم.

النوع الرابع والخمسون:

المتفق والمفترق

وهو متفق خطاً ولفظاً وللخطيب فيه كتاب نفيس وهو أقسام: الأول: اتفقت أسمائهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد ستة. أولهم: شيخ سيبويه ولم يسم أحد أحمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أبي خليل هذا. والثاني: أبو بشير المزني البصري. الثالث: أصبهاني. الرابع: أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي. الخامس: أبو سعيد البستي القاضي، روي عنه البيهقي. السادس: أبو سعيد البستي الشافعي، عنه أبو العباس العذري.

الثاني: اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وفي عصر واحد. أحدهم: القطيعي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. الثاني: السقطي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد الدورقي. الثالث: دينوري عن عبد الله بم محمد بن سنان. الرابع: طرطوسي عن عبد الله بن جابر الطرطوسي، محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان في عصر روى عنهما الحاكم، أحدهما: أبو العباس الأصم، والثاني: أبو عبد الله بن الأخرم الحافظ.

اباجাই (ازا) বর্ণ দিয়ে, এবং মুসলিমের আবু আল-ইয়াসারের হাদীসে তাঁর উক্তি: "আমার অমুক হারামী ব্যক্তির কাছে পাওনা ছিল।" বলা হয়েছে 'রা' বর্ণ দিয়ে, আবার বলা হয়েছে

'যা' বর্ণ দিয়ে, এবং বলা হয়েছে 'জিম' ও 'জাল' দিয়ে 'আল-জুযামী'। আনসারদের মধ্যে "আস-সুলামী" (সা অক্ষর) ফাতহা (উপরে জবর) সহ, এবং একটি আঞ্চলিক উচ্চারণ (লুগিয়া) অনুসারে 'লাম' এর কাসরা (নিচে যের) এবং বনী সুলাইম-এ 'সিন' এর দম্মা (উপরে পেশ) সহ জায়েজ আছে। "আল-হামাদানী" (সম্পূর্ণ) ইসকান (সাকিন) এবং ইজমাল (বিন্দুবিহীন অক্ষর) সহ। আল্লাহই ভালো জানেন।

চতুর্থপঞ্চাশতম প্রকার:
আল-মুত্তাফাক ওয়াল-মুফতারাক (সাদৃশ্যপূর্ণ ও ভিন্ন)
এটি লিখন ও উচ্চারণে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল-খতিবের এই বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। এটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত:
প্রথমত: যাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন আল-খলীল ইবন আহমাদ — ছয়জন। তাদের প্রথমজন: সীবাওয়াইহ-এর শাইখ। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে এই আবু খলীল-এর পূর্বে কেউ 'আহমাদ' নামে পরিচিত ছিল না। দ্বিতীয়জন: আবু বশীর আল-মুযানী আল-বাসরী। তৃতীয়জন: ইসফাহানী। চতুর্থজন: আবু সাঈদ আস-সিজযী, আল-হানফী বিচারক। পঞ্চমজন: আবু সাঈদ আল-বুস্তী, বিচারক, তার থেকে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন। ষষ্ঠজন: আবু সাঈদ আল-বুস্তী, আশ-শাফিঈ, তার থেকে আবু আল-আব্বাস আল-উযরী বর্ণনা করেছেন।
দ্বিতীয়ত: যাদের নাম, তাদের পিতার নাম এবং তাদের দাদার নাম সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন আহমাদ ইবন জাফর ইবন হামদান — চারজন। তাদের সবাই এমন ব্যক্তির থেকে বর্ণনা করেছেন যার নাম আবদুল্লাহ এবং তারা একই যুগে ছিলেন। তাদের একজন: আল-কুতাই'ঈ আবু বকর, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন হানবাল থেকে (বর্ণনাকারী)।
দ্বিতীয়জন: আস-সাকাতী আবু বকর, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ আদ-দাওরাকী থেকে।
তৃতীয়জন: দীনওয়ারী, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সিনান থেকে। চতুর্থজন: তারতুসী, আব্দুল্লাহ ইবন জাবির আত-তারতুসী থেকে। মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কুব ইবন ইউসুফ আন-নিসাবুরী — দুজন (ছিলেন) একই যুগে, তাদের থেকে আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন।

তাদের একজন: আবু আল-আব্বাস আল-আসসাম, এবং দ্বিতীয়জন: আবু আব্দুল্লাহ ইবন আল-আখরাম আল-হাফিজ।

الثالث: ما اتفق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني اثنان: عبد الملك التابعي، وموسى بن سهيل البصري، وأبي بكر بن عياش ثلاثة: القاري، والحمصي، عنه جعفر بن عبد الواحد، والسلمي الباجدّائي.

الرابع: عكسه كصالح بن أبي صالح أربعة: مولى التوأمة والذي أبوه أبو صالح السلمان والسدوسي عن علي وعائشة ومولى عمرو بن حريث.

الخامس: اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور عنه البخاري، والثاني: أبو سلمة ضعيف.

السادس: في الاسم أو الكنية كحماد، وعبد الله وشبهه. قال سلمة بن سليمان: إذا قيل بمكة عبد الله فهو الزبير، أو بالمدينة فابن عمر، وبالكوفة ابن مسعود، وبالبصرة ابن عباس، وبخراسان ابن المبارك، وقال الخليلي: إذا قاله المصري فابن عمرو، والمكي فابن عباس، وقال بعض الحفاظ: إن شعبة يروي عن شعبة عن ابن عباس كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا أبا جمزة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي وإنه إذا أطلقه فهو بالجيم.

السابع: في النسبة كالآملي. قال السمعاني: أكثر علماء طبرستان من آملها وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد شيخ البخاري وخطئ أبو علي الغساني، ثم القاضي عياض في قولهما إنه إلى آمل طبرستان، ومن ذلك الحنفي

إلى بني حنيفة وإلى المذهب، وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادة ياء، ووافقهم من النحويين ابن الأنباري وحده.

তৃতীয়: যাদের কুনিয়া (উপনাম) ও নিসবা (বংশ বা স্থানগত পরিচয়) মিলে গেছে, যেমন আবু ইমরান আল-জাওনী দুইজন: আব্দুল মালিক, তাবিঈ; এবং মূসা ইবনে সুহাইল আল-বাসরী। আর আবু বকর ইবনে আইয়াশ তিনজন: আল-কারী; এবং আল-হিমসী, তাঁর থেকে জা'ফর ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন; এবং আস-সুলামী আল-বাজাদাঈ।
চতুর্থ: এর বিপরীত, যেমন সালেহ ইবনে আবি সালেহ চারজন: মাওলা আত-তাওআমাহ; এবং যার পিতা আবু সালেহ আস-সালমান; এবং আস-সাদূসী, যিনি আলী ও আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন; এবং আমর ইবনে হুরাইথের মাওলা।
পঞ্চম: যাদের নাম, পিতার নাম এবং নিসবা এক (অভিন্ন), যেমন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী, প্রসিদ্ধ বিচারক, যার থেকে বুখারী বর্ণনা করেন; এবং দ্বিতীয় জন: আবু সালামা, তিনি দুর্বল (দুর্বল রাবী)।
ষষ্ঠ: নাম বা কুনিয়ার অভিন্নতা, যেমন হাম্মাদ, আব্দুল্লাহ এবং এর মতো অন্যান্য। সালামা ইবনে সুলাইমান বলেছেন: মক্কায় যখন আব্দুল্লাহ বলা হয়, তখন তিনি হলেন আয-যুবাইর; বা মদীনায় হলে তিনি হলেন ইবনে উমর; আর কুফায় হলে ইবনে মাসউদ; এবং বসরার ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস; আর খোরাসানে হলে ইবনে মুবারক। আর খলীলী বলেছেন: যদি মিশরীয় ব্যক্তি তাকে (আব্দুল্লাহ) বলে, তবে তিনি হলেন ইবনে আমর; আর মক্কাবাসী বললে ইবনে আব্বাস। আর কতিপয় হাফিয (হাদীস বিশারদ) বলেছেন: নিশ্চয় শু'বা, শু'বা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন; এদের সবাই আবু হামযা (ح এবং ز দ্বারা); তবে আবু জামযা (ح এবং ر দ্বারা) নাসর ইবনে ইমরান আদ-দাবাঈ নন; এবং যদি তিনি (শু'বা) তাকে (অর্থাৎ আবু জামযাকে) শর্তহীনভাবে উল্লেখ করেন, তবে তা জীম দ্বারা (অর্থাৎ নাসর ইবনে ইমরান আদ-দাবাঈ উদ্দেশ্য)।
সপ্তম: নিসবায় অভিন্নতা, যেমন আল-আমিলী। সামআনী বলেছেন: তাবারিস্থানের অধিকাংশ আলেম তাদের আমিল (শহর) থেকে। আর জাইহুন আমিলের (শহরের) সাথে সম্পর্কিত হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ, যিনি বুখারীর শাইখ; এবং আবু

আলী আল-গাস্সানী, অতঃপর কাজী আইয়াদ ভুল করেছেন তাদের এ উক্তিতে যে, তিনি তাবারিস্থানের আমিলের সাথে সম্পর্কিত। এর মধ্যে রয়েছে 'আল-হানফী', যা বনী হানিফা গোত্র এবং (হানাফী) মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত। এবং অনেক মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ) মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত করার জন্য 'হানাফী' শব্দটি অতিরিক্ত 'ইয়া' সহ ব্যবহার করেন। এবং ব্যাকরণবিদদের মধ্যে কেবল ইবনুল আনবারীই তাদের সাথে একমত হয়েছেন।

(ص: 112)التقريب والتيسير للنووي

ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر، والله أعلم.

النوع الخامس والخمسون:

المتشابه

يتركب من النوعين قبله، وللخطيب فيه كتاب وهو أن يتفق أسماؤهما أو نسبهما ويختلف ويأتلف ذلك في أبويهما أو عكسه، كموسى بن علي بالفتح كثيرون وبضمها موسى بن عُلَيّ بن رباح المصري ومنهم من فتحها، وقيل: بالضم لقب وبالفتح اسم، وكمحمد بن عبد الله المخرمي بضمة ثم فتحة ثم كسرة إلى مخرم بغداد مشهور، ومحمد بن عبد الله المخرمي إلى مخرمة غير مشهور، روى عن الشافعي، وكثور بن يزيد الكلاعي، وثور بن يزيد الديلي في الصحيحين، والأول في مسلم خاصة، وكأبي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة، سعد بن إياس، ومثله اللغوي إسحاق بن مرار كضراب، وقيل: كغزال، وقيل: كعمار، وأبي عمرو

الشيباني التابعي بالمهملة، زرعة والد يحيى، وكعمرو بن زرارة بفتح العين جماعة منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسابوري وبضمها يعرف بالحدثي، والله أعلم.

ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر، والله أعلم.

পঞ্চান্নতম প্রকার:
আল-মুতাশাবিহ (সাদৃশ্যপূর্ণ)
এটি এর পূর্ববর্তী দুটি প্রকারের সমন্বয়ে গঠিত। খতিব (বাগদাদী)-এর এ বিষয়ে একটি কিতাব (গ্রন্থ) আছে। আর তা হলো যখন দু'জনের নাম বা বংশ একই হয়, কিন্তু তাদের পিতা-মাতায় ভিন্নতা ও সাদৃশ্য থাকে, অথবা এর বিপরীত হয়। যেমন: মুসা ইবনে আলী (যার 'আইন' হরফটি 'ফাতহা' বা জবর সহকারে উচ্চারিত হয়) এমন ব্যক্তিরা অনেক আছেন। আর 'জম্মা' (পেশ) সহকারে (অর্থাৎ মুসা ইবনে উলায়্য) হলেন মুসা ইবনে উলায়্য ইবনে রাবাহ আল-মিসরি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটি 'ফাতহা' সহকারেও উচ্চারণ করেছেন। বলা হয়েছে: 'জম্মা' সহকারে (উলায়্য) উপাধি এবং 'ফাতহা' সহকারে (আলী) আসল নাম। এবং যেমন: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মাখরামি (যিনি 'মিম'-এ জম্মা, 'খা'-এ ফাতহা, 'রা'-এ কাসরা সহকারে বাগদাদের মাখরাম অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত) তিনি প্রসিদ্ধ। আর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মাখরামি (যিনি অন্য মাখরামা অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত) তিনি প্রসিদ্ধ নন; তিনি শাফিঈ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং যেমন: থাওর ইবনে ইয়াজিদ আল-কালাঈ, ও থাওর ইবনে ইয়াজিদ আদ-দাইলি উভয়ই সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ আছেন, তবে প্রথমজন শুধু মুসলিম (শরীফ)-এ আছেন। এবং যেমন: আবু আমর আশ-শাইবানি আত-তাবিঈ, যার উপাধির প্রথম অক্ষরটি 'শিন' (ش) দ্বারা (বিন্দুযুক্ত) হয়, তিনি সা'দ ইবনে ইয়াস। এবং তার মতো একজন ভাষাবিদ আছেন, ইসহাক ইবনে মারার, যার নাম 'দিরাব' (ضراب) এর মতো উচ্চারিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন: 'গাজ্জাল' (غزال) এর মতো, আবার কেউ বলেছেন: 'আম্মার' (عمار) এর

মতো। এবং আবু আমর আস-সিবানি আত-তাবিঈ, যার উপাধির প্রথম অক্ষরটি 'সিন' (س) দ্বারা (বিন্দুবর্জিত) হয়, তিনি হলেন যুর'আ, ইয়াহইয়ার পিতা। এবং যেমন: আমর ইবনে যুরারা, যার নামের 'আইন' হরফটি 'ফাতহা' (জবর) সহকারে উচ্চারিত হয়, এমন একটি দল রয়েছে, তাদের মধ্যে মুসলিম (শরীফ)-এর শায়খ আবু মুহাম্মাদ আন-নাইসাপুরি উল্লেখযোগ্য। আর 'জম্মা' (পেশ) সহকারে ('উমরু') উচ্চারণ হলে তিনি আল-হাদাসি নামে পরিচিত। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النوع السادس والخمسون:

المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير

كيزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، والجرشي المخضرم المشتهر بالصلاح، وهو الذي استسقى به معاوية، والأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل، وكالوليد بن مسلم التابعي البصري والمشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي، ومسلم بن الوليد بن رباح المدني، والله أعلم.

النوع السابع والخمسون:

معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

وهم أقسام:

الأول: إلى أمه كمعاذ ومعوذ وعوذ

ويقال: عوف بن عفراء وأبوهم الحارث، وبلال بن حمامة أبوه رباح، سهيل، وصفوان بنو بيضاء أبوهم وهب، شرحبيل بن حسنة أبوه عبد الله المطاع، ابن

بحينة أبوه مالك، محمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب، إسماعيل بن علية أبوه إبراهيم، والله أعلم.

الثاني: إلى جدته

كيعلى بن منية كركبة هي أم أبيه، وقيل أمه، بشير بن الخصاصية بتخفيف الياء هي أم الثالث من أجداده، وقيل أمه، أبوه معبد.

ছাপ্পান্নতম প্রকার:

নাম ও বংশপরিচয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু অগ্র-পশ্চাতের কারণে স্বতন্ত্র

যেমন ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-খুযাঈ, যিনি সাহাবী ছিলেন, এবং জারশী আল-মাখরাম (যিনি জাহিলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন), যিনি সলাহ তথা ধার্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; মুআবিয়া যার মাধ্যমে বৃষ্টি চেয়েছিলেন, এবং আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ আন-নাখঈ, যিনি ফাযিল তাবেঈ ছিলেন। আরও যেমন: ওয়ালীদ ইবন মুসলিম, যিনি বসরাবাসী তাবেঈ এবং প্রসিদ্ধ দামেস্কবাসী, আওযাঈ-এর শিষ্য ছিলেন, এবং মুসলিম ইবনুল ওয়ালীদ ইবন রাবাহ আল-মাদানী। আল্লাহই ভালো জানেন।

সাতান্নতম প্রকার:

যারা তাদের পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে সম্পর্কিত তাদের পরিচয়

তারা কয়েক প্রকার:

প্রথমত: তাদের মায়ের দিকে (সম্পর্কিত)

যেমন: মু'আয, মু'আওওয়ায এবং আওয।

বলা হয়: আওফ ইবন আফরা, এবং তাদের পিতা ছিলেন হারিস। এবং বিলাল ইবন হামামা, তার পিতা ছিলেন রাবাহ। সুহাইল, সাফওয়ান - বাইদা-এর পুত্রগণ, তাদের পিতা ছিলেন ওয়াহব। শুরাহবিল ইবন হাসানা, তার পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ আল-মুতা'। ইবন বুহায়না, তার পিতা ছিলেন মালিক। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা, তার পিতা ছিলেন আলী

ইবন আবি তালিব। ইসমাঈল ইবন উলাইয়া, তার পিতা ছিলেন ইব্রাহীম। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয়ত: তার দাদীর দিকে (সম্পর্কিত)
যেমন: ইয়া'লা ইবন মুনিয়্যা, কারকাবা (মুনিয়্যার মা) ছিলেন তার পিতার মা, আবার বলা হয় তিনি তার মা ছিলেন। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (ইয়া-এর তাখফীফ সহকারে), তিনি তার দাদা-পরদাদার মধ্যে তৃতীয়জনের মা ছিলেন, আবার বলা হয় তিনি তার মা ছিলেন। তার পিতা ছিলেন মা'বাদ।

(ص: 114)التقريب والتيسير للنووي

الثالث: إلى جده أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه
عامر بن عبد الله بن الجراح. حمل ابن النابغة هو ابن مالك بن النابغة.
مجمع بالفتح والكسر ابن جارية بالجيم هو ابن يزيد بن جارية أبو جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. بنو الماجشون بكسر الجيم وضم الشين،
منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، هو لقب يعقوب جرى على بنيه
وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. ومعناه الأبيض والأحمر. ابن أبي
ليلى الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد
الله بن أبي مليكة. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل. بنو أبي شيبة
أبو بكر وعثمان والقاسم. بنو محمد بن أبي شيبة.

الرابع: إلى أجنبي لسبب

كالمقداد بن عمرو الكندي، يقال له: ابن الأسود لأنه كان ي حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه، والحسن بن دينار هو زوج أمه، وأبوه واصل، والله أعلم.

النوع الثامن الخمسون:

النسب التي على خلاف ظاهرها

أبو مسعود البدري لم يشهدها في قول الأكثرين بل نزلها، سليمان التيمي نزل فيهم ليس منهم،

الثالث: إلى جده أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

আমির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। হুমাল ইবনুন্নাবেগাহ, তিনি হলেন মালিক ইবনুন্নাবেগাহ-এর পুত্র। মুজাম্মি' (ফাথা ও কাসরা সহ), ইবনু জারিয়াহ (জীম সহ), তিনি হলেন ইয়াযিদ ইবনু জারিয়াহ-এর পুত্র। আবু জুরাইজ আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু জুরাইজ। বানুল মাজিশুন (জীম-এ কাসরা এবং শীন-এ দম্মা সহ)। তাঁদের মধ্যে ইউসুফ ইবনু ইয়া'কুব ইবনু আবি সালামাহ আল-মাজিশুন অন্যতম। এটি ইয়া'কুবের উপাধি যা তাঁর পুত্রগণ এবং তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি সালামাহ আল-মাজিশুনের পুত্রগণের উপর প্রযোজ্য হয়েছিল। এর অর্থ হলো ‘সাদা ও লাল’। ইবনু আবি লায়লা আল-ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা। ইবনু আবি মুলাইকা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আবি মুলাইকা। আহমদ ইবনু হাম্বল, তিনি হলেন আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল। বানু আবি শাইবা: আবু বকর, উসমান ও আল-কাসিম, মুহাম্মাদ ইবনু আবি শাইবা-এর পুত্রগণ।

الرابع: إلى أجنبي لسبب

যেমন আল-মিকদাদ ইবনু আমর আল-কিন্দি। তাঁকে ইবনুল আসওয়াদ বলা হয়, কারণ তিনি আসওয়াদ ইবনু আবদ ইয়াগূসের আশ্রয়ে ছিলেন এবং তিনি তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন। আর হাসান ইবনু দীনার হলেন তাঁর মায়ের স্বামী। আর তাঁর পিতা হলেন ওয়াসিল। আল্লাহই সম্যক অবগত।

পঞ্চাশতম ও অষ্টম প্রকার:
যে নসবগুলো তাদের প্রতীয়মান অর্থের পরিপন্থী
আবু মাসউদ আল-বাদরী অধিকাংশের মতে তাতে (বদর যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেননি, বরং তিনি সেখানে (বদরে) বসবাস করতেন। সুলাইমান আত-তাইমী তাঁদের (বনু তাইম) মধ্যে বসবাস করতেন, কিন্তু তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নন।

(ص: 115)التقريب والتيسير للنووي

أبو خالد الدالاني نزل في بني دالان بطن من همدان وهو نزل شعبهم بمكة، عبد الملك العرزمي نزل جبانة عرزم قبيلة من فزارة بالكوفة، محمد بن سنان العوقي بفتحها وبالقاف باهلي نزل في العوقة بطن من عبد القيس، أحمد بن يوسف السلمي عند مسلم هو أزدي وكانت أمه سليمة، وأبو عمرو بن نجيد السلمي كذلك فإنه حافده، وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي كذلك فإن جده ابن عم أحمد بن يوسف كانت أمه بنت أبي عمرو والمذكور، مقسم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث، قيل مولى ابن عباس للزومه إياه، يزيد الفقير أصيب في فقار ظهره، خالد الحذاء لم يكن حذاء وكان يجلس فيهم، والله أعلم.

النوع التاسع والخمسون:
المبهمات

صنف فيه عبد الغني، ثم الخطيب، ثم غيرهما وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب وهذبته ورتبته ترتيباً حسناً وضممت إليه نفائس، ويعرف بوروده مسمى في بعض الروايات.

আবু খালিদ আদ-দালানি বনি দালান গোত্রে বসতি স্থাপন করেন, যা হামদান গোত্রের একটি শাখা। তিনি মক্কায় তাদের শাখায় বসতি স্থাপন করেন। আব্দুল মালিক আল-আরযামি কুফায় ফাযারা গোত্রের শাখা জাব্বানাত আরযামে বসতি স্থাপন করেন। মুহাম্মাদ ইবনে সিনান আল-আওকী (আ-এর ফাতাহা এবং কাফ বর্ণ দিয়ে) বাহিলি গোত্রের। তিনি আওকাতে বসতি স্থাপন করেন, যা আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি শাখা। আহমাদ ইবনে ইউসুফ আস-সুলামি; মুসলিমের মতে, তিনি আযদি গোত্রের ছিলেন এবং তাঁর মা ছিলেন সুলাইমা। আবু আমর ইবনে নুজাইদ আস-সুলামিও তেমনই, কেননা তিনি তাঁর নাতি ছিলেন। আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামি আস-সুফিও তেমনই, কেননা তাঁর দাদা আহমাদ ইবনে ইউসুফের চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তাঁর মা ছিলেন উল্লিখিত আবু আমরের কন্যা। মুকাসসিম, ইবনে আব্বাসের মাওলা; তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হারিসের মাওলা ছিলেন। তাঁকে ইবনে আব্বাসের মাওলা বলা হয়েছে তাঁর সাথে লেগে থাকার কারণে। ইয়াযিদ আল-ফাকির তাঁর পিঠের মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। খালিদ আল-হাদ্দা জুতো প্রস্তুতকারক ছিলেন না, বরং তাদের (জুতো প্রস্তুতকারকদের) সাথে বসতেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ঊনষাটতম প্রকার:
অপ্রকাশ্য নামাবলী
এ বিষয়ে আব্দুল গনি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তারপর আল-খাতীব, তারপর অন্যান্যরা। আর আমি আল-খাতীবের কিতাবকে সংক্ষিপ্ত করেছি, তাকে সুবিন্যস্ত করেছি, উত্তম বিন্যাসে সাজিয়েছি এবং তাতে মূল্যবান সংযোজন করেছি। এবং এটি কিছু কিছু বর্ণনায় নাম উল্লেখের মাধ্যমে পরিচিত হয়।

وهو أقسام.

الأول: أبهمها رجل أو امرأة كحديث ابن عباس أن رجلاً قال يا رسول الله: آلحج كل عام، هو الأقرع بن حابس، وحديث السائلة عن غسل الحيض فقال صلى الله عليه وسلم: " خذي فرصة " هي أسماء بنت يزيد بنت السكن، وفي رواية لمسلم أسماء بنت شكل.

الثاني: الابن والبنت كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر هي زينب رضي الله عنها، ابن اللتبية عبد الله إلى بني لتب بإسكان التاء، وقيل الاتيبة ولا يصح، ابن أم مكتوم عبد الله، وقيل عمرو، وقيل غيره واسمها عاتكة.

الثالث: العم والعمة كرافع بن خديج عن عمه هو ظهير بن رافع، زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك، عمة جابر التي بكت أباه يوم أحد هي فاطمة بنت عمرو، وقيل: هند.

الرابع: الزوج والزوجة زوج سبيعة سعد بن خولة، زوج بروع بالفتح، وعند المحدثين بالكسر، هلال بن مرة، والله أعلم.

এবং এটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম: পুরুষ বা মহিলাকে আবছা রাখা হয়েছে, যেমন ইবন আব্বাসের হাদিসে এসেছে যে, একজন ব্যক্তি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! হজ্ব কি প্রতি বছর?" তিনি হলেন আল-আকরা' ইবন হাবিস। এবং হায়িযের গোসল সম্পর্কে প্রশ্নকারিণী মহিলার হাদিস, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি একটি (সুগন্ধি) তুলা নাও।" তিনি হলেন আসমা বিনত ইয়াযিদ বিনত আস-সাকান। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে আসমা বিনত শাকাল।

দ্বিতীয়: ছেলে ও মেয়ে, যেমন উম্মে আতিয়্যার হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের গোসল সম্পর্কে পানি ও সিদর দিয়ে; তিনি হলেন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইবন আল-লুতবিয়্যাহ হলেন আবদুল্লাহ, (তিনি) বনু লুতব গোত্রের (لتب) যেখানে 'তা' অক্ষরটি সাকিন সহকারে উচ্চারিত হয়। এবং বলা হয়েছে আল-উতাইবিয়্যাহ (العتيبة), তবে এটি সঠিক নয়। ইবন উম্মে মাকতুম হলেন আবদুল্লাহ, এবং বলা হয়েছে আমর, এবং অন্য কোনো নামও বলা হয়েছে। তাঁর (মাতার) নাম ছিল আতিকা।

তৃতীয়: চাচা ও ফুফু। যেমন রাফি' ইবন খাদীজ তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন যুহাইর ইবন রাফি'। যিয়াদ ইবন ইলাকাহ তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন কুতবাহ ইবন মালিক। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফুফু, যিনি উহুদ দিবসে তাঁর পিতার জন্য কেঁদেছিলেন, তিনি হলেন ফাতিমা বিনত আমর। এবং বলা হয়েছে: হিন্দ।

চতুর্থ: স্বামী ও স্ত্রী। সুবাই'আহর স্বামী হলেন সা'দ ইবন খাওলা। বারওয়া' (ব-তে ফাতহা) এর স্বামী, আর মুহাদ্দিসীনদের মতে বিরওয়া' (ব-তে কাসরা), তিনি হলেন হিলাল ইবন মুররাহ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(ص: 117)التقريب والتيسير للنووي

النوع الستون:

التواريخ والوفيات

هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين.

فروع

الأول: الصحيح في سن سيدنا محمد سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثلاث وستون، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشر خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنها التاريخ، وأبو بكر في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وعمر في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وعثمان رضي الله عنه في سنة خمس وثلاثين ابن اثنتين وثمانين سنة وقيل ابن تسعين، وقيل غيره، وعلي رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان سنة أربعين ابن ثلاث وستين، وقيل أربع، وقيل خمس، وطلحة والزبير رضي الله عنهما في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين، قال الحاكم: كانا ابني أربع وستين، وقيل غير قوله، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سنة خمس وخمسين على الأصح ابن ثلاث وسبعين، وسعيد رضي الله تعالى عنه سنة إحدى وخمسين ابن ثلاث أو أربع وسبعين، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين ابن خمس وسبعين، وأبو عبيدة رضي الله عنه سنة ثماني عشرة ابن ثمان وخمسين، وفي بعض هذا خلاف.

ষাটতম প্রকার:

তারিখ ও ওফাতসমূহ

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা, যার মাধ্যমে হাদীসের ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছিন্নতা জানা যায়। একদল লোক অপর একদল থেকে বর্ণনা করার দাবি করেছিল, অতঃপর যখন তারিখ পরীক্ষা করা হলো, তখন প্রকাশিত হলো যে তারা তাদের মৃত্যুর বহু বছর পর তাদের থেকে বর্ণনা করার দাবি করেছে।

শাখা-প্রশাখা

প্রথম: আমাদের নেতা, মানবজাতির সরদার, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর বয়স সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত হলো তেষট্টি (৬৩) বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার দিবাগত সকালে, হিজরতের একাদশ বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে ইন্তেকাল করেন, আর এই হিজরতের তারিখ থেকেই (ইসলামী) তারিখের সূচনা হয়েছে। আর আবু বকর (রা.) তেরো হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (ইন্তেকাল করেন)। এবং উমর (রা.) তেইশ হিজরীর যুলহাজ্জা মাসে (ইন্তেকাল করেন)। এবং উসমান (রা.) পঁয়ত্রিশ হিজরীতে বিরাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, তবে নব্বই বছরও বলা হয়েছে এবং অন্য মতও আছে। এবং আলী (রা.) চল্লিশ হিজরীর রমজান মাসে তেষট্টি বছর বয়সে (ইন্তেকাল করেন)। তবে চৌষট্টি (৬৪) বা পঁয়ষট্টি (৬৫) বছরও বলা হয়েছে। এবং তালহা ও যুবাইর (রা.) ছত্রিশ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (ইন্তেকাল করেন)। হাকিম বলেছেন: তাঁরা চৌষট্টি বছর বয়স্ক ছিলেন। তবে তাঁর উক্তি ব্যতীত অন্য মতও রয়েছে। এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) পঁঞ্চান্ন হিজরীতে, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিয়াত্তর (৭৩) বছর বয়সে (ইন্তেকাল করেন)। এবং সাঈদ (রা.) একান্ন হিজরীতে তিয়াত্তর বা চুয়াত্তর বছর বয়সে (ইন্তেকাল করেন)। এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বত্রিশ হিজরীতে পঁচাত্তর বছর বয়সে (ইন্তেকাল করেন)। এবং আবু উবাইদাহ (রা.) আঠারো হিজরীতে আঠান্ন বছর বয়সে (ইন্তেকাল করেন)। এর কিছু কিছু বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে।

(ص: 118)التقريب والتيسير للنووي

الثاني: صحابيان عاشا ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين حكيم بن حزام، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، قال ابن إسحاق: عاش حسان وآباؤه الثلاثة كل واحد مائة وعشرين، ولا يعرف لغيرهم من العرب مثله، وقيل مات حسان سنة خمسين.

الثالث: أصحاب المذاهب المتبوعة: سفيان الثوري مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة مولده سنة سبع وتسعين، مالك بن أنس مات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة، قيل ولد سنة ثلاث وتسعين، وقيل إحدى، وقيل أربع، وقيل سبع، أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة خمسين ومائة ابن سبعين، أبو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي مات بمصر آخر رجب سنة أربع ومائتين، وولد سنة خمسين ومائة، أبو عبد الله أحمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين، ولد سنة أربع وستين ومائة.

الرابع: أصحاب كتب الحديث المعتمدة: أبو عبد الله البخاري ولد يوم الجمعة لثلاث خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ومات ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، ومسلم مات بنيسابور لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين ابن خمس وخمسين، وأبو داود السجستاني مات بالبصرة في شوال سنة خمس وسبعين ومائتين، وأبو عيسى الترمذي مات بترمذ لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين وأبو عبد الرحمن النسائي مات سنة ثلاث وثلاثمائة.

দ্বিতীয়: দুই সাহাবী, যারা জাহিলিয়্যাতে ষাট বছর এবং ইসলামে ষাট বছর বেঁচে ছিলেন এবং ৫৪ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন: হাকীম ইবনে হিযাম এবং হাসসান ইবনে সাবিত ইবনে মুনযির ইবনে হারাম। ইবনে ইসহাক বলেছেন: হাসসান এবং তাঁর তিন পূর্বপুরুষ প্রত্যেকে একশত বিশ বছর বেঁচে ছিলেন, আরবদের মধ্যে তাদের ছাড়া আর কারো এমনটি জানা যায় না। বলা হয়ে থাকে, হাসসান ৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয়: প্রসিদ্ধ মাযহাবের ইমামগণ: সুফিয়ান সাওরি বসরায় ১৬১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম ৯৭ হিজরীতে। মালিক ইবনে আনাস মদীনায় ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ৯৩, বা ৯১, বা ৯৪, বা ৯৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আবু হানিফা আন-নুমান ইবনে সাবিত বাগদাদে ১৫০ হিজরীতে সত্তর বছর বয়সে

মৃত্যুবরণ করেন। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈ মিশরে রজব মাসের শেষে ২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল বাগদাদে রবিউল আখের মাসে ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

চতুর্থ: প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের প্রণেতাগণ: আবু আবদুল্লাহ আল-বুখারী ১৯৪ হিজরীর শাওয়ালের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরীর ঈদুল ফিতরের রাতে মৃত্যুবরণ করেন। মুসলিম নিশাপুরে ২৬১ হিজরীর রজব মাসের আর পাঁচ দিন বাকি থাকতে পঁঞ্চান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আবু দাউদ আস-সিজিস্তানি বসরায় ২৭৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আবু ঈসা আত-তিরমিযী তিরমিযে ২৭৯ হিজরীর রজব মাসের তেরো দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেন। আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ ৩০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

(ص: 119)التقريب والتيسير للنووي

ثم سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسنوا التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم: أبو الحسن الدارقطني، مات ببغداد في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلثمائة وولد فيه سنة ست وثلاثمائة، ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري مات في صفر سنة خمس وأربعمائة وولد بها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد حافظ مصر ولد في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، ومات بمصر في صفر سنة تسع وأربعمائة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ولد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ومات في صفر سنة ثلاثين وأربعمائة بأصبهان، وبعدهم أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب ولد في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة وتوفي في بشاطبة فيه سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ثم أبو بكر البيهقي ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ومات بنيسابور

في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. ثم أبو بكر الخطيب البغدادي ولد في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ومات ببغداد في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة. رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم.

তারপর তাদের ধারাবাহিকতায় সাতজন হাফেজ, যাঁরা সুন্দরভাবে গ্রন্থনা করেছেন এবং তাঁদের গ্রন্থনাসমূহ দ্বারা বিশাল উপকার সাধিত হয়েছে: আবুল হাসান দারাকুতনী, যিনি ৩৫৮ হিজরীতে বাগদাদে জিলকদ মাসে ইন্তেকাল করেন এবং তিনি ৩০৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী, যিনি ৪০৫ হিজরীতে সফর মাসে ইন্তেকাল করেন এবং তিনি সেখানে রবিউল আউয়াল মাসে ৩২১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর আবু মুহাম্মদ আব্দুল গনি ইবনে সাঈদ, মিশরের হাফেজ, যিনি জিলকদ মাসে ৩৩২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মিশরে সফর মাসে ৪০৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আবু নু'আইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আসবাহানী, যিনি ৩৩৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং আসবাহানে সফর মাসে ৪৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এবং তাদের পর আবু উমর ইবনে আব্দুল বার, মাগরিবের হাফেজ, যিনি রবিউস সানী মাসে ৩৬৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাশাত্বাহতে (আধুনিক জাতিভা) ৪৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তারপর আবু বকর আল-বায়হাকী, যিনি ৩৮৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং নিশাপুরে জুমাদাল উলা মাসে ৪৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তারপর আবু বকর আল-খাতিব আল-বাগদাদী, যিনি জুমাদাল আখিরাহ মাসে ৩৯২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাগদাদে জিলহজ্ব মাসে ৪৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন, এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

النوع الحادي والستون:

معرفة الثقات والضعفاء

هو من أجل الأنواع، فيه يعرف الصحيح والضعيف، وفيه تصانيف كثيرة. منها مفرد في الضعفاء: ككتاب البخاري، والنسائي، والعقيلي، والدارقطني، وغيرها، وفي الثقاة: كالثقاة لابن حبان، ومشترك: كتاريخ البخاري، وابن أبي خيثمة وما أغرز فوائده، وابن أبي حاتم وما أجله، وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة، ويجب على المتكلم فيه التثبت فقد أخطأ غير واحد بجرحهم بما لا يجرح، وتقدمت أحكامه في " الثالث والعشرين " والله أعلم.

النوع الثاني والستون:

من خلط من الثقات

هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيق به فمنهم من خلط لخرفه، أو لذهاب بصره، أو لغيره، فيقبل ما روى عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل ما بعده أو شك فيه، فمنهم عطاء بن السائب فاحتجبوا برواية الأكابر عنه كالثوري، وشعبة إلا حديثين سمعهما شعبة بآخرة، ومنهم أبو إسحاق السبيعي ويقال: سماع عيينة منه بعد اختلاطه، ومنهم سعيد الجريري وابن أبي عروبة، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي، وربيعة الرأي شيخ مالك وصالح مولى التوأمة، وحصين بن عبد الرحمن الكوفي، وعبد الوهاب الثقفي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، وعبد الرزاق عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، وعارم، وأبو قلابة الرقاشي، وأبو أحمد

একষট্টিতম প্রকার:

নির্ভরযোগ্য ও দুর্বল বর্ণনাকারীদের জ্ঞান

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকার, এর মাধ্যমে সহীহ ও দুর্বল (হাদীস) নির্ণয় করা হয়, এবং এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে দুর্বল বর্ণনাকারীদের (বিষয়ক) একক গ্রন্থ রয়েছে: যেমন বুখারী, নাসায়ী, উকাইলী, দারাকুতনী ও অন্যান্যদের কিতাব। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের (বিষয়ক গ্রন্থ) রয়েছে: যেমন ইবন হিব্বানের আল-সিকাআত। এবং উভয় বিষয়ক (যৌথ গ্রন্থ) রয়েছে: যেমন বুখারীর তারীখ, ইবন আবী খাইসামার (তারীখ) – এর উপকারিতা কতই না গভীর! এবং ইবন আবী হাতিমের (তারীখ) – তা কতই না মহৎ! শরীয়তের সুরক্ষার জন্য আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল (বর্ণনাকারীদের সমালোচনা ও সত্যায়ন) বৈধ করা হয়েছে, আর এ বিষয়ে যে কথা বলে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব। কারণ অনেকে এমন বিষয়ে তাদের সমালোচনা করেছেন যা সমালোচনার যোগ্য নয়। এর বিধানাবলী "তেইশতম প্রকার"-এ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

বাষট্টিতম প্রকার:
নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে যারা স্মৃতিবিভ্রাট/ভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র তবে এ বিষয়ে কোনো একক গ্রন্থ সুপরিচিত নয়, অথচ এটি এর যোগ্য। তাদের মধ্যে কেউ বার্ধক্যজনিত কারণে স্মৃতিবিভ্রাটের শিকার হয়েছেন, অথবা দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণে, অথবা অন্য কোনো কারণে। সুতরাং, তাদের থেকে স্মৃতিবিভ্রাট হওয়ার আগে যা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য, আর এর পরের বা সন্দেহযুক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মধ্যে রয়েছেন আতা ইবন আস-সায়িব। তাই তার থেকে সাওরী ও শু'বাহর ন্যায় প্রবীণদের বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়, তবে শু'বাহ কর্তৃক পরবর্তীতে শোনা দুটি হাদীস ব্যতীত। তাদের মধ্যে আরও রয়েছেন আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী। বলা হয়ে থাকে: উয়ায়নার তার থেকে শোনা (হাদীস) তার স্মৃতিবিভ্রাটের পর। তাদের মধ্যে আরও রয়েছেন সাঈদ আল-জুরারী এবং ইবন আবী আরুবাহ, এবং আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আল-মাসউদী, এবং রাবী'আ আর-রায়ি, যিনি মালিকের উস্তাদ, এবং সালিহ মাওলা আত-তাওয়ামা, এবং হুসায়ন ইবন আবদুর রহমান আল-কুফী, এবং আবদুল ওয়াহহাব আস-সাকাফী, এবং সুফিয়ান ইবন

উয়ায়না তার মৃত্যুর দুই বছর আগে (স্মৃতিবিভ্রাটের শিকার হয়েছিলেন), এবং আবদুর রাযযাক তার জীবনের শেষভাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাকে (হাদীস) শোনানো হতো এবং তিনি তা গ্রহণ করতেন (যদিও তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন না বা ভুল করতেন), এবং আরিম, এবং আবু কিলাবাহ আর-রাকাশী, এবং আবু আহমাদ

(ص: 121)التقريب والتيسير للنووي

الغطريفي، وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة، وأبو بكر القطيعي راوي مسند أحمد، ومن كان من هذا القبيل محتجاً به في الصحيح فهو مما عرف روايته قبل الاختلاط، والله أعلم.

النوع الثالث والستون:

طبقات العلماء والرواة

هذا فن مهم، وطبقات ابن سعد عظيم كثير الفوائد، وهو ثقة ولكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء، منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لا ينسبه،

والطبقة: القوم المتشابهون، وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة هم مع العشرة في طبقة الصحابة وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة والتابعون ثانية وأتباعهم ثالثة، وهلم جرا، وباعتبار السوابق تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم، ويحتاج الناظر فيه إلى

معرفة المواليد والوفيات، ومن رووا عنه وروى عنهم، والله أعلم.

গাতরিফী, এবং আবু তাহের, ইমাম ইবনে খুজায়মার নাতি, এবং আবু বকর আল-কুতাই'ঈ, মুসনাদ আহমদের রাবী, আর এই শ্রেণীর যে ব্যক্তি সহীহতে দলিল হিসেবে

গৃহীত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বর্ণনা স্মৃতিভ্রমের পূর্বে পরিচিত ছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

তেষট্টিতম প্রকার:
উলামা ও রাবীদের স্তরবিন্যাস
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, এবং ইবনে সা'দের স্তরবিন্যাস (তাবাকাত) মহান ও বহু উপকারী। তিনি বিশ্বস্ত হলেও এতে দুর্বল রাবীদের থেকে প্রচুর বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে তার শিক্ষক মুহাম্মদ ইবনে উমার আল-ওয়াকিদী, যার থেকে তিনি উল্লেখ করেননি। আর তাবাকা (স্তর) হলো: সদৃশ ব্যক্তিগণ। এবং আনাস ও তার মতো ছোট সাহাবীরা কোনো এক বিবেচনায় এক স্তরের হতে পারেন এবং অন্য বিবেচনায় দুই স্তরের হতে পারেন; তারা দশজনের সাথে সাহাবীদের এক স্তরে। আর এই হিসেবে, সকল সাহাবী একটি স্তর, তাবেঈন দ্বিতীয় স্তর এবং তাদের অনুসারীরা তৃতীয় স্তর, এবং এভাবেই চলতে থাকবে। আর অগ্রবর্তিতার বিবেচনায় সাহাবীরা পূর্বোক্ত হিসেবে দশটিরও বেশি স্তরে বিভক্ত। আর এর পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন

জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা, এবং কারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন ও তিনি কাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তা জানা। আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 122)التقريب والتيسير للنووي

النوع الرابع والستون:

معرفة الموالي

أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقاً: كفلان القرشي ويكون مولى لهم، ثم منهم من يقال مولى فلان ويراد مولى عتاقة وهو الغالب، ومنهم مولى الإسلام كالبخاري الإمام مولى الجعفيين ولاء إسلام، لأن جده كان مجوسياً فأسلم على

يد اليمان الجعفي، وكذلك الحسن الماسرجسي مولى عبد الله المبارك، كان نصرانياً فأسلم على يديه، ومنهم مولى الحلف كمالك بن أنس الإمام ونفره أصبحيون صليبة موالي لتيم قريش بالحلف، ومن أمثلة مولى القبيلة: أبو البختري الطائي التابعي مولى طيئ، وأبو العالية الرياحي التابعي مولى امرأة من بني رياح، والليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح الجهني مولاهم، وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب الهاشمي مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

النوع الخامس والستون:

معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

هو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، ومن مظانه الطبقات لابن سعد،

চতুর্থষষ্টিতম প্রকার:

মাওয়ালি (আশ্রিত/মুক্তদাস) পরিচিতি

তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন তারা যারা নিঃশর্তভাবে গোত্রের সাথে সম্পর্কিত: যেমন অমুক কুরাইশি, অথচ তিনি তাদের মাওলা। অতঃপর তাদের মধ্যে এমনও আছেন যাকে অমুকের মাওলা বলা হয় এবং এর দ্বারা 'আযাদকৃত মাওলা' বোঝানো হয়, যা সাধারণত প্রচলিত। তাদের মধ্যে ইসলামের মাওলাও রয়েছেন, যেমন ইমাম বুখারী, যিনি জা'ফি গোত্রের ইসলামের মাওলা; কারণ তাঁর দাদা অগ্নিপূজক ছিলেন এবং ইয়ামান আল-জা'ফির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে হাসান আল-মাসারজাসি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মাওলা ছিলেন, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন এবং তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে চুক্তির মাওলাও রয়েছেন, যেমন ইমাম মালিক ইবন আনাস এবং

তাঁর বংশধররা, যারা প্রকৃত আসবাহী হলেও কুরাইশের তাইম গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ মাওলা। গোত্রীয় মাওলার উদাহরণস্বরূপ: তাবেয়ী আবু আল-বাখতারী আল-ত্বা'ই, যিনি তাই গোত্রের মাওলা; এবং তাবেয়ী আবু আল-আলিয়াহ আর-রিয়াহি, যিনি বনু রিয়াহ গোত্রের এক মহিলার মাওলা; আল-লাইস ইবনু সা'দ আল-মিসরী আল-ফাহমী, যিনি তাদের মাওলা; আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-হানযালী, যিনি তাদের মাওলা; আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব আল-কুরাশি, যিনি তাদের মাওলা; আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ আল-জুহানী, যিনি তাদের মাওলা। কখনো কখনো কোনো গোত্রের সাথে এমন ব্যক্তির সম্পর্ক করা হয়, যিনি ওই গোত্রের মাওলার মাওলা; যেমন আবু আল-হুবাব আল-হাশিমী, যিনি শাকরান-এর মাওলা এবং শাকরান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাওলা ছিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

পঞ্চষষ্টিতম প্রকার:
বর্ণনাকারীদের জন্মভূমি ও দেশ পরিচিতি
এটি এমন বিষয় যা হাদিসের হাফিযগণ তাদের গবেষণা ও সংকলনে প্রয়োজন মনে করেন। এর উৎসগুলির মধ্যে ইবন সা'দের 'আত-তাবাকাত' অন্যতম।

(ص: 123)التقريب والتيسير للنووي

وقد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكنى القرى انتسبوا إلى القرى كالعجم، ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما فليبدأ بالأول فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري والدمشقي، والأحسن: ثم الدمشقي، ومن كان من أهل قرية بلدة فيجوز أن ينسب إلى القرية وإلى البلدة وإلى الناحية وإلى الإقليم. قال عبد الله بن المبارك وغيره: من أقام في بلدة أربع سنين نسب إليها والله أعلم.

وقد رويت في " الإرشاد " هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دمشقي، حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله.

الحمد لله رب العالمين حق حمده، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وسائر النبيين والصالحين، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

আরবেরা কেবল তাদের গোত্রের দিকেই নিজেদেরকে নিসবত করত। অতঃপর যখন ইসলাম এলো এবং তাদের উপর গ্রামের বসতি প্রাধান্য পেল, তখন তারা অনারবদের মতো গ্রামের দিকেই নিজেদেরকে নিসবত করতে শুরু করল। এরপর যে ব্যক্তি এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং উভয় শহরের প্রতি নিজেকে সম্পর্কিত করতে চায়, সে যেন প্রথমটির মাধ্যমে শুরু করে। যেমন, মিশর থেকে দামেস্কে স্থানান্তরিত ব্যক্তি বলবে: মিসরী এবং দামেস্কী। আর উত্তম হলো: অতঃপর দামেস্কী। আর যে ব্যক্তি কোনো শহরের অধীনস্থ গ্রামের বাসিন্দা, তার জন্য গ্রাম, শহর, অঞ্চল এবং প্রদেশের দিকে নিজেকে নিসবত করা জায়েজ। আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক ও অন্যান্যরা বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো শহরে চার বছর অবস্থান করে, তাকে সেই শহরের দিকে সম্পর্কিত করা হয়। আর আল্লাহই সম্যক অবগত।

"আল-ইরশাদ" গ্রন্থে এখানে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যেগুলোর সনদসমূহ আমার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সবাই দামেস্কী। আর আমি একজন দামেস্কী। আল্লাহ এটিকে (দামেস্ককে) এবং অন্যান্য সকল মুসলিম শহর ও এর অধিবাসীদেরকে রক্ষা করুন ও হেফাযত করুন।

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যেমন প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। এমন প্রশংসা যা তাঁর নিয়ামতসমূহকে পূর্ণ করে এবং তাঁর বর্ধিত দানসমূহের প্রতিদান দেয়। এবং দরুদ ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল নবী ও নেককারদের উপর, যখনই স্মরণকারীরা তাঁকে স্মরণ করে এবং গাফেলরা তাঁর স্মরণ

> থেকে উদাসীন থাকে। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। আর মহিমান্বিত, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই।